প্রবাসে বাংলার কথা বলে

ওয়েব নিউজ

বৃহস্পতিবার
১১ এপ্রিল ২০২৪
২৮ চৈত্র ১৪৩০, ১ শাওয়াল ১৪৪৫

বর্ষ ১। সংখ্যা ৩

খেলা : ৮ বছর পর ফ্রান্স দলের বাইরে গ্রিজম্যান ▶ ৭

ফিচার : পাঁচ কালের পাঁচ ঈদের স্মৃতি ▶ ৫

WEB NEWS TELEVISION

রেজি নং- W931028381 ● www.webnews24.fr

সিলেট শাহী ঈদগাহে ঈদের জামাতে লাখো মানুষের ঢল

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী শাহী ঈদগাহ ময়দানে। জামায়াতে ইমামতি করেন বন্দরবাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আবু হুরায়রা। আজ ঈদের দিন বৃহস্পতিবার (১১ এপ্রিল) সকাল ৮টায় এই জামাত অনুষ্ঠিত হয় হয়। এর আগে বয়ান পেশ করেন একই মসজিদের খতিব মাওলানা মোস্তাক আহমদ খান। এদিকে বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজের পর থেকে মহানগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে শাহী ঈদগাহ ময়দানের মুসল্লিদের ঢল নামতে শুরু করে। প্রায়

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ঢাকায় লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে ৫ জনের মৃত্যু

ঢাকা প্রতিনিধি

রাজধানীর সদরঘাটে লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। গত ১১ এপ্রিল ঈদের দিন দুপুর ৩টার কিছু আগে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আরো কয়েকজন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, লঞ্চে ওঠার সময় নোঙর করে রাখা লঞ্চটির রশি ছিঁড়ে গেলে পাঁচজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়। পরে তাদের মিডফোর্ট হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রত্যক্ষদর্শীসহ সদরঘাট লঞ্চঘাটের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ১১ নম্বর পন্টুনের সামনে এমভি তাশরিফ-৪ ও এমভি পূবালী-১ নামের দুটি লঞ্চ রশি দিয়ে পন্টুনে বাঁধা অবস্থায় ছিল। লঞ্চ দুটির মাঝখান দিয়ে ফারহান নামের আরেকটি লঞ্চ ঢোকানোর সময় এমভি তাসরিফ-৪ লঞ্চের রশি ছিঁড়ে গেলে পাঁচজন যাত্রী লঞ্চে ওঠার সময় গুরুতর আহত হয়। পরে পাঁচজনই মারা যায়। তাদের মধ্যে একজন নারী, তিনজন পুরুষ এবং একটি শিশু।

ফ্রান্স ই-পাসপোর্ট চালু না হওয়ায় হতাশায় প্রবাসীরা

বদরুল বিন আফরোজ

ঢাকা: বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপসহ যে দেশগুলোতে প্রবাসী আছে সেসব দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম অনেক আগেই চালু হলেও এখনো ঝুলে আছে ফ্রান্স বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম। ফ্রান্সে চলমান রয়েছে অনিয়মিত প্রবাসীদের বৈধকরণ কার্যক্রম। সময়ের সাথে ই-পাসপোর্ট তৈরি করতে না পারায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ফ্রান্স প্রবাসীদের।

সংশ্লিষ্ট প্রবাসীরা বলছেন, 'দ্রুত ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু না হলে হাজারো বাংলাদেশী অনিয়মিত প্রবাসী বৈধতা গ্রহণ করতে পারবেন না। পূর্বে যাদের ই-পাসপোর্ট রয়েছে তারা ফ্রান্সে এসে বৈধতা গ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছেন। ফ্রান্স বাংলাদেশ দূতাবাসে ই পাসপোর্ট চালু না তাকায় তারা বেশি সঙ্কটে রয়েছেন। ফ্রান্স বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, 'ফ্রান্স ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আশা করছি খুব দ্রুত চালু হবে। তবে ফ্রান্সে বসবাসরত বাংলাদেশেরা বলছেন ভিন্ন কথা । ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশিরা বসবাস করেন ইতালি দ্বিতীয় দ্বিতীয় অবস্থানে বসবাস করেন ফ্রান্সে, অথচ দেখা যায় ইউরোপের যেসব দেশে বাংলাদেশীদের বসবাস একেবারেই কম সেই জায়গায় ই পাসপোর্ট চালু হয় কিন্তু ফ্রান্সে চালু হচ্ছে না। প্রবাসীরা বলছেন ফ্রান্স বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা সাধারণ প্রবাসীদের পূর্ণাঙ্গ সেবা না দিয়ে তারা ব্যস্ত রয়েছেন রাজনৈতিক এবং কমিউনিটির বিভাজন নিয়ে এবং

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

জকিগঞ্জ ঐক্য পরিষদ ফ্রান্স ১০ম বর্ষপূর্তি উদযাপিত

তাজ উদ্দিন, ফ্রান্স

জকিগঞ্জ ঐক্য পরিষদ ফ্রান্স এর দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সোমবার (৫মার্চ) ২০২৪ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এক হল রুমে ১০ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠিত হয়। দুই পর্বের এই অনুষ্টানে প্রথম পর্বে ছিল আলোচনা সভা ও দ্বিতীয় পর্বে ছিল বিভিন্ন সামাজিক কাজে অবদান রাখার জন্য ক্রেষ্ট বিতরণ । সংগঠনের সভাপতি সাহেদ আহমদের সভাপতিত্বে যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস এর যৌত সঞ্চালনায় কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্তিত ছিলেন গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও জকিগঞ্জ

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ফ্রান্সে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে ঈদুল ফিতর

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে এবারের ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে। প্রায় ৫৫ লাখের অধিক মুসলিম জনসংখ্যার দেশ ফ্রান্স। যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮.৯ শতাংশ। যার মধ্যে বাংলাদেশি মুসলমানের সংখ্যা প্রায় এক লাখের কাছাকাছি।এবার ধর্মীয় উৎসব পালনে সরকারি কোন ধরনের বিধিনিষেধ না থাকায় ঈদুল ফিতরে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যান্য কমিউনিটিরসঙ্গে বাংলাদেশিরাও একত্রে নামাজ আদায় করেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা সারসেল, অবারভিলিয়ে, ইস্তা, মেট্রো হোসসহ বিভিন্ন খোলা মাঠে ছিল লোকে লোকারণ্য। বিভিন্ন স্থানে সকাল ৭.৩০মিনিটে শুরু হয় প্রথম জামাত এবং ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে ঈদের জামাত এতে দেশটিতে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের প্রায় কয়েক লক্ষ মুসলিমরা ঈদের নামাজ আদায় করেন। বিভিন্ন নামাজের স্থানে নারীদের নামাজের জন্য ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। নামাজ শেষে বাংলাদেশি কমিউনিটির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন পর একে অপরকে কাছে পেয়ে কোলাকুলির মাধ্যমে কুশল বিনিময় করেন। যা অত্যন্ত ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। পরে নেতৃবৃন্দরা বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। ফ্রান্সে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙ্গালীরা প্রবাসে পরিবার ছাড়া ঈদ কেমন কাটছে তার অভিমত ব্যক্ত করেন । বিকাল তিনটার দিকে বাংলাদেশের অধ্যাসিত

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ফ্রান্সে বাংলাদেশীদের কাছে মোটরসাইকেল পার্টসের বিশ্বস্ত দোকানের নাম এস এ ওয়ার্ল্ড।
এখানে সকল ধরনের মোটরসাইকেল এবং স্কুটারে পার্টস পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করা হয় ।

এছাড়াও রয়েছে- ইমিগ্রেড ফাইল জমা, রন্দেভু নেওয়া, Urssaf, KABIS, ফুড ডেলিভারি আইডি আবেদন, মোটর সাইকেলের নাম পরিবর্তন , ইন্সুরেন্স ,অনলাইন ব্যাংক একাউন্ট খোলা এবং দক্ষ কারিগর দ্বারা স্কুটার সার্ভিসিং করা হয় ।

S1 WORLD
210 Rue La Fayette 75010 Paris. 0979246592 / 0744116958
সকাল 10.00 থেকে 22.00 পর্যন্ত খোলা

Cours
Particulier
de Conduite

সহজেই ড্রাইভিং শেখার সুযোগ! আমাদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সেবা দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত এবং আত্মবিশ্বাসিত চালক হিসেবে পরিণত করুন।

MOHAMMED AHMED SALIM
Moniteur D'auto-école
Langues:- Français, English, Español, Urdu, Hindi
For Appointment (Pour Le Rendez-vous)
Call - 07 5421 53 67 whatsAppl - salim-sng@hotmail.fr

Permis avec Salim
পেশাদার এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত

যোগাযোগ:
12 rue berthier 93500 pantin
Call - 07 5421 53 67 whatsApp
salim-sng@hotmail.fr

বৃহস্পতিবার, ১১ এপ্রিল ২০২৪
২৮ চৈত্র ১৪৩০
প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

সুইডেনে কোরআন পোড়ানো ইরাকি আশ্রয় খুঁজছে নরওয়েতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
সুইডেনে জাতিগত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে উস্কানি দেয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে তদন্তও করা হচ্ছে। এক্সপ্রেসেনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সুইডেনের ন্যাটো যোগদান বিলম্বিত হওয়ার পেছনে মমিকাও একটি কারণ ছিল। চলতি মাসের শুরুর দিকে দেশটি এই জোটের সদস্য হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। ন্যাটো সদস্য তুরস্ক কোরআন পোড়ানোর বিরোধিতায় আরো কয়েকটি দেশের মতো সরব ছিল। আঙ্কারার বিরোধিতার কারণে স্টকহোমের ন্যাটোতে যোগ দেয়ার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। সুইডেনের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ গত অক্টোবরে মমিকার দেশটিতে বসবাসের অনুমতি বাতিল করে। তারা জানায় যে তিনি আবেদনে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। তাই তাকে ইরাকে বিতাড়ন করা হবে বলেও জানায় সুইডেনের কর্তৃপক্ষ। সুইডেনের গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, মমিকাকে ২০২১ সালে দেশটিতে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। গত বছর তাকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পাশাপাশি চলতি বছরের ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত দেশটিতে থাকার সাময়িক অনুমতিও দেয়া হয়েছিল বলে লিখেছে এক্সপ্রেসেন। সংবাদপত্রটিকে মমিকা বলেন, "আমি এমন একটি দেশে যাচ্ছি যেটি আমাকে স্বাগত এবং সম্মান জানাচ্ছে। সুইডেন আমাকে সম্মান করেনি।" এক্সপ্রেসেনকে সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় নরওয়ের মধ্যে ছিলেন বিতর্কিত এই অভিবাসনপ্রত্যাশী। তিনি তখন দেশটির রাজধানী অসলোর পথে ছিলেন। নরওয়ে কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাকে আশ্রয় দেয়ার বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

ফ্রান্সে বাংলাদেশ কমিউনিটি ইস্তা মসজিদের ইফতার মাহফিল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
লার্কর্নব অঞ্চল গির্জার প্রধান জর্জে উসাবি, এফএমসি সেক্রেটারী জেনারেল হাদজা, বারাজ তামিমি , এডজোয়া মেয়র নাজাত। ইফতারি আসা অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন, কুরআন নাজিলের এ মাসে কুরআন থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন পরিচালনায় নিজেদের পরিচালিত করতে হবে । সেই সাথে সকলকে রমাদানের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণেরও প্রতি আহ্বান জানান ।পরে আগত অতিথিসহ উপস্থিত আগতরা ইফতার করেন । অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক নেতা আশরাফুল ইসলাম, অফিওরার পরিচালক কৌশিক রাব্বানী, আমি ভয়েজ-এর পরিচালক তানজিম হায়দার ,কমিউনিটির পরিচিত মুখ ওবায়দুল্লাহ কয়েছ । এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক রাজনীতিক সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার প্রবাসী বাংলাদেশী ।

ইটালি-ফ্রান্স সীমান্তে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি মানবাধিকার কর্মী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
নিশ্চিত করে উল্লেখ করেছে, স্থানীয় টানেলের প্রস্থান পয়েন্টের পাশে নিরাপত্তা চেকের অংশ হিসেবে এটি করা হয়েছিল। তিনি গাড়ির নথি দেখাতে অস্বীকার করলে পুলিশের জন্দারমেরি শাখা এক পর্যায়ে গাড়ি অচল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রেফেকচুরের মতে, গাড়িতে তার সাথে বেশ কয়েকজন অনিয়মিত অভিবাসী ছিলেন যাদেরকে আটক করে পরবর্তীতে প্রশাসনিক আটক কেন্দ্র বা ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। তবে অভিবাসন সংস্থা এমাউস রোয়ার দায়িত্বরত কর্মীরা দাবি করেন, আটক হওয়া ব্যক্তিরা তার 'সঙ্গী' যারা তার সাথে ইটালি সীমান্তে অবস্থিত কৃষি ক্ষেতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। তাদের একজন আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া এবং অন্যজন মৌরিতানীয় নাগরিক। সংস্থাটি বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানায়, এই দুই অভিবাসী দীর্ঘদিন ধরে ফ্রান্সে বসবাস করছেন। তারা ইতিমধ্যে ফ্রান্সে নিয়মিত হতে তাদের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তাদের মধ্যে একজন তার স্ত্রী এবং তাদের চার সন্তানসহ রোয়া কমিউনিটিতে বসবাস করেন।

বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র ১০ দেশের তালিকা প্রকাশ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
কৃষিব্যবস্থা, জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি এবং খাদ্যের সংকট। এমনকি কঙ্গো এবং মোজাম্বিকের মতো বড় বড় দেশগুলোও দারিদ্র্যে জর্জরিত। বিভিন্ন দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে মাথাপিছু জিডিপির সমন্বয় করে তালিকাটি তৈরি করেছে আইএমএফ।এ ছাড়াও একটি দেশে বসবাসের খরচ আমলে নিয়ে তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। আইএমএফের এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো এসব দেশে দারিদ্র্যের মূল কারণগুলোর ব্যাপারে বিশ্বকে জানানো। যাতে সবাই সচেতন হয়।

ফ্রান্সে এক অভিবাসীর মৃতদেহ উদ্ধার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
এর আগে গত সপ্তাহে নিখোঁজ এক সিরীয় অভিবাসীর সন্ধানে আদালতে যায় একাধিক ফরাসি অভিবাসন সংস্থা। সংস্থাগুলোর দাবি অনুসারে, ২০২৪ সালের ৩ মার্চ (রোববার) থেকে নিখোঁজ এই অভিবাসীর নাম জুমা আল হাসান। তিনি সিরিয়ার নাগরিক। ওইদিন শত শত অভিবাসীর সঙ্গে উত্তর ফ্রান্স উপকূল থেকে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে নৌকায় উঠেছিলেন তিনি। অভিবাসীরা যাত্রার পর সমুদ্রে বিপদের মুখে পড়লে ঘটনার দিন রাত ১২টায় উত্তর ফ্রান্সের অভিবাসন সংস্থা উটোপিয়া ৫৬ তাদের হটলাইনে ইংরেজিতে লেখা একটি বার্তা পায়। সেখানে লেখা ছিল, "এক জন সমুদ্রে মারা গেছে।" বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে উটোপিয়া ৫৬ জানায়, ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের উদ্ধারে ফরাসি সেবা অভিযান শুরু করেছিলেন। কিন্তু ২৭ বছর বয়সি সিরীয় জুমা আল হাসান ওই সময় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন না।
কর্তৃপক্ষ জানায়, উদ্ধারকারী পুলিশ নৌকাটির কাছে গেলে ওই ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করছিলেন। এনজিওগুলোর দাবি, জুমার পরিবার সত্যি জানতে চায় তিনি কোথায় আছেন। তার চাচা মোহাম্মদ তাকে খুঁজে পাওয়ার আশায় রয়েছেন। সিরিয়ায় থাকা তার বাবামাকে সন্তানের সংবাদ জানাতে উত্তর ফ্রান্সের কালে অঞ্চলে এসেছেন। জুমার চাচাও থানায় একটি আবেদন জমা দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার খুঁজে পাওয়া ব্যক্তির সাথে নিখোঁজ অভিবাসীর পরিচয় মিলে গেলে এটি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা দূর হবে বলে মনে করছেন অভিবাসন সংশ্লিষ্টরা। চলতি বছরের শুরু থেকে ছোট নৌকায় ব্রিটেনে পৌঁছাতে গিয়ে উত্তর ফ্রান্স উপকূলে ১০ জন অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে।

যাকাত : গুরুত্ব ও মাসায়িল

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)
এক্ষেত্রে নতুন প্রাপ্ত সম্পদ পুরাতন সম্পদের সঙ্গে যোগ হবে এবং পুরাতন সম্পদের বছর পূর্ণ হওয়ার পর সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে। বছরের মাঝে যা যোগ হয়েছে তার জন্য পৃথক বছর পূর্ণ হওয়া লাগবে না।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৬৮৭২,৭০৪০,৭০৪৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩২৫,১০৩২৭
১৭. বছরের শুরু ও শেষে নিসাব পূর্ণ থাকলে যাকাত আদায় করতে হবে। মাঝে নিসাব কমে যাওয়া ধর্তব্য নয়। অবশ্য বছরের মাঝে সম্পূর্ণ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে ঐ সময় থেকে নতুন করে বছরের হিসাব আরম্ভ হবে এবং এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় করতে হবে। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৪২,৭০৪৪; আদ্দুররুল মুখতার ২/৩০২
যে সব জিনিসের ওপর যাকাত ফরয নয়
১৮. নিজ ও পোষ্য পরিজনের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও বাহনের ওপর যাকাত ফরয নয়।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/১৯-২০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০২০৭; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৫
১৯. গৃহের আসবাবপত্র যেমন খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল, ফ্রিজ, আলমারি ইত্যাদি এবং গার্হস্থ সামগ্রী যেমন হাড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, গ্লাস ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয নয়। তা যত উচ্চমূল্যেরই হোক না কেন।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৯৩,৭১০২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৫৬০; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৫
তবে এক্ষেত্রে মনে রাখাতে হবে য, যেসব বস্ত্তর উপর যাকাত আসে না সেগুলোতে যদি সোনা-রুপা সংযুক্ত থাকে তাহলে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে এই সংযুক্ত সোনা-রুপারও যাকাত ফরয হবে।
২০. পরিধেয় বস্ত্র, জুতা যদি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশিও থাকে তবুও তাতে যাকাত ফরয হবে না। -রদ্দুল মুহতার ২/২৬৫
২১. দোকান-পাট বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এমন আসবাবপত্র যা ব্যবসাপণ্য নয়, তার ওপর যাকাত ফরয নয়। তবে ফার্নিচারের দোকানে বিক্রির উদ্দেশ্যে যেসব ফার্নিচার রাখা থাকে তা যেহেতু বাণিজ্যদ্রব্য তাই এসবের ওপর যাকাত ফরয হবে।
২২. ঘর-বাড়ি বা দোকানপাট তৈরি করে ভাড়া দিলে তাতেও যাকাত ফরয নয়। তবে এসব ক্ষেত্রে ভাড়া বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাবে তার ওপর মাসআলা নং ৬ প্রযোজ্য হবে।
২৩. ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ি বা অন্য কোনো সামগ্রী যেমন ডেকোরেটরের বড় বড় ডেগ, থালা-বাটি ইত্যাদি ক্রয় করলে তার ওপরও যাকাত ফরয নয়। তবে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থের উপর যাকাত আসবে।
ঋণ ও পাওনা প্রসঙ্গ
২৪. কারো ঋণ যদি এত হয় যা বাদ দিলে তার কাছে নিসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকে না তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয নয়। -মুয়াত্তা মালেক ১০৭; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০০৩, ৭০৮৬, ৭০৮৯, ৭০৯০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৫৪৭-৫৪৮; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৩; বাদায়েউস সানায়ে ২/৮৩
কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই প্রসিদ্ধ মাসআলাটি সকল ঋণের ক্ষেত্রে নয়। ঋণ দুই ধরনের হয়ে থাকে। ক. প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণ নেওয়া হয়। খ. ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেওয়া হয়।
প্রথম প্রকারের ঋণ সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে যাকাতের নিসাব বাকি থাকে কিনা তার হিসাব করতে হবে। নিসাব থাকলে যাকাত ফরয হবে, অন্যথায় নয়। কিন্তু যে সকল ঋণ উন্নয়নের জন্য নেওয়া হয় যেমন কারখানা বানানো, কিংবা ভাড়া দেওয়া বা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বিল্ডিং বানানো অথবা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ নিলে যাকাতের হিসাবের সময় সে ঋণ ধর্তব্য হবে না। অর্থাৎ এ ধরনের ঋণের কারণে যাকাত কম দেওয়া যাবে না। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৮৭
২৫. বিয়ে-শাদিতে মোহরানার যে অংশ বাকি থাকে তা স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা। কিন্তু এই পাওনা স্বামীর ওপর যাকাত ফরয হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না। অর্থাৎ যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাবের সময় এই ঋণ বাদ দেওয়া যাবে না; বরং সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/২৬১
উল্লেখ্য যে, বিনা ওযরে মোহরানা আদায়ে বিলম্ব করা অত্যন্ত নিন্দনীয়।
২৬. অন্যকে যে টাকা কর্জ হিসেবে দেওয়া হয়েছে বা ব্যবসায়ী কোনো পণ্য বাকিতে বিক্রয় করেছে এই পাওনা টাকা পৃথকভাবে বা অন্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে মিলিতভাবে নিসাব পূর্ণ করলে তারও যাকাত দিতে হবে। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১১১-৭১১৩,৭১২১,৭১২৩,৭১২৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৪৮৪-৪৮৬
২৭. পাওনা উসূল হওয়ার পর ওই টাকার যাকাত আদায় করা ফরয হয়। তার আগে আদায় করা জরুরি নয়, তবে আদায় করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৪৭, ১০৩৫৬
২৮. উপরোক্ত ক্ষেত্রে পাওনা উসূল হতে যদি কয়েক বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে উসুল হওয়ার পর বিগত সকল বছরের যাকাত আদায় করা ফরয হয়। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১১৬,৭১২৯,৭১৩১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৪৬,১০৩৫৬
২৯. স্বামীর কাছে পাওনা মোহরানা নিসাব পরিমাণ হলেও তা স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাতে যাকাত ফরয হয় না। হস্তগত হওয়ার পর যদি আগে থেকেই ঐ মহিলার কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ নিসাব পরিমাণ না থাকে তাহলে এখন থেকে বছর গণনা শুরু হবে এবং বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় করতে হবে।
৩০. আর যদি স্ত্রী মোহরানা পাওয়ার আগ থেকেই নিসাব পরিমাণ অর্থ বা সম্পদের মালিক থেকে থাকে তাহলে এই সদ্যপ্রাপ্ত মোহরানা অন্যান্য টাকা-পয়সা বা সম্পদের সাথে যোগ হবে এবং সেই সব পুরানো সম্পদের বছর পূর্ণ হওয়ার পর সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

কীভাবে যাকাত দিতে হবে
কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা তার অনুগত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন-
আর তারা যা কিছু দান করে এভাবে দান করে যে, তাদের হৃদয় ভীতকম্পিত থাকে (একথা ভেবে) যে, তারা তাদের রবের নিকটে ফিরে যাবে।' -সূরা মুমিনূন : ৬০
এক আয়াতে মু'মিনদের সম্বোধন করে বলেন-
... এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ব্যয় করে থাক। যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। -সূরা বাকারা : ২৭২
অন্য এক আয়াতে ঈমানদারদের সতর্ক করা হয়েছে তারা যেন অসংযত আচরণের মাধ্যমে তাদের দান-সদকাকে ব্যর্থ না করে দেয়। ইরশাদ হয়েছে-
'হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনুগ্রহ ফলিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-সদকাকে বিনষ্ট করো না। ওই লোকের মতো যে লোক দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয় করে আর ঈমান রাখে না আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর।-সূরা বাকারা : ২৬৪
কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনয়, খোদাভীতি, ইখলাস ও আখলাকে হাসানা হল দান-সদকা আল্লাহর দরবারে মকবুল হওয়ার অভ্যন্তরীণ শর্ত। এসব বিষয়ে যত্নবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সময়মতো যাকাত আদায় করে দেওয়া কর্তব্য।
৩১. বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা যায় না। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-
আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু এল সে বলবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু কালের অবকাশ কেন দিলে না! তাহলে আমি সদাকা করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'-সূরা মুনাফিকূন : ১০
এক্ষেত্রে করণীয় হল, নিসাবের মালিক হওয়ার সময়টি সামনে রাখা এবং ঠিক তার এক বছর পর সেই সময়েই যাকাত আদায় করা। নির্দিষ্ট সময়টি জানা থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনো মাসের অপেক্ষায় বসে থাকা উচিত নয়।
৩২. যে দিন এক বছর পূর্ণ হবে সেদিনই যাকাত আদায় করা ফরয হয়। এরপর যখনই যাকাত আদায় করুক সে পরিমাণই আদায় করতে হবে যা সেই দিন ফরয হয়েছিল। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৫৫৯
৩৩. বছর পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে চন্দ্রবর্ষের হিসাব ধর্তব্য, সৌর বর্ষের নয়।

নিয়ত করা

৩৪. যাকাত আদায় হওয়ার জন্য যাকাত প্রদানের নিয়ত করা জরুরি। -রদ্দুল মুহতার ২/২৫৮
৩৫. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই যাকাত প্রদান করতে হবে। জনসমর্থন অর্জনের জন্য, লোকের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য কিংবা অন্য কোনো জাগতিক উদ্দেশ্যে যাকাত দেওয়া হলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।-সূরা বাক্বারা ২৬৪
যাকাতের উপযুক্ত খাতে যেমন ফকীর-মিসকীনকে দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করতে হবে। এটাই মূল নিয়ম। তবে নিজের সম্পদ থেকে যাকাতের টাকা পৃথক করে রাখলে পৃথক করার সময়ের নিয়তই যথেষ্ট হবে। এখান থেকে ফকীর-মিসকীনকে দেওয়ার সময় নতুন নিয়ত না করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।-রদ্দুল মুহতার ২/২৬৮
৩৬. যাকাতের উদ্দেশ্যে টাকা পৃথক করে রাখলেও মালিক তা প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। তবে পরে যাকাত আদায়ের সময় যাকাতের নিয়ত করতে হবে। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৯১, ১০৩৯২
৩৭. যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে কিছু টাকা দান করা হয়েছে, কিন্তু দান করার সময় দানকারীর মনে যাকাতের নিয়ত ছিল না তো গ্রহীতার কাছে সেই টাকা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হবে। তদ্রূপ যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে কোনো খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হলে গ্রহীতা তা খেয়ে ফেলার বা বিক্রি করে দেওয়ার আগে যাকাতের নিয়ত করলেও যাকাত আদায় হবে। এরপরে যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত হিসাবে আদায় হবে না।-আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৮; রদ্দুল মুহতার ২/২৬৮-২৬৯
৩৮. যাকাতের টাকা আলাদা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ফকীর-মিসকীনকে দেওয়ার আগেই তা চুরি হয়ে গেল বা অন্য কোনোভাবে নষ্ট হয়ে গেল তাহলে যাকাত আদায় হয়নি। পুনরায় যাকাত দিতে হবে।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৬৯৩৬,৬৯৩৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৫৩১-৫৩২; রদ্দুল মুহতার ২/২৭০
৩৯. যে সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে তার চল্লিশ ভাগের একভাগ (২.৫০%) যাকাত দেওয়া ফরয। সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে শতকরা আড়াই টাকা হারে নগদ টাকা কিংবা ওই পরিমাণ টাকার কাপড়-চোপড় বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে দিলেও যাকাত আদায় হবে। -সুনানে নাসায়ী হাদীস ২২৩০-২২৩৩; সুনানে আবু দাউদ হাদীস ১৫৭০-১৫৭২; সুনানে তিরমিযী হাদীস ৬২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস ১৮০৩ ; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১৩৩-৭১৩৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৫৩৯-১০৫৮১
৪০. যে পরিমাণ যাকাত ফরয হয় স্বেচ্ছায় তার চেয়ে বেশি দিয়ে দিলেও অসুবিধা নেই। এতে যাকাত আদায় এবং বাড়তি দান দু'টোরই ছওয়াব পাওয়া যাবে।- মুসনাদে আহমদ হাদীস ২০৭৭; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৬৯০৭
৪১. যাকাত গ্রহণকারীকে একথা জানানোর প্রয়োজন নেই যে, তাকে যাকাত দেওয়া হচ্ছে। যেকোনোভাবে দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের মাল দেওয়া হলে মালিক যদি মনে মনে যাকাতের নিয়ত করে তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।-রদ্দুল মুহতার ২/২৬৮
৪২. অন্যের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করতে হলে তার অনুমতি নিতে হবে। অন্যথায় সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাকাত আদায় হবে না। -রদ্দুল মুহতার ২/২৬৯
৪৩. গৃহকর্তা যদি ঘরের লোকদেরকে যাকাত দেওয়ার অনুমতি দিয়ে রাখেন তাহলে তারা যাকাতের নিয়তে কাউকে কিছু দিলে তা যাকাত হিসেবে আদায় হবে। আর যদি পূর্বাগ্রে অনুমতি না দেওয়া থাকে আর ঘরের লোকেরা যাকাত হিসেবে কিছু দান করে তাহলে যাকে দান করা হল সে সেই অর্থ খরচ করার আগেই যদি গৃহকর্তা অনুমতি পাওয়া যায় তাহলেও তা যাকাত হিসেবে আদায় হবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় আদায় করতে হবে।
৪৪. কোনো দরিদ্র ব্যক্তির কাছে কারো কিছু টাকা পাওনা আছে। এখন সে যদি যাকাতের নিয়তে পাওনা মাফ করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে না। তাকে যাকাত দিতে হলে নিয়ম হল, প্রথমে তাকে যাকাত প্রদান করা এরপর সেখান থেকে ঋণ উসূল করে নেওয়া।-আদ্দুররুল মুখতার ২/২৭০; রদ্দুল মুহতার ২/২৭১
ঋণগ্রস্তকেই যাকাতের টাকা প্রদান করা উত্তম। কেননা এতে তাকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করা হয়। আর কোনো স্বচ্ছল ব্যক্তি যদি যাকাত থেকে গণ্য করা নিয়ত ছাড়াই ঋণগ্রহীতার ঋণ ক্ষমা করে দেয় তবে তো কথাই নেই।-রদ্দুল মুহতার ২/২৭১

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে
কুরআন মজীদে যাকাতের খাত নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এখাত ছাড়া অন্য কোথাও যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। ইরশাদ হয়েছে-
যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও যাকাতের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফিরের জন্য। এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।-সূরা তাওবা : ৬০
৪৫. যে দরিদ্র ব্যক্তির কাছে অতি সামান্য মাল আছে, অথবা কিছুই নেই, এমনকি একদিনের খোরাকীও নেই এমন লোক শরীয়তের দৃষ্টিতে গরীব। তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।
৪৬. যে ব্যক্তির কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ অর্থাৎ সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা, বাণিজ্যদ্রব্য ইত্যাদি নিসাব পরিমাণ আছে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে ধনী। তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।
৪৭. অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ নিসাব পরিমাণ নেই, কিন্তু অন্য ধরনের সম্পদ যাতে যাকাত আসে না যেমন ঘরের আসবাবপত্র, পরিধেয় বস্ত্র, জুতা, গার্হস্থ সামগ্রী ইত্যাদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং নিসাব পরিমাণ আছে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে না।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১৫৬

এই ব্যক্তির উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।
৪৮. যে ব্যক্তির কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদও নিসাব পরিমাণ নেই এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য ধরনের মাল-সামানাও নিসাব পরিমাণ নেই এই ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৫৩৬
৪৯. যে ব্যক্তি এমন ঋণগ্রস্থ যে, ঋণ পরিশোধ করার পর তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।
৫০. কোনো ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী, কিন্তু সফরে এসে অভাবে পড়ে গেছে বা মাল-সামান চুরি হয়ে গেছে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে। তবে এ ব্যক্তির জন্য শুধু প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করাই জায়েয, এর বেশি নয়।
৫১. যাকাতের টাকা এমন দরিদ্রকে দেওয়া উত্তম যে দ্বীনদার। দ্বীনদার নয় এমন লোক যদি যাকাতের উপযুক্ত হয় তাহলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে। কিন্তু যদি প্রবল ধারণা হয় যে, যাকাতের টাকা দেওয়া হলে লোকটি সে টাকা গুনাহের কাজে ব্যয় করবে তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।
৫২. যাকাত শুধু মুসলমানদেরকেই দেওয়া যাবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা অন্য কোনো অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া হলে যাকাত আদায় হবে না। তবে নফল দান-খায়রাত অমুসলিমকেও করা যায়। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১৬৬,৭১৬৭, ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৫১৬-৫১৭
৫৩. যাকাতের টাকা যাকাতের হক্বদারদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। যাকাতের নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করে অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হলে যাকাত আদায় হবে না। যেমন রাস্তা-ঘাট, পুল নির্মাণ করা, কূপ খনন করা, বিদ্যুত-পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।
৫৪. যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা, ইসলাম প্রচার, ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা দেওয়া, ওয়াজ মাহফিল করা, দ্বীনি বই-পুস্তক ছাপানো, ইসলামী মিডিয়া তথা রেডিও, টিভির চ্যানেল করা ইত্যাদিও জায়েয নয়।
মোটকথা, যাকাতের টাকা এর হক্বদারকেই দিতে হবে। অন্য কোনো ভালো খাতে ব্যয় করলেও যাকাত আদায় হবে না।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৬৯৪৭,৬৯৪৮, ৭১৩৭,৭১৭০
৫৫. যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হল, উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। যাতে সে নিজের খুশি মতো তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। এরূপ না করে যদি যাকাতদাতা নিজের খুশি মতো দরিদ্র লোকটির কোনো প্রয়োজনে টাকাটি খরচ করে যেমন, তার ঘর সংস্কার করে দিল, টয়লেট স্থাপন করে দিল কিংবা পানি বা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করল তাহলে যাকাত আদায় হবে না।-রদ্দুল মুহতার ২/২৫৭
নিয়ম হল, যাকাতের টাকা দরিদ্র ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দেওয়া। এরপর যদি সে নিজের খুশি মতো এসব কাজেই ব্যয় করে তাহলেও যাকাতদাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।
৫৬. আত্মীয়-স্বজন যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়াই উত্তম। ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাগনে, চাচা, মামা, ফুফু, খালা এবং অন্যান্য আত্মীয়দেরকে যাকাত দেওয়া যাবে। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১৬০,৭১৬১,৭১৬৪,৭১৭১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৫৪২-৫৪৬
দেওয়ার সময় যাকাতের উল্লেখ না করে মনে মনে যাকাতের নিয়ত করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে এটাই উত্তম।
৫৭. নিজ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পরদাদা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যারা তার জন্মের উৎস তাদেরকে নিজের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। এমনিভাবে নিজের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতিন এবং তাদের অধস্তনকে নিজ সম্পদের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।-রদ্দুল মুহতার ২/২৫৮
৫৮. বাড়ির কাজের ছেলে বা কাজের মেয়েকে যাকাত দেওয়া জায়েয যদি তারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয়। তবে কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না। কেউ কেউ কাজের লোক রাখার সময় বলে, মাসে এত টাকা করে পাবে আর ঈদে একটা বড় অংক পাবে। এক্ষেত্রে ঈদের সময় দেওয়া টাকা যাকাত হিসাবে প্রদান করা যাবে না। সেটা তার পারিশ্রমিকের অংশ বলেই ধর্তব্য হবে।
৫৯. কোনো লোককে যাকাতের উপযুক্ত মনে হওয়ায় তাকে যাকাত দেওয়া হল, কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেল যে, লোকটির নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দিতে হবে না। তবে যাকে যাকাত দেওয়া হয়েছে সে যদি জানতে পারে যে, এটা যাকাতের টাকা ছিল সেক্ষেত্রে তার ওপর তা ফেরৎ দেওয়া ওয়াজিব।
৬০. যাকাত দেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, যাকাত-গ্রহীতা অমুসলিম ছিল তাহলে যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় যাকাত দিতে হবে।
৬১. অপ্রাপ্তবয়স্ক (বুঝমান) ছেলে-মেয়েকে যাকাত দেওয়া যায়।-রদ্দুল মুহতার ২/২৫৭; আলবাহরুর রায়েক ২/২০১ #

অনিয়মিত অভিবাসন ঠেকাতে মিশরকে ইইউর ৮০০ কোটি ডলার সহায়তা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আর ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি এই চুক্তিটিকে একটি 'ঐতিহাসিক' পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "এই চুক্তি ভূমধ্যসাগরের দুই পাড়ের অংশীদারদের ইচ্ছাকে ফুটিয়ে তুলছে এবং সহযোগিতার একটি নতুন কাঠামোকে অনুপ্রাণিত করছে।"
আর ইউরোপীয় কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, জয়েন্ট ডিক্লারেশন নামে এই চুক্তিটি গণতন্ত্র, মৌলিক স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতের বিষয়েও কাজ করবে।
তাছাড়া অভিবাসন এবং সন্ত্রাসবাদের হুমকি মোকাবিলায়ও পারস্পরিক সম্পর্ক আরো গভীর করবে। চুক্তির অংশ হিসেবে লিবিয়ার সাথে থাকা সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে মিশরকে সহযোগিতা করবে ইইউ। এই সীমান্ত দিয়ে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অভিবাসনপ্রত্যাশীরা অনিয়মিত পথে ইউরোপের দিকে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করে থাকেন। তাছাড়া সুদানের চলমান রাজনৈতিক সংঘাত এড়িয়ে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় দিতেও মিশরকে সহযোগিতা করবে ইইউ। উল্লেখ্য, গত বছরের এপ্রিলের পর থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে চার লাখের বেশি সুদানি শণার্থীকে মিশরে আশ্রয় দিয়েছে। মিশরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশটিতে মোট শরণার্থীর সংখ্যা ৯০ লাখেরও বেশি।
এরমধ্যে চার লাখ ৮০ হাজার জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থায় লিপিবদ্ধ। তাদের অনেকেই ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে তুলেছেন আর অনেকেই দেশটির অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে যুক্ত রয়েছেন। দশকের পর দশক ধরে সাব সাহারা আফ্রিকার শরণার্থীদের গন্তব্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মিশর। তাছাড়া অনেকেই আবার ইউরোপে পাড়ি জমানোর উদ্দেশে মিশরের সমুদ্র উপকূলকে বেছে নেয়।
এদিকে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, করোনা মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-সব মিলিয়ে ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে মিশরের অর্থনীতি। এমন পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে করা এই সহযোগিতা চুক্তি দেশটির অর্থনীতির জন্য সহযোগী হবে।

ছয় বছরের সন্তানকে সমুদ্রেই সমাহিত করেন বাবা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নৌকাটি ধরা পড়ে। এর দুইদিন আগে সিরীয় বাবা সাইপ্রাসের উপকূল থেকে ৬৭ মাইল দূরে (১০৮ কিলোমিটার) একটি কম্বলে জড়িয়ে আদরের সন্তানকে সমুদ্রে সমাহিত করেন।
পরবর্তীতে টহল জাহাজ অন্তত ৩১ অভিবাসীকে দক্ষিণ উপকূলীয় শহর লারনাকাতে স্থানান্তর করে। সাইপ্রাস মাইগ্রেশন সার্ভিসের ডেপুটি অপারেশন চিফ পেট্রস জেনিয়স রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যমকে জানিয়েছেন, নৌকার অন্য তিন যাত্রী দূরে শহরের আলো দেখতে পেয়ে সাঁতরে তীরে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েও তাদের খোঁজ মেলেনি। উদ্ধারকৃতদের দুইজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বলে জানান জেনিয়স। ক্রমাগত সমুদ্রের জল পান করায় তাদের একজনের পরিস্থিতি গুরুতর। অন্যজন অবসাদ ও পানিশূন্যতায় ভুগছেন। নৌকায় থাকা অন্য ১১ শিশুর সবাই সুস্থ্য আছে বলে জানান তিনি।
নৌকার ২২ বছর বয়সি চালককে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে সাইপ্রাসের আদালত। তার বিরুদ্ধে হত্যা ও অবেহলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগ আনা হয়েছে।
গত বছর ১১৫৮ জন আশ্রয়প্রার্থী নৌকায় চড়ে সাইপ্রাসে প্রবেশ করেন বলে জানিয়েছেন জেনিয়স। চলতি বছর ৩১৬ জন অপ্রাপ্তবয়স্ত সমুদ্রপথে দ্বীপটিতে প্রবেশ করেন।
এদিকে সোমবার ব্রাসেলসে এক সভায় সাইপ্রাসের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কনস্টান্টিনোস লোয়ানু বলেছেন, সিরিয়ার কিছু অংশে অভিবাসীদের পুনর্বাসন করা যায় কিনা তা ইউরোপীয় ইউনিয়নে পুনঃপরীক্ষা করে দেখা উচিত। বিবৃতি অনুযায়ী, গ্রিস, সুইডেন ও অস্ট্রিয়া এতে সায় দিয়েছে।

ফ্রান্সে এক নারীর প্রাণ বাঁচালেন তিন আফগান অভিবাসী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
মঙ্গল। ২০২১ সালে তিনি ফ্রান্সে পৌঁছান। এই তিন বন্ধু যখন ওই নারীকে উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসেন তখন সেখানে উপস্থিত পথচারীরা তাদের মধ্যে একজনকে হাইপোথার্মিয়ায় ভুগতে দেখেছিলেন বলে জানিয়েছে লা দেপেশ। পরে স্থানীয় জরুরি পরিষেবা কর্মীরা দ্রত উদ্ধার হওয়া নারীর দায়িত্ব নেয়। তবে ঠিক কী কারণে তিনি ব্রিজ থেকে নদীতে লাফ দিয়েছিলেন সেটি জানা যায়নি।
এই তিন তরুণ ওইদিন সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত অনেক মানুষকে উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে না পড়ে মোবাইলে ভিডিও ও ছবি তুলতে দেখে অবাক হন। পরবর্তীতে অনেকেই ভুক্তভোগীর সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেন অথচ তিনি তখন প্রায় অজ্ঞান ছিলেন। অভিবাসী নূরী দৈনিক লো পেতি ব্লু আজাঁকে বলেন, ঘটনার সময় আমি পায়ে ব্যথা পেয়েছি। আফগানিস্তান ছেড়ে আসার পর আমি দীর্ঘ সময় তুরস্কে ছিলাম, কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি খুব উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। যার কারণে এক পর্যায়ে ফ্রান্সে চলে আসি। তিনি বর্তমানে আজাঁ শহরে একটি ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টে কাজ করেন।
নূরী ও মঙ্গল ইতিমধ্যে ফ্রান্স শরণার্থী মর্যাদা পেয়ে বসবাস করছেন। তারা বলেন, "আমাদের এখানে থাকতে অনেক ভালো লাগে। এখানকার পরিবেশ আমি অনেক পছন্দ করি। স্থানীয় লোকেরা আসার পর থেকে আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে। আমরা ফরাসি ভাষা শিক্ষা কোর্সেও অংশ নিচ্ছি।"
এই তিন তরুণের ঘটনা গারোনসহ পুরো অঞ্চলজুড়ে সাড়া ফেলেছে। এটি স্থানীয়দের মধ্যে অভিবাসীদের নিয়ে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো।

বৃটিশ পার্লামেন্টের সামনে মানববন্ধন

> দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হতে পারলেই মানবাধিকার ও ভোটের অধিকার ফিরে আসবে

আমিনুল ইসলাম মুকুল, লন্ডন

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও মানবাধিকার সুরক্ষার দাবিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চত্বরে মানবাধিকার সংগঠন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভে বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা নামে মাত্র থাকলেও সার্বভৌমত্ব ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এটা এখন আর ওপেন সিক্রেট নয়, ফ্যাসিবাদী সরকারের মন্ত্রীরাও বলছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হবে, কারা ক্ষমতায় থাকবে সেটা ভারত নির্ধারণ করে দিচ্ছে। বক্তারা বলেন, ভারতের এ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার সার্বভৌমত্বের পক্ষের শক্তির লোকদের নানাভাবে হয়রানি, নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছে। ভিন্নমতের লোকদের গুম ও খুন করা হচ্ছে। মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত করে শেখ হাসিনা ভারতের সহযোগিতায় দেশে এক দলীয় শাসন কায়েম করেছে।
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি মোঃ রায়হান উদ্দিন। সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক বুরহান উদ্দিন চৌধুরীর পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও প্রধান বক্তা ছিলেন আমারদেশ ইউকের নির্বাহী সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ মোঃ মঈনুল ইসলাম, এফআরআই এর সাংগঠনিক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন মৃধা ও জাস্টিজ ফর ভিক্টিমস ইউকের সভাপতি মোঃ জহিরুল ইসলাম ও নিউজ লাইফ টোয়েন্টিফোর এডিটর মোঃ অহিদুজ্জামান।
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল এর সহ সভাপতি করিম মিয়া, আলী আহমদ, মির্জা আবুল আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলাম সফর, সিরাজুম মনির, শেরওয়ান আলী, মারুফ আহমদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মো: আশরাফুল আলম, মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মোঃ ফান্টু, আইন বিষয়ক সম্পাদিকা এডভোকেট রোকশানা আক্তার, সহকারী অফিস সম্পাদক তোফায়েল আহমদ, সহকারী ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ লিয়াকত আলী, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইকবাল হোসেন, সহকারী ট্রেনিং বিষয়ক সম্পাদক আবুল হোসেন, সহকারী আইটি বিষয়ক সম্পাদক এম এম ইয়াজদিন, সহকারী সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সম্পাদক রুমেল মিয়া, অনলাইন বিষয়ক সম্পাদক পারভেজ মিয়া সুজা, নির্বাহী সম্পাদক পীরজাদী তাছনীয়া হোসাইন তমা, সায়েক আহমদ, জাকারিয়া হোসাইন, মোঃ তোফায়েল ও তজমুল আলী।
প্রধান অতিথি এম এ মালিক তার বক্তব্যে বলেন, সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামতে হবে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে না পারলে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সিকিমের মতো ভারতের হাতে তুলে দিবে। তিনি হাজার হাজার কোটি টাকা নিজ সন্তানের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করেছেন। দেশের জনগণ একদিন তার বিচার করবেন। এম এ মালিক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন আপনার দেশ ডেমোক্রেটিক দেশ সুতরাং আপনি ডেমোক্রেসির পক্ষ অবলম্বন করবেন। আপনি ভারতের পক্ষ অবলম্বন করবেন না। ভারত নিজ দেশে গণতন্ত্র প্র্যাকটিস করলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক জনগনের বিপক্ষে অবস্থান নেন। তাই ঋষি সুনাককে বলবো আপনি মোদিকে বয়কট করুন।
অলিউল্লাহ নোমান বলেন, আমাদের রাজনৈতিক কোন পরিচয় নেই, আমাদের একটাই পরিচয় আমরা বাংলাদেশি। সকল দেশপ্রেমিক নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে নতুন করে স্বাধীন করতে হবে। দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ থেকে সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সার্বভৌমত্ব দিল্লী থেকে ফিরিয়ে আনতে পারলেই দেশে মানবাধিকার, ভোটের অধিকার ফিরে আসবে। মানুষ গণতন্ত্র পাবে। রাজনৈতিক নেতাকর্মীরাও কারাগার থেকে মুক্তি পাবেন। সুতরাং সবার আগে প্রয়োজন দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার লড়াই করা। সভাপতির বক্তব্যে রায়হান উদ্দিন বলেন, আমরা কোন দলের না।আমরা মানবাধিকারের পক্ষে। দেশকে ফ্যাসিস্ট সরকার থেকে মুক্ত করার পক্ষে। যতদিন স্বৈরাচার সরকার পদত্যাগ না করবে ততদিন আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন তোফায়েল আহমেদ, মো গায়েছ আহমেদ, মাহমুদুল হাসান ফাহিম,মো সাইফুল ইসলাম, পল্লব দাস, আব্দুল আলী, রাসেল আহমেদ, রুমান আহমেদ, মো কামাল হোসেন, আবু সাইদ উমর,সাইফুল ইসলাম, শাহ মো রুমন মিয়া, শিমুল ইসলাম, প্রতিম ঘোষ, জুলফু আহমেদ, যোবায়ের আহমেদ,আশরাফুল ইসলাম, আবুল হোসেন, মিজানুর রহমান, ছাদিকুর রহমান, আবু হাসান রহিম, জুয়েল আহমেদ, নজরুল ইসলাম, মেহদী হাসান ফাহিম, মো আব্দুল করিম, রেজাউল ইসলাম খান, মুক্তাদির আহমেদ, আমিনুল ইসলাম আনহার, মুহিবুর রহমান সাহেদ, মু, ওমর খৈয়াম, ফরহাদ হোসেন ফাহমিদ, মো আব্দুস সালাম, খন্দকার আফফান, নুসরাত ইসলাম পলি, মুহিবুর রহমান বুলবুল, রেশমা বেগম, মো আশরাফ আহমেদ জবলু, তানভীর সিদ্দিকী, আরিফ, মো আরিফুল ইসলাম, মো আবুল কালাম, আবুল হোসেন, এস এম সামসুজ্জোহা, কামরুল ইসলাম, সাইপুর রহমান মনি, মো. আব্দুল হাদি, মো শফিকুর রহমান মুরাদ, মো গিয়াসউদ্দিন সোহাগ, তোফায়েল আহমেদ, মঈন উদ্দিন, ফেরদোস আহমেদ, মো হারুন মিয়া, আরিফুজ্জামান উকিল, মায়নুল ইসলাম, রাহেল আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা আবু ছাদিক হাওলদার, মো তায়্যেওব, মো রকিব উদ্দিন, রায়হান আহমেদ, আবু তাইয়েব কাউছার, মো ফজলুর রহমান, সিরাজুম মনির, তামিম আহমেদ, জেবলু আলী, এম এম ইয়াজদ্দীন, মহিবাজ উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, আবুল মনসুর, সায়েফ আহমেদ, মো রাহিদ আলী, মো হাসনাত আল হাবিব, মাকসুদ ইবনে ওয়াহিদ কায়েছ, নাজমুল ইসলাম বকুল, মাহফুজ আহমেদ আকন্দ, নাহিদ আহমেদ, মোঃ নজমুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন, মাহবুব হোসেন, মোহাম্মদ তানভীর হোসেন সিদ্দিকী প্রমুখ।

সুইডেনে কোরআন পোড়ানো ইরাকি আশ্রয় খুঁজছে নরওয়েতে

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সুইডেনে একাধিকবার মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন পোড়ানো এক ইরাকি নাগরিক বুধবার জানিয়েছেন যে স্টকহোম কর্তৃপক্ষ তাকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তিনি নরওয়েতে আশ্রয় চাইবেন। ৩৭ বছর বয়সি সালওয়ান মমিকা গত কয়েক বছরে একাধিকবার কোরআন পোড়ানোর আয়োজন করেন, যা মুসলমানদের কাছে অবমাননাকর মনে হয়েছে।
সুইডেনের ট্যাবলয়েড এক্সপ্রেসেনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আমি নরওয়ের পথে রয়েছি। সুইডেন শুধুমাত্র সন্ত্রাসীদের আশ্রয় এবং নিরাপত্তা দেয়, আর দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদের বহিষ্কার করে।"
মমিকার প্রকাশ্যে কোরআন পোড়ানোর উস্কানিমূলক ভিডিও নিয়ে সারাবিশ্বেই বিতর্ক হয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এই বিষয়টির সমালোচনা করে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। অনেক স্থানে দাঙ্গা এবং অস্থিরতাও দেখা গেছে।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ফ্রান্সে এক নারীর প্রাণ বাঁচালেন তিন আফগান অভিবাসী

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

গেল রোববার ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের গারোন নদী থেকে এক নারীকে উদ্ধার করে জীবন বাঁচিয়েছেন তিন তরুণ আফগান অভিবাসী। উদ্ধার হওয়া নারী ৪০ বছর বয়সি একজন স্থানীয় ফরাসি নাগরিক বলে জানা গেছে। ১০ মার্চ (রোববার) ওই ঘটনাটি ঘটে বলে ফরাসি সংবাদ মাধ্যম লা দেপেশকে নিশ্চিত করেন তিন আফগান। সাহসী ভূমিকা রাখা এই তিন তরুণের নাম মঙ্গল, সাদাকাত এবং নূরী। তারা গণমাধ্যমকে জানান, সন্ধ্যায় আজাঁ শহরের একটি ব্রিজ থেকে স্থানীয় গারোন নদীতে এক নারীকে আমরা লাফ দিতে দেখেছিলাম। তারা বলেন, "আমরা ওই নারীকে পানিতে দেখার পর আর দেরি করিনি।" ওই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। একটি জায়গায় বসে অলস সময় পার করছিলেন তিন অভিবাসী।
সুদ ওয়েস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তারা বলেন, "ওই সময় গারোন নদীতে তীব্র স্রোত ছিল। বিপজ্জনক অবস্থার পরেও আমরা দ্রুত ছুটে গিয়েছিলাম। চল্লিশ বছর বয়সি ওই নারীকে উদ্ধারে আমরা তিন জন নদীর তিনটি ভিন্ন জায়গায় ভাগ হয়ে অবস্থান নিয়েছিলাম।" দৈনিক আজাঁ পেতি ব্লুকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তারা বলেন, "আমরা পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে না ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। পানিতে ঝাঁপ দেয়া নারীর জন্য আমাদের খুব খারাপ লেগেছিল ওই মুহূর্তে।" যদিও ওই সময় স্থানীয় আবহাওয়া এবং নদীর পানির স্তর দুটোই ছিল বেশ প্রতিকূল। এসব বাধা উপেক্ষা করে তারা সফলভাবে ভুক্তভোগী নারীকে উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন ২২ বছর বয়সি আফগান অভিবাসী মঙ্গল গণমাধ্যমকে বলেন, "আমি আফগানিস্তানের যেখান থেকে এসেছি সেখানে একটি হ্রদ আছে। আমি সেখানে সাঁতার শিখেছিলাম এবং প্রতিদিন সেখানে সাঁতার কাটতাম।" আফগানিস্তানে তার বাবা একজন পেশাদার গাড়ি চালক ছিলেন। আমি হ্রদের আশেপাশে না থাকলে বাবার সাথে গাড়িতে থাকতাম। পাকিস্তান, ইরান এবং তুরস্ক হয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সার্বিয়া হয়ে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ছয় বছরের সন্তানকে সমুদ্রেই সমাহিত করেন বাবা

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

নিরাপদ ও উন্নত জীবনের আশায় সিরিয়া থেকে বাবা তার সন্তানকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন ইউরোপের পথে। সমুদ্র পেরুতে গিয়ে দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়ে ছয় বছরের শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সমুদ্রেই তাকে সমাহিত করতে বাধ্য হন বাবা।
সাইপ্রাস পুলিশকে এমন নিদারুণ কাহিনি শুনিয়েছেন এক সিরীয়। পুলিশের মুখপাত্র ক্রিস্টোস আন্দ্রেউ-এর বরাতে এই সংবাদ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সাইপ্রাস নিউজ এজেন্সি।
সংবাদ মাধ্যমটি সোমবার তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, জিজ্ঞাসাবাদে সিরিয়ার এই নাগরিক জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে অভিবাসীদের বহনকারী নৌকাটি সিরিয়া থেকে যাত্রা করে। এক পর্যায়ে নৌকার জ্বালানি ফুরিয়ে যায় এবং উত্তাল সমুদ্রে সেটি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ভাসতে থাকে।
সাইপ্রাসের নৌ পুলিশের রাডারে ২৯ ফেব্রুয়ারি

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

অনিয়মিত অভিবাসন ঠেকাতে মিশরকে ইইউর ৮০০ কোটি ডলার সহায়তা

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে থাকা আফ্রিকার দেশ মিশরকে আটশ কোটি মার্কিন ডলার সহায়তা দেয়ার একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। মিশরে চলমান অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং এর প্রতিবেশী দেশগুলোতে রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে মিশর হয়ে অনিয়মিত পথে ইউরোপমুখী অভিবাসন ঠেকাতেই এই সহায়তা প্রকল্প হাতে নেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। রোববার মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লেয়েন সহায়তা চুক্তিতে সই করেন। যদিও ইউরোপের ডানপন্থি দলগুলো এমন চুক্তির বিরোধিতা করছে। বেলজিয়াম, ইটালি, অস্ট্রিয়া, সাইপ্রাস এবং গ্রিসের নেতারাও চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই চুক্তিটিও ইইউর সাথে আফ্রিকার দেশ টিউনিশিয়া এবং মৌরিতানিয়ার করা চুক্তির মতোই। ওই দুই দেশের সাথেও একই রকম এক চুক্তি সই করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বলা হয়, দেশ দুটির সীমান্ত সুরক্ষিত করতে অর্থ সহায়তা দেবে ইইউ। ওই দুই দেশের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার অনেক দেশ থেকে ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করেন অভিবাসনপ্রত্যাশীরা।
চুক্তি সই অনুষ্ঠানে মিশরের প্রেসিডেন্ট এল-সিসি বলেন, "আপনাদের উপস্থিতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মিশরের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের স্বাক্ষ্য দিচ্ছে।" চুক্তিটিকে মিশর ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্কের মাঝে একটি বাঁক বদল বলেও মন্তব্য করেন তিনি। জানা গেছে, তিন বছরের এই সহায়তা প্রকল্পটিতে মিশরকে ঋণ এবং অনুদান দেয়া হবে। ইউনিয়নের কায়রো মিশন জানায়, প্রদেয় অর্থের একটি বড় অংশ অর্থাৎ পাঁচশ কোটি ডলার মাইক্রো ফিনান্সিয়াল অ্যাসিসটেন্সের আওতায় দেয়া হবে। এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে ভূমধ্যসাগরীয়, নিকট প্রাচ্য এবং আফ্রিকা অঞ্চলে নিরাপত্তার এবং শান্তি স্থাপনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে মিশর।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ফ্রান্সে এক অভিবাসীর মৃতদেহ উদ্ধার

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ফ্রান্সের উত্তরে আঁ নামক একটি ছোট নদী থেকে এক সিরীয় অভিবাসীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নদীটি নর্থ সী বা উত্তর সাগরের প্রবাহে অবস্থিত। ধারণা করা হচ্ছে উক্ত অভিবাসী গত ৩ মার্চ ব্রিটেনে পাড়ি জমা দিতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি। স্থানীয় ডানকের্ক অঞ্চলের প্রসিকিউশন কার্যালয় বুধবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। প্রসিকিউশন জানায়, উত্তর সাগরের আঁ নদী থেকে মঙ্গলবার সকালে পরিচয়পত্রসহ এক সিরীয় অভিবাসীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। কর্তৃপক্ষের বর্ণনার সাথে চলতি মাসের শুরুতে নিখোঁজ থাকা ২৭ বছর বয়সি এক সিরীয় অভিবাসীর সাথে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। মরদেহ উদ্ধারের পর একটি বিচারিক তদন্ত খোলা হয়েছে। তদন্তের উদ্দেশ্য হবে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা। তার মৃত্যুর পরিস্থিতি নির্ধারণ করা। বিশেষ করে তদন্তে তিনি সাম্প্রতিক উদ্ধার করা অভিবাসীদের সাথে একই নৌকায় তিনি ছিলেন কীনা সেটিও যাচাই করা হবে। কর্তৃপক্ষের মতে, তদন্তের জন্য ময়নাতদন্তসহ বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ করা হবে। স্থানীয় গ্রঁ ফোর্ট ফিলিপ অঞ্চলের মেয়র সনি ক্লানকার তার এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে লিখেন, "সিরীয় বংশোদ্ভূত একজন ২৭ বছর বয়সি যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। জরুরী পরিষেবাকে ধন্যবাদ মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য।"

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র ১০ দেশের তালিকা প্রকাশ

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র ১০ দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সবগুলো দেশই আফ্রিকা মহাদেশের। আইএমএফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বে সবচেয়ে দরিদ্র দেশের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে দক্ষিণ সুদান। বাকি দেশগুলো হলো, বুরুন্ডি, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, মোজাম্বিক, মালাউই, নাইজার, চাদ, লাইবেরিয়া ও মাদাগাস্কার। ২০১১ সালে স্বাধীনতা লাভ করা দক্ষিণ সুদানে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, চলমান সংঘর্ষ এবং অপ্রতুল অবকাঠামোর কারণে জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন। বাকি দেশগুলোতেও রয়েছে সংঘাত, অবকাঠামোর অভাব, বৃষ্টিনির্ভর

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ইটালি-ফ্রান্স সীমান্তে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি মানবাধিকার কর্মী

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা আলোচিত ফরাসি অধিকারকর্মী সেদ্রিক হেরোকে আবারো ইটালি সীমান্তে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ফরাসি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ওই সময় তার সাথে থাকা বেশ কয়েকজন অভিবাসীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গত সেপ্টেম্বরে ফ্রান্স-ইটালি সীমান্তের রোয়া উপত্যকায় অবস্থিত নিজ বাড়িতে ৩০ জনের মতো ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি জরুরী আবাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন আলোচিত অভিবাসী অধিকারকর্মী সেদ্রিক হেরো। তিনি স্থানীয় এনজিও এমাউস রোয়ার প্রতিষ্ঠাতা। ইটালি সীমান্তে বুধবার পুলিশের নিরাপত্তার চেকের সময় তাকে অনিয়মিত অভিবাসনে সহায়তার দায়ে সাময়িক আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ফরাসি কর্তৃপক্ষ। সেদ্রিক হেরো তার এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেন, তিনি তার সংস্থার কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক এবং অভিবাসীদের নিয়ে সীমান্ত এলাকায় হাঁটাহাঁটি করছিলেন। তিনি আরো জানান, "আমাকে ফ্রান্সে বিদেশিদের অনিয়মিত চলাচলে সহায়তার অভিযোগে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়।" ওই সময় তার এক্স অ্যাকাউন্টে (সাবেক টুইটার) প্রকাশিত একটি ভিডিওতে তাকে হ্যান্ডকফ পরা অবস্থায় দেখা গেছে। বুধবার সন্ধ্যায় স্থানীয় আল্পেস-মেরিটাইমস প্রেফেকচুর সেদ্রিক হেরোর গ্রেপ্তারের বিষয়টি

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ফ্রান্সে বাংলাদেশ কমিউনিটি ইস্তা মসজিদের ইফতার মাহফিল

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের অদূরে স্তায় বাংলাদেশ বাংলাদেশ কমিটির সবচেয়ে বড় মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সন্ধ্যায় সেন্টারের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম সালাউদ্দিন-এর সভাপতিত্বে ও সহকারী সেক্রেটারী নুরুল ইসলামের পরিচালনায় এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতারপূর্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মেয়র ইজুদ্দিন তাইবি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্টডেনিস প্রধান ফাদার ডমিনিক পেলে ও

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

AMAN CONSULT'IMM
গ্রাহকদের কাছে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

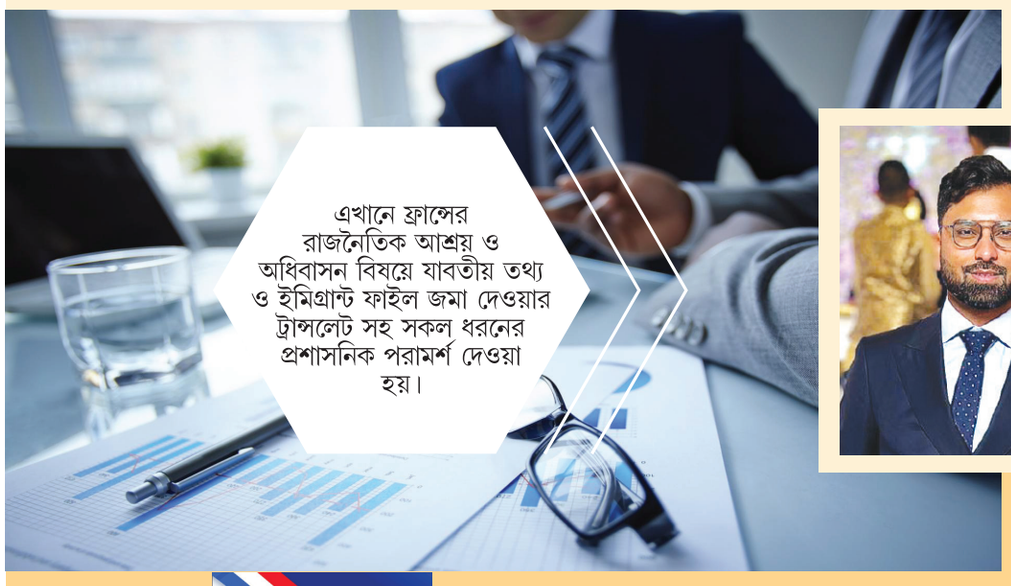

AMAN CONSULT'IMM
SUPPORT IN YOUR STEPS

Adresse
14 rue des petits hôtels 75010 Paris
+337 67888122

আপনার বাসা কিংবা অফিস সজ্জিত করতে যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। তুর্কি, চায়না ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত ফার্নিচার সেট আপনার ঘর এবং জীবনকে সুবিধা ও স্টাইলে সমৃদ্ধ করবে। আমরা দিচ্ছি হোম ডেলিভারি এবং ফিটিংসহ কিস্তি সুবিধা।

প্রোপাইটর : সেলিম রেজা

160 Av. Paul Vaillant Couturier 93120 La Courneuve
+33605639649 / +33(0)188502394
meublesdeparis@gmail.com
www.meublesdeparis.com/

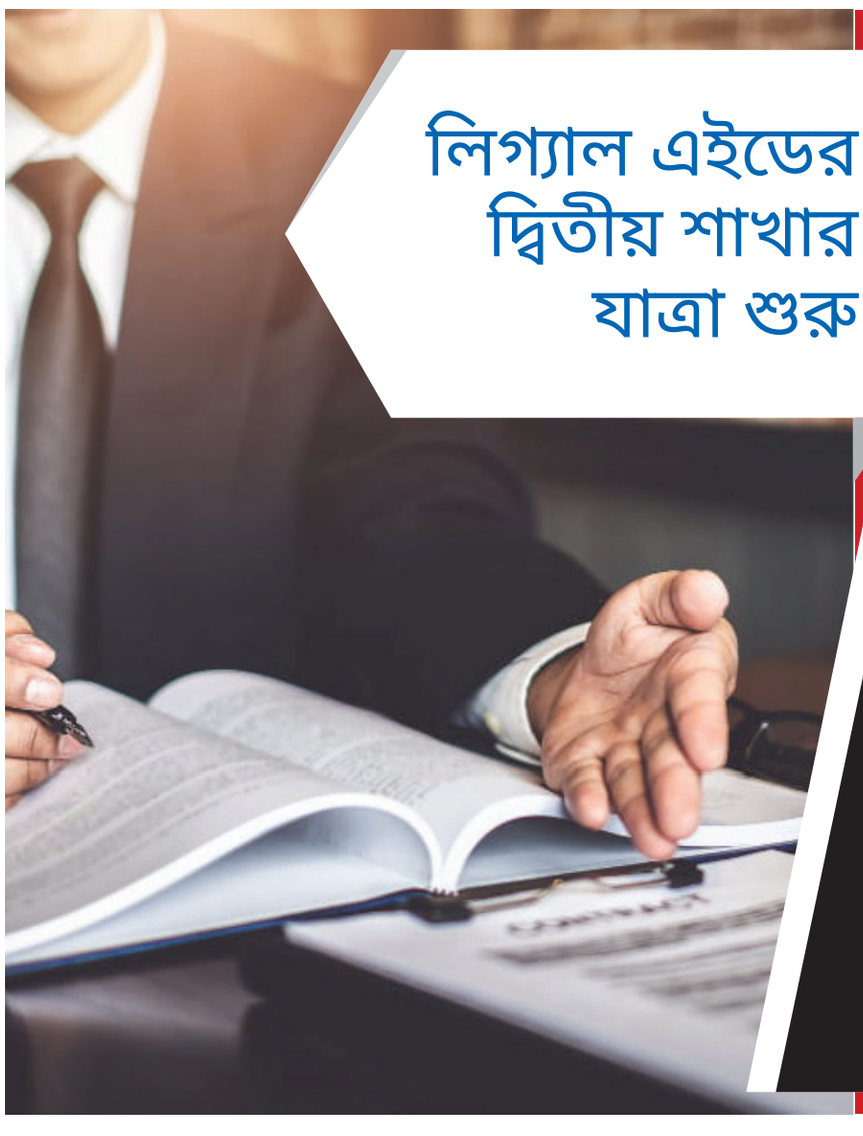

লিগ্যাল এইডের দ্বিতীয় শাখার যাত্রা শুরু

ফ্রান্সে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশীয় অধিবাসীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজের সহায়তা প্রধান লক্ষ্যে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Legal Aid
FRANCE

12 Rue Laperouse,Pantin France 93500
legalaidfrance@gmail.com
09 80 46 43 60

প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

সম্পাদকীয়

পবিত্র ঈদুল ফিতর : বিস্তৃত হোক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর পবিত্র ঈদুল ফিতর সমাগত। এটি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। সবাইকে সম্প্রীতির বন্ধনে বাঁধার সওগাত নিয়ে আসে ঈদ। এর আনন্দ থেকে ধনী-নির্ধন কেউ বঞ্চিত নন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ঈদের সকালে সর্বস্তরের মুসলিমরা ঈদগাহে আসেন নামাজ পড়তে। সেখানে একে অপরে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর ঘরে ঘরে চলে ফিরনি-পায়েসের আয়োজন। এর মধ্য দিয়ে সমাজে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জোরদার হয়।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ফ্রান্সেও রয়েছে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অভিবাসী। নানা আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে তারা ঊদ উদযাপন করবেন। প্রবাসীদের ঈদ মানে মনে শত কষ্ট নিয়েও 'হ্যাঁ, আমি ভালো আছি' বলা। পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করা সত্যিই অন্য রকম আনন্দের। কিন্তু সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন প্রবাসীরা। দেশে ঈদ উদযাপন করা আর প্রবাসে উদযাপনের তফাত অনেক। কিন্তু পরিবারের হাল ধরতে এমন পরিস্থিতিকে মেনে নেন প্রবাসীরা। ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ। এ কথা সত্য হলেও সবার জন্য সমান সত্য নয়। কারণ দেশে আত্মীয়-পরিজন নিয়ে মহা-আনন্দে ঈদ উদযাপন করলেও প্রবাসীদের জীবনে এর বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তাই ঈদে তাদের আনন্দটা অতটা গাঢ় রঙ ধারণ করে না। প্রবাসে অনেকেই আছেন যাদের জন্য ঈদের দিনটি অত্যন্ত কষ্টের। এই কষ্টকে বুকে নিয়েই ফ্রান্সে বাংলাদেশি প্রবাসীরা ঈদ উদযাপন করে থাকেন। প্রবাসীদের ঈদ উদযাপনের খোঁজখবর নিতে গিয়ে তেমনটাই আঁচ করা গেল। প্রবাসীরা বিভিন্ন মাধ্যমে জানিয়েছেন, বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের মতো এখানেও ঈদকে নিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা আর প্রস্তুতির কমতি থাকে না। কিন্তু প্রিয়জনদের হাজার মাইল দূরে রেখে ঈদ আনন্দ পাথরচাপা কষ্টে পরিণত হয়। আত্মীয়-স্বজন রেখে দূর দেশে ঈদ করাটা সত্যিই বেদনার।

প্রতিবছরই ঈদকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ধনী—গরিবনির্বিশেষে সাধ্যমতো নতুন জামাকাপড় কেনেন। এ কারণে মার্কেট শপিং মলগুলোও জমজমাট থাকে। আমাদের দেশের দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, অন্যান্য দেশে উৎসব-পার্বণে যেখানে পণ্যের দাম কমানো হয়, সেখানে আমাদের দেশে উল্টো ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দেন। এটা কেবল ঈদের পোশাকের ক্ষেত্রে ঘটে তাই নয়, পুরো রোজার সময়ে নিত্যপণ্যের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। এ বছর এমন সময়ে আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করছি, যখন গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে। সেখানে নারী—শিশুসহ হাজার হাজার মানুষকে ইতিমধ্যে হত্যা করা হয়েছে বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে। এখনো সেখানে হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। এক মানবেতর পরিস্থিতির মধ্যে গাজার মুসলমানদের এবার ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে। আমরা তাদের গাজার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। একই সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করছি বিশ্বের সব শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে। ঈদুল ফিতর যে আনন্দের সওগাত নিয়ে এসেছে, তা সব মানুষের ঘরে অর্থবহ হোক।

পবিত্র রমজান আমাদের চিত্তশুদ্ধির যে শিক্ষা দিয়েছে, ঈদুল ফিতর হচ্ছে সেই শিক্ষা কাজে লাগানোর দিন। আজ ধনী-গরিব সবাই দাঁড়াবে এক কাতারে। ভুলে যাবে সব বৈষম্য, সব ভেদাভেদ। হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

আনন্দের সঙ্গে ঈদ উদ্‌যাপন করার তৌফিক সবার হোক-এই প্রত্যাশা। ঈদ আমাদের সামষ্টিক জীবনে সম্প্রীতি ও শুভবোধের চর্চার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক, মানুষে মানুষে বৈষম্যের অবসান ঘটাক, এটাই কামনা। ঈদ সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ। সবাইকে ঈদ মোবারক।

ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের বন্ধন ঈদুল ফিতর

রায়হান আহমেদ তপাদার
প্রাবন্ধিক

ঈদুল ফিতরের প্রতিটি অনুশাসনে ইবাদতের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তা ছাড়া এ দিন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সত্যনিষ্ঠ জীবনযাপনের তাগিদ এবং মানবতার বিজয় বার্তা। প্রকৃতপক্ষে ঈদ ধনী-দরিদ্র, সুখী-অসুখী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব মানুষের জন্য কোনো না কোনোভাবে নিয়ে আসে নির্মল আনন্দের আয়োজন। ঈদ ধর্মীয় বিধিবিধানের মাধ্যমে ধনী-গরিব সর্বস্তরের মানুষকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নেয় এবং পরস্পরের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা দেয়।

বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব ঈদুল ফিতরের দিনটি অশেষ তাৎপর্য ও মহিমায় অনন্য। বিশ্বের মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পবিত্র ঈদুল ফিতর অনাবিল আনন্দগুউল্লাসের মধ্য দিয়ে উদ্‌্যাপিত হয়। ঈদ মুসলিম উম্মাহর জাতীয় উৎসব। ঈদুল ফিতর প্রতি বছর ধরণিতে এক অনন্য-বৈভব বিলাতে ফিরে আসে। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমজানের সিয়াম সাধনার শেষে শাওয়ালের এক ফালি উদিত চাঁদ নিয়ে আসে পরম আনন্দ ও খুশির ঈদের আগমনী বার্তা।

সিয়াম পালনের দ্বারা রোজাদার যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সৌকর্য দ্বারা অভিষিক্ত হন, ইসলামের যে আত্মশুদ্ধি, সংযম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, দানশীলতা, উদারতা, ক্ষমা, মহানুভবতা, সাম্যবাদিতা ও মনুষ্যত্বের গুণাবলি দ্বারা বিকশিত হন, এর গতিধারার প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার শপথ গ্রহণের দিন হিসেবে ঈদুল ফিতর সমাগত হয়। এ দিন যে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, তা অফুরন্ত পুণ্যময়তা দ্বারা পরিপূর্ণ। শাওয়ালের চাঁদটি দেখামাত্র বেতার-টেলিভিশন ও পাড়া-মহল্লার মসজিদের মাইকে ঘোষিত হয় ঈদের আগমনী বার্তা। ঈদ প্রতিটি মুসলমানের ঘরে নিয়ে আসে আনন্দের সওগাত। ঈদগাহে কোলাকুলি সৌহার্দ, সম্প্রীতি, ভালোবাসার বন্ধনে সবাইকে নতুন করে আবদ্ধ করে।

ঈদুল ফিতর বা রোজা ভাঙার আনন্দগুউৎসব এমনই এক পরিচ্ছন্ন আনন্দ অনুভূতি জাগ্রত করে, যা মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের পথপরিক্রমায় চলতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করে। ঈদ ধনী-গরিব সব মানুষের মহামিলনের বার্তা বহন করে। এক কাতারে দাঁড়িয়ে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের একসঙ্গে নামাজ পড়ার সুযোগ এনে দেয় ঈদ। ঈদের খুশির এক অন্যতম উপকরণ হচ্ছে ঈদের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোজা রাখার পর ঈদের নামাজ আদায়ের পর ঈদগাহ ময়দানে একে অপরের হাতে হাত, বুকে বুক রেখে আলিঙ্গন করলে মুসলমানরা সারা মাসের রোজার কারণে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ভুলে যায়। সমাজের সর্বস্তরের মুসলিম জনতা ঈদের নামাজের বার্ষিক জামাতে সানন্দে উপস্থিত হয়। এ যেন একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও কুশলবিনিময়ের এক অপূর্ব সুযোগ। তখন ছোট-বড়, ধনী-গরিব, আমির-ফকির, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে কোনো রকম ভেদাভেদ বা বৈষম্য থাকে না। ঈদুল ফিতর মুসলিম উম্মাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্য পূর্ণ একটি দিন। এ দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঈদুল ফিতরের দিন মুসলমানদের জাতীয় জীবনে সাম্য- মৈত্রীর যে বাস্তব নিদর্শন প্রকাশিত হয়, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐক্যের মধ্যেই সুনিশ্চিত শান্তি সুধা বিদ্যমান।

পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের দীর্ঘজীবী উম্মতদের সঙ্গে নেকির প্রতিযোগিতায় আমরা যাতে পরাজিত না হই, সেজন্য আল্লাহতায়ালা রামাদানে 'লাইলাতুল কদর' দান করে যে মহাসুযোগ প্রদান করেছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতর সামাজিক আদব-কায়দা ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেয়। মানব স্রষ্টা আল্লাহর আইন পার্থিব জীবনে মেনে চললে ইহকালের মতো পরকালেও এরূপ আনন্দময় জীবন ও প্রশান্তি লাভ করা যাবে, তার বাস্তব জ্ঞানদান করে ঈদুল ফিতর। রামাদানের স্পর্শ পেয়েও মানুষের যে অংশ পুরোপুরি কলুষমুক্ত হয়নি, ঈদুল ফিতর সেই অংশের কলুষতামুক্ত করে সমাজকে সজীব করে তোলে। ঈদুল ফিতর মানুষকে বিনয়ী, নম্র ও হৃদয়বান করে তোলে। যেন ঈদের প্রভাব থেকেই মানুষ অপরের সুখে সুখী হওয়ার তাগিদ অন্তরও অনুভব করে। ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রাণপ্রবাহে তাদের হৃদয় মন ভরে যায়। স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন সৃষ্টির সঙ্গেও সদ্ব্যবহার করতে পারে, যেন সৃষ্টিকে ভালোবেসে সন্তুষ্ট করতে পারে।

বস্তুত নিছক এক দিনের হইচই ও মাতামাতির মধ্যেই ঈদের সার্থকতা নিহিত নয়; বরং প্রত্যেক ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন মন ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়াতেই ঈদ উৎসবের সার্থকতা ও সফলতা। ঈদুল ফিতরের প্রকৃত তাৎপর্য হলো ব্যক্তি জীবনের নানান কুপ্রবৃত্তি বা নফসানিয়াতের দমনের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার দান ও দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো রমাদানে মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার দ্বারা মানুষ যে শিক্ষা লাভ করেছে, দান-খয়রাত হচ্ছে তার প্রায়োগিক প্রমাণ। কাজেই ঈদুল ফিতরে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার পাশাপাশি অন্যান্য দান, সাদাকাহ এবং আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সমূহ কুপ্রবৃত্তির উৎসারণ করার সাধনার মধ্যেই সিয়াম পালনের সফলতা। আর এরই সার্থকতার প্রমাণ হচ্ছে ঈদুল ফিতর।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে ব্রিটেন সভ্যতার শীর্ষে অবস্থানকারী একটি দেশ। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ দেশটি একটি চমৎকার বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। অসংখ্য অগণিত প্রবাসীর পদস্পর্শে এ মাটি তার সূর্যসন্তানদের সৃষ্টি করেছে। যারা ব্রিটেনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাখছেন অসাধারণ ভূমিকা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ দেশে বাস করছেন অসংখ্য বাংলাদেশি। যাদের বেশির ভাগই মুসলমান। যুক্তরাজ্যে ৩০ লাখেরও বেশি মুসলমান বাস করলেও তাদের জন্য দুটি ঈদে কোনো সরকারি ছুটি বরাদ্দ নেই, যা নিতান্তই অমানবিক। যেখানে অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন দিবসগুলোতে ছুটি রাখা হয় সেখানে মুসলমানদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ আমাদের নতুন প্রজন্মকে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। এমতাবস্থায় যে সংস্কৃতির মধ্যে আমাদের শিশুরা বড় হচ্ছে তা তাদের অন্তরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ঈদের দিন মুসলমানদের কাছে আনন্দের হিসেবে যেখানে সন্তানরা তাদের মা-বাবাকে কাছে পাওয়ার কথা, সেখানে ঈদের দিনও তাদের কাজের পেছনে ছুটতে হচ্ছে। মুসলমানদের এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিনেও তাদের জন্য নেই কোনো ছুটি, যা সত্যিকার অর্থেই একটি ধর্মবিশ্বাসের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত।

তার পরও বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের রমজান মাসের রোজার ভুলত্রুটি দূর করার জন্য ঈদের দিন অভাবী বা দুস্থদের কাছে অর্থ দেওয়া হয়, যেটিকে ফিতরা বলা হয়ে থাকে। এটি প্রদান করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। আমাদের মধ্যে কেউ যখন মনের খায়েশ মেটাতে ব্যস্ত, তখন একমুঠো খাবার জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন কেউ কেউ। আমরা তাদের সারা বছরের বস্ত্রের সংকুলান হয়তো করতে পারব না, কিন্তু ঈদ উপলক্ষ করে সামর্থ্য অনুযায়ী অন্তত একজন অসহায় শিশুর পাশে দাঁড়াতে তো পারি। আমাদের নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশীদের মধ্যেও থাকতে পারে এমন অসহায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও মানুষ। তাদের কথাও ভেবে দেখতে হবে। আমাদের একটু সুদৃষ্টি অসংখ্য অসহায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারে। তাই মুসলমানদের জীবনে ঈদের তাৎপর্য অনেক। ঈদুল ফিতরের দিনে দান-খয়রাতের মাধ্যমে পবিত্র ঈদের উৎসবকে আনন্দে উদ্ভাসিত করে তোলা। জাকাত-ফিতরার মাধ্যমে ধনী ও গরিবের মধ্যকার ভেদাভেদ দূরীভূত হয়। আর এতেই হয় মুসলিম হৃদয় উদ্বেলিত। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাদা-কালো নির্বিশেষে একই কাতারে মিলিত হওয়া মানব সম্প্রীতির এক অনন্য নিদর্শন পবিত্র ঈদ।

ঈদ মুসলমানদের জন্য শুধু একটি ধর্মীয় উৎসবই নয়, সম্প্রীতি-সৌভ্রাতৃত্ব শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষও এই উৎসবের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান একে অপরের আরো কাছাকাছি আসে। শুধু মুসলমান নয়, অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গেও আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। পবিত্র রমজান আমাদের চিত্তশুদ্ধির যে শিক্ষা দিয়েছে, ঈদুল ফিতর হচ্ছে সেই শিক্ষা কাজে লাগানোর দিন। আজ একটি দিনের জন্য হলেও ধনী-গরিব সবাই দাঁড়াবে এক কাতারে। ভুলে যেতে হবে সব বৈষম্য, সব ভেদাভেদ। হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। শান্তিপ্রিয় মানুষ হিসেবে সারা বিশ্বে মুসলমানদের মর্যাদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। ইসলাম যে প্রকৃত অর্থেই শান্তির ধর্ম, সেটি প্রমাণ করতে হবে। সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক ঈদের সওগাত। আলিঙ্গনের ভেতর দিয়ে সবাই ভুলে যাক হিংসা-বিদ্বেষ। আমাদের ঘরে ঘরে ফিরে আসুক শান্তি ও সমৃদ্ধি। বিস্তৃত হোক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ।

ঈদুল ফিতরের প্রতিটি অনুশাসনে ইবাদতের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তা ছাড়া এ দিন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সত্যনিষ্ঠ জীবনযাপনের তাগিদ এবং মানবতার বিজয় বার্তা। প্রকৃতপক্ষে ঈদ ধনী-দরিদ্র, সুখী-অসুখী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব মানুষের জন্য কোনো না কোনোভাবে নিয়ে আসে নির্মল আনন্দের আয়োজন। ঈদ ধর্মীয় বিধিবিধানের মাধ্যমে ধনী-গরিব সর্বস্তরের মানুষকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নেয় এবং পরস্পরের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা দেয়। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, জগতের সব মানুষের সুখগুশান্তি, কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি। আগামী দিনগুলো সত্য, সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হোক। হাসি-খুশি ও ঈদের অনাবিল আনন্দে প্রতিটি মানুষের জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠুক! ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, সংযম, সৌহাদ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ পরিব্যাপ্তি লাভ করুক- এটাই হোক ঈদ উৎসবের ঐকান্তিক কামনা। সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।

যাকাত : গুরুত্ব ও মাসায়িল

মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ
আলেম, প্রাবন্ধিক

যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হল সালাত ও যাকাত। কুরআন মজীদে বহু স্থানে সালাত-যাকাতের আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য অশেষ ছওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

'তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন। -সূরা বাকারা : ১১০

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

'তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।'-সূরা নূর : ৫৬

সূরা নিসার ১৬২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য 'আজরুন আযীম'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

'এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।'

অন্য আয়াতে যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ সুফল বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

'তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'-সূরা তাওবা : ১০৩

এছাড়া কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, সালাত ও যাকাতের পাবন্দী ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রশ্নই অবান্তর। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে, যেখানে খাঁটি মু'মিনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে সেখানে সালাত-যাকাতের কথা এসেছে অপরিহার্যভাবে।

কুরআনের দৃষ্টিতে প্রকৃত পুণ্যশীলদের পরিচয় যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানে সালাত-যাকাতের উল্লেখ এসেছে। (সূরা বাকারা ১৭৭)

মুমিনের বন্ধু কারা-এই প্রশ্নের উত্তরেও সালাত-যাকাতের প্রসঙ্গ শামিল রয়েছে। (সূরা মায়েদা : ৫৫)

'সৎকর্মপরায়ণদের বৈশিষ্ট্য ও কর্মের তালিকায় সালাত-যাকাতের প্রসঙ্গ অনিবার্য। (সূরা লুকমান : ৪)

মসজিদ আবাদকারীদের পরিচয় জানতে চাইলেও সালাত-যাকাত তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (সূরা তাওবা : ১৮)

কুরআন মজীদ কাদের জন্য হেদায়েত ও শুভসংবাদ দাতা-এর উত্তর পেতে চাইলেও সালাত-যাকাত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। (সূরা নামল : ৩)

ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের পরও মুমিনদের অবস্থা কী তা জানতে চাইলে সালাত-যাকাতই অগ্রগণ্য। (সূরা হজ্জ : ৪১)

বিধর্মী কখন মুসলিম ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়- এ প্রশ্নের উত্তরে তাওবার সঙ্গে সালাত-যাকাতও উল্লেখিত। (সূরা তাওবা : ১১)

দ্বীনের মৌলিক পরিচয় পেতে চাইলে সালাত-যাকাত ছাড়া পরিচয় দান অসম্ভব। (সূরা বাইয়েনা : ৫)

মোটকথা, এত অধিক গুরুত্বের সঙ্গে সালাত-যাকাত প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে এসেছে যে, এটা ছাড়া দ্বীন ও ঈমানের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। মুমিনের অন্তরের ঈমান সালাত-যাকাতের বিশ্বাসের ওপর এবং তার কর্মের ঈমান সালাত-যাকাতের কর্মগত বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.-এর ভাষায়-

'যাকাত শরীয়তের এমন এক অকাট্য বিধান, যে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে অর্থাৎ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। যাকাতের ফরযিয়তকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।' -ফাতহুল বারী ৩/৩০৯

উপরের আলোচনা থেকে যাকাতের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা এবং এর সুফল ও উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। এখান থেকে এ বিষয়টাও অনুমান করা যায় যে, ফরয হওয়া সত্ত্বেও যারা যাকাত আদায় করে না তারা কত বড় ক্ষতিগ্রস্ত-তার শিকার! যাকাতের সকল সুফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে তাদেরকে যে মর্মন্তুদ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তা-ও কুরআন মজীদে বলে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গল। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত। -সূরা আলইমরান : ১৮০

হাদীস শরীফে এসেছে- 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দেয়নি কিয়ামতের দিন তা বিষধর স্বর্পরূপে উপস্থিত হবে এবং তা তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার উভয় অধরপ্রান্তে দংশন করবে এবং বলবে, আমিই তোমার ঐ ধন, আমিই তোমরা পুঞ্জিভূত সম্পদ।' -সহীহ বুখারী

এই গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায়ের জন্য কর্তব্য হল এ বিষয়ের শরয়ী মাসআলাগুলোর যথাযথ জ্ঞান লাভ করা। এ উদ্দেশ্যে যাকাতের মৌলিক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় মাসায়েল এই প্রবন্ধে ফিকহ ও হাদীসের কিতাবের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হবে। তবে সকল মাসআলা এখানে আলোচিত হয়নি। বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহ ও ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির সাহায্য নিতে হবে। যাকাত বিষয়ক সমসাময়িক মাসায়েল জানার জন্য 'আলকাউসার' অক্টোবর-নভেম্বর '০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রোযা ও যাকাত : গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা' শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

যাদের উপর যাকাত ফরয হয়

১. আগেই বলা হয়েছে যে, যাকাত ইসলামের একটি অপরিহার্য ইবাদত। এজন্য শুধু মুসলিমগণই যাকাত আদায়ের জন্য সম্বোধিত হন। সুস্থমস্তিষ্ক, আযাদ, বালেগ মুসলমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত আদায় করা তার ওপর ফরয হয়ে যায়। -আদ্দুররুল মুখতার ২/২৫৯ বাদায়েউস সানায়ে ২/৭৯,৮২

কাফির যেহেতু ইবাদতের যোগ্যতা রাখে না তাই তাদের ওপর যাকাত আসে না।

এছাড়া অসুস্থমস্তিষ্ক মুসলিমের ওপর এবং নাবালেগ শিশু-কিশোরের ওপরও যাকাত ফরয নয়। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৪৬১-৪৬২; রদ্দুল মুহতার ২/২৫৯ রদ্দুল মুহতার ২/২৫৮

যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরয হয়

২. সব ধরনের সম্পদ ও সামগ্রীর ওপর যাকাত ফরয হয় না। শুধু সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা, পালিত পশু (নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী) এবং ব্যবসার পণ্যে যাকাত ফরয হয়।

৩. সোনা-রুপার অলংকার সর্বদা বা কালেভদ্রে ব্যবহৃত হোক কিংবা একেবারেই ব্যবহার না করা হোক সর্বাবস্থাতেই তার যাকাত দিতে হবে। -সুনানে আবু দাউদ ১/২৫৫; সুনানে নাসায়ী হাদীস ২২৫৮; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৭০৫৪-৭০৬১,৭০৬৩-৭০৬৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ৯৯৭৪;৬/৪৬৯-৪৭১

৪. অলংকার ছাড়া সোনা-রুপার অন্যান্য সামগ্রীর ওপরও যাকাত ফরয হয়।

-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৭০৬১; ৭০৬৬; ৭১০২

৫. জামা-কাপড় কিংবা অন্য কোনো সামগ্রীতে সোনা-রুপার কারুকাজ করা থাকলে তা-ও যাকাতের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে পরিমাণ সোনা-রুপা কারুকাজে লেগেছে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সঙ্গে তারও যাকাত দিতে হবে। -মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৬৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ১০৬৪৮,১০৬৪৯,১০৬৫১

সোনা-রুপা ছাড়া অন্য কোনো ধাতুর অলংকার ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয নয়। তদ্রূপ হিরা, মণি-মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান পাথর ব্যবসাপণ্য না হলে সেগুলোতেও যাকাত ফরয নয়।-কিতাবুল আছার মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৭০৬১-৭০৬৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৪৪৭-৪৪৮

৬. মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্বৃত্ত টাকা-পয়সা নিসাব পরিমাণ হলে এবং এক বছর স্থায়ী হলে বছর শেষে তার যাকাত আদায় করা ফরয হয়।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৭০৯১,৭০৯২

তদ্রূপ ব্যাংক ব্যালেন্স, ফিক্সড ডিপোজিট, বন্ড, সার্টিফিকেট ইত্যাদিও নগদ টাকা-পয়সার মতোই। এসবের ওপরও যাকাত ফরয হয়।

৭. টাকা-পয়সা ব্যবসায় না খাটিয়ে এমনি রেখে দিলেও তাতে যাকাত ফরয হয়। -আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৭; রদ্দুল মুহতার ২/২৬২,৩০০

৮. হজ্বের উদ্দেশ্যে কিংবা ঘর-বাড়ি নির্মাণ, ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদি ইত্যাদি প্রয়োজনের জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করা হচ্ছে তা-ও এর ব্যতিক্রম নয়। সঞ্চিত অর্থ পৃথকভাবে কিংবা অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে নিসাব পরিমাণ হলে এবং নিসাবের ওপর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ফরয হবে। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তা যদি খরচ হয়ে যায় তাহলে যাকাত ফরয হবে না।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৩২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩২৫

৯. দোকান-পাটে যা কিছু বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা থাকে তা বাণিজ্য-দ্রব্য। এর মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত আদায় করা ফরয। -সুনানে আবু দাউদ ১/২১৮; সুনানে কুবরা বায়হাকী ৪/১৫৭; মুয়াত্তা ইমাম মালেক পৃ ১০৮; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১০৩,৭১০৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ১০৫৫৭, ১০৫৬০, ১০৫৬৩

১০. ব্যবসার নিয়তে কোনো কিছু ক্রয় করলে তা স্থাবর সম্পত্তি হোক যেমন জমি-জমা, ফ্ল্যাট কিংবা অস্থাবর যেমন মুদী সামগ্রী, কাপড়-চোপড়, অলংকার, নির্মাণ সামগ্রী, গাড়ি, ফার্নিচার, ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী, হার্ডওয়ার সামগ্রী, বইপুস্তক ইত্যাদি, তা বাণিজ্য-দ্রব্য বলে গণ্য হবে এবং মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দেওয়া ফরয হবে। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১০৩,৭১০৪

নিসাবের বিবরণ

১১. স্বর্ণের ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব হল বিশ মিসকাল। -সুনানে আবু দাউদ ১/২২১; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৭৭, ৭০৮২

আধুনিক হিসাবে সাড়ে সাত ভরি।

১২. রুপার ক্ষেত্রে নিসাব হল দু'শ দিরহাম। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৭৯

আধুনিক হিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা। এ পরিমাণ সোনা-রুপা থাকলে যাকাত দিতে হবে।

১৩. প্রয়োজনের উদ্ধৃত্ত টাকা-পয়সা বা বাণিজ্য-দ্রব্যের মূল্য যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ হয় তাহলে যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়েছে ধরা হবে এবং এর যাকাত দিতে হবে।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৬৭৯৭,৬৮৫১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ৯৯৩৭

১৪. যদি সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা কিংবা বাণিজ্য-দ্রব্য- এগুলোর কোনোটি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না থাকে, কিন্তু এসবের একাধিক সামগ্রী এ পরিমাণ রয়েছে, যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে সকল সম্পদ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৬৬,৭০৮১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৩৯৩

কিছু দৃষ্টান্ত ক) কারো কাছে নিসাবের কম সোনা এবং নিসাবের কম রুপা আছে, কিন্তু যে পরিমাণ সোনা আছে তার মূল্য মজুদ রুপার সাথে যোগ করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য হয় বা তার চেয়ে বেশি হয়। তাহলে সোনা-রুপার মূল্য হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ৯৯৭৯,১০৬৪৯; রদ্দুল মুহতার ২/৩০৩

খ) কারো কাছে কিছু স্বর্ণালংকার আর কিছু উদ্বৃত্ত টাকা কিংবা বাণিজ্যদ্রব্য আছে যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয়। এর যাকাত দিতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৩০৩

গ) কারো কাছে নিসাবের কম রুপা আর কিছু উদ্বৃত্ত টাকা বা বাণিজ্যদ্রব্য আছে যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয়। এরও যাকাত দিতে হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৩০৩

১৫. নিসাবের অতিরিক্ত সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা ও বাণিজ্যদ্রব্যের যাকাত আনুপাতিক হারে দিতে হবে। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৩২, ৭০৭৪, ৭০৭৫, ৭০৭৯, ৭০৮০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৩৯০; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৯৯

১৬. কারো কাছে সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা কিংবা বাণিজ্যদ্রব্য পৃথকভাবে বা সম্মিলিতভাবে নিসাব পরিমাণ ছিল, বছরের মাঝে এ জাতীয় আরো কিছু সম্পদ কোনো সূত্রে পাওয়া গেল

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পাঁচ কালের পাঁচ ঈদের স্মৃতি

ঈদের আগের রাতে ও ঈদের দিন সমান মজার হয় বাচ্চা হলে। মনে আছে মনে হচ্ছিল এই দিনটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো খাওয়া আর ভালো কাপড়-চোপড় পরে ঘুরে বেড়ানো। মা গল্প বলেছিলেন এমন দিনে ফেরেশতারা নাকি নিচে নেমে আসে মানুষের কাছে, অনেকে নাকি নামাজ পড়ে মসজিদে। তাই মসজিদে আমিও চারদিকে তাকাচ্ছিলাম, দুই একজনকে তো বেশ ফেরেশতা ফেরেশতা লাগছিল যদিও, ঠিক জানা নেই তারা কেমন দেখতে হয়।

আফসান চৌধুরী
প্রাবন্ধিক

প্রথম ঈদের স্মৃতি

আমার প্রথম ঈদের স্মৃতি ৩-৪ বছর বয়সের। আমরা থাকতাম টিকাটুলী পাড়ায়, আমার জন্ম পাড়া। ৩ বছর পর্যন্ত বোধহয় আমাকে মসজিদের ঈদের নামাজে নেওয়া হয়নি। যা-ই হোক এর কিছুদিন পর ঈদ আসে আর আমি নতুন কাপড়-চোপড় পরে ঈদের নামাজে যাই বাবা ও বড় ভাইদের সঙ্গে। মধ্য পঞ্চাশ দশকের কথা।

সবার সাথে কী করলাম জানি না তবে ভাইরা-বাবা যা করলেন তা-ই করলাম। তারপর শুরু হলো খুতবার বয়ানে মৌলভী সায়েব যা বললেন তা হলো, মুসলমান ছাড়া কেউ স্বর্গে যাবে না। কথাগুলো শুনে আমার মনটা খুব দমে গেল। কারণ আমাদের পাড়ায় অনেক অমুসলমান থাকত, বাড়ির পাশেই ছিল একটা হিন্দুদের মেস। সবার সাথে সবার খাতির ছিল। আমি না বুঝতাম স্বর্গ, না বুঝতাম ধর্ম তবে আমরা মুসলমান আর তারা তা নয় মানে স্বর্গে যাবে না এটা বুঝলাম। মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। বাড়িতে ফিরেই মা যখন জড়িয়ে ধরে আদর করছেন তখন আমি বললাম, 'মা, ওরা স্বর্গে যাবে না, ওরা মুসলমান না।'

দুই

আমার মা আমাকে জড়িয়ে ধরেই বললেন, 'আল্লাহর কাছে শুধু দুই রকম মানুষ আছে, খারাপ মানুষ আর ভালো মানুষ। যারা ভালো মানুষ তারা স্বর্গে যাবে, যারা খারাপ তারা যাবে না। মসজিদে ভালো মানুষদের মুসলমান বলেছে ও আল্লাহর কাছে সব ভালো মানুষ মুসলমান।' আমার মা আমাকে ওই ঈদের দিনে যে মুক্তি দিলেন তার চেয়ে বড় ঈদের উপহার আমি আর পাইনি ও আমার জন্য সব হিসাব সেই দিন হয়ে যায়। অতএব পৃথিবীতে কেবল ভালো আর খারাপ মানুষের বসবাস। বাকি সব পরিচয় গৌণ। ঈদ না হলে তো মার এই সব কথা শোনা হতো না যা আজও সাথে আছে ও জীবনের শ্রেষ্ঠ ঈদ।

তিন

ঈদের আগের রাতে ও ঈদের দিন সমান মজার হয় বাচ্চা হলে। মনে আছে মনে হচ্ছিল এই দিনটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো খাওয়া আর ভালো কাপড়-চোপড় পরে ঘুরে বেড়ানো। মা গল্প বলেছিলেন এমন দিনে ফেরেশতারা নাকি নিচে নেমে আসে মানুষের কাছে, অনেকে নাকি নামাজ পড়ে মসজিদে। তাই মসজিদে আমিও চারদিকে তাকাচ্ছিলাম, দুই একজনকে তো বেশ ফেরেশতা ফেরেশতা লাগছিল যদিও, ঠিক জানা নেই তারা কেমন দেখতে হয়। তবে সেই রাতে আমার কয়েক বছরের বড়, মেজো ভাই জানালেন আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে তারা দেখিয়ে, ওগুলো ফেরেশতা, রাতে আলো ফেলে যাতে মানুষ দেখতে পায় অন্ধকারে।

ঈদ ও আমার নতুন পাঞ্জাবির বায়না

আজকে এসে বেশ বিব্রতভাবেই বলছি যে ৬-৭ বছর বয়সের ঈদে এসে আমি একটা নতুন পাঞ্জাবির জন্য অনেক কেঁদেছিলাম এবং এটা নিয়ে আমি লজ্জিত। আমি বুঝতে পারি আমি একটা বেশ অসভ্য বাচ্চা ছিলাম এবং আমার বাবা-মার বহুত ধৈর্য ছিল। বিষয়টা এরকম ও সেই সময় বাড়িতে ঈদের কাপড় বানানো হতো- মা যে সব সেলাই করতেন তা নয়, অন্যরাও ছিল। তা ছাড়া ছিল বাড়ির দর্জি। সবার জন্য পাঞ্জাবি বানানো হয় কিন্তু আমারটা গায়ে একটু টাইট লাগছিল তাই আমার পছন্দ হয়নি। বলা যায় তখন থেকে আমি একটু মোটা হওয়া শুরু করেছি। দিনটা মন খারাপ করেই পার হলো। কিন্তু রাতের দিকে যখন বাবা বাড়ি ফিরলেন কাজ থেকে আর সবার কাপড়-চোপড় দেখতে চাইলেন, আমি নিজেরটা পড়লাম। কিন্তু প্রায় কাঁদো কাঁদো চেহারা নিয়ে। ৮-৯টার দিকে সেটা ফুঁপিয়ে কান্নায় পরিণত হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা বেশ জোরে চিৎকার করে কান্নায় প্রমোশন পেল।

দুই

শেষে কী আর করা, বাবা গাড়ি বার করলেন এবং আমরা সবাই রওনা হলাম পুরান ঢাকার দিকে। তখন নতুন ঢাকা তেমন হয়নি, দোকানপাট অনেক আগেই ঘুমাতে যেত। আমাদের গাড়িটা ছিল উইলিস জিপ। নাম্বারটা এখনো মনে আছে, কইগ ৪৬২। রাতের রাস্তা কোনো ট্রাফিক নেই, আমরা বেশ জলদি পৌঁছে গেলাম চকবাজার, সব কিছুর আড্ডাখানায়। আমার বাবা ন্যাশনাল ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে চাকরি করতেন, সদরঘাট ব্রাঞ্চের ম্যানেজার তাই পুরান ঢাকা তার চেনা। আমি ওই প্রথম দেখলাম চাঁদ রাতের জাগ্রত ঢাকা, পুরান ঢাকায় কত মানুষ এসেছে কেনাকাটা করতে। আমরা এক কাপড়ের দোকানে গেলাম, একটা সাদা বাচ্চাদের পাঞ্জাবি গায়ে পরানো হলো, আমার পছন্দ, সবার পছন্দ, খেলা শেষ। বাবা মাকে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। সাথে ছিল আমার মেজো মামা-নজুমামা আর আমার দুই বড় ভাই। আমার মনে আছে এক বিরাট কাপড়ের স্তূপ, লোকে তুলছে, দেখছে, দিচ্ছে, নিচ্ছে, কিনছে। উল্টো দিকে ছিল একটা সোনার দোকান। বাবার পরিচিত এক ব্যক্তি এসেছেন, তার স্ত্রীকে ঈদের গহনা কিনে দিলেন। বেশ মজা লেগেছিল বিষয়টা, এখনো মনে আছে। তখনি বুঝেছিলাম সবার ঈদ এ রকম হয় না। তারপর আবার বাড়ি ফেরা অন্ধকার ঢাকার রাস্তা দিয়ে।

তিন

বাড়ি ফিরে দেখলাম আমাদের মামাদের/নানাবাড়িতে রান্না চলছে। আমার নানা ইন্ডিয়ায় থাকতেন, নিয়মিত আসতেন-থাকতেন, ঈদের সময় তো আসতেনই। উনার ব্যবসা ছিল শিলং শহরে। খুব রান্না করতে পছন্দ করতেন। মনে আছে বড় কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ল্যাম্পের ভেতরে রেখে নানা আর নানি রান্না করছেন। তাদের আমার কাপড়-চোপড় দেখানো হলো। বাবা চা খেতে বসলেন, মা গেলেন রান্না দেখতে আর আমি এর পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

যুদ্ধের আগের ঈদ

যেদিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একটি অফিসে পাবলিক আণ্ডন দেয় সেটা আমার জন্মদিন ছিল বলে মনে আছে। আমরা ছাদ থেকে বসে দেখছিলাম সন্ধ্যার আকাশ কত লাল হতে পারে। আণ্ডন দেখা যায়নি, তার আলো দেখা গিয়েছিল; কিন্তু আজ বুঝি কত প্রতীকী ছিল সেটা। ওই আণ্ডনের নিচে যে পাকিস্তানের যা কিছু বাকি ছিল বাংলাদেশে সেটা যে পুড়ে ছারখার হচ্ছে এটা অনেকেরই মনে হচ্ছিল। আণ্ডন দেওয়ার পর বেশি দিন টেকেনি আইয়ুব খান। তাকে সরিয়ে ক্ষমতায় এলো ইয়াহিয়া খান। বাংলাদেশের মানুষের কাছে, এক আর্মি থেকে আর এক আর্মি, কিন্তু একটা বড় তফাত ছিল। একবার যখন মহা প্রতাপশালী এক নম্বর খান গেছে, তখন ২ নম্বর খান আর কয়দিন?

সেই কারণে মনে হয় এই ঈদ ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ঈদ যদিও সেটা রাজনৈতিক ও মানে একটা দেশে যেটা প্রায় অলীক সেটা আণ্ডনের আলোতে মিলিয়ে যাচ্ছে আর অন্যদিকে-"রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।"

দুই

তখন আমরা স্কুল শেষ করছি, কী পরেছি, কী খেয়েছি অত স্মরণ নেই। কারণ হয়তো ওই সব বিষয় আর এত বড় কিছু ছিল না। তবে মনে আছে সবাই জানতে চেয়েছিল শেখ মুজিব কোথায় নামাজ পড়েছিল? মৌলানা ভাসানী কই ছিল এটা নয়। কারণ তিনি তো মৌলানা, তিনি তো ইমামতি করবেন ও মধ্যবিত্ত মুসলমান বাঙালির মানসিক রূপটা এটা থেকে বোঝা যায়। তবে সেই ঈদ ছিল আমার স্মৃতিতে সবচেয়ে উৎফুল্ল, আনন্দের, আশার ঈদ ও আইয়ুব গেছে, নির্বাচন আসছে, বিজয় আসছে। কিন্তু যুদ্ধ যে আসছে এটা কেউ ভাবেনি তাই কোনো শঙ্কা ছিল না মনে। জানা না থাকাতেই এত ভালো লেগেছিল ওই ঈদ।

তিন

আমাদের বাড়িতে আড্ডার কথাটা মনে আছে যেখানে অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছিল, অনেকে যারা অনেক দিন আসেনি। ওই ঈদের দিন যেন ছিল এক মুক্তির ঈদ। আমার বাবা ব্যাংকে কাজ করতেন, গোটা পাকিস্তানে দ্বিতীয় প্রধান। ভোট হলে যে আওয়ামী লীগ মানে পূর্ব পাকিস্তানিরা সরকার গঠন করবে এটা ছিল নিশ্চিত আর তার মানে বাবা যে ব্যাংকের প্রধান হবে সেটাও নিশ্চিত। তাই সেদিন অফিসের অনেক মানুষ আসে, বাবার সহকর্মীরা। ঈদের উদযাপন ছিল দেশের মানুষের সবার, মধ্যবিত্তের বিশেষ করে। সেই কারণে আর একটু বেশি খুশি ছিল সবাই।

চার

সেদিন সন্ধ্যায় বাবার সাথে দেখা করতে আসে পাকিস্তানের ২২ পরিবারের এক সদস্য। এই ২২ পরিবারে হাতেই ছিল পাকিস্তান দেশের সব টাকা। এরা ছিল অবাঙালি কিন্তু ১৯৪৮-এর পর থেকে ঢাকায়। বাড়ির জন্য ফুল আর মিষ্টি আনেন। বাবার সাথে অনেক কথা বলেন। তার বন্ধু স্থানীয় ছিলেন। তারা চিন্তিত ছিলেন কিছুটা পরিস্থিতি নিয়ে। বাবা তাদের বলেন সব ঠিক হয়ে যাবে তবে বাঙালিদের আরও সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। আরও কিছু আলাপ করে তারা চলে যান। মানুষের ঈদের আনন্দ উৎসবের বাইরে কত বড় ইতিহাসের উদযাপনের পটভূমি তৈরি হচ্ছে কেউ জানত না।

যুদ্ধের বছরে ঈদ

ওই বছরের ঈদ উদযাপনের কোনো স্মৃতি নেই। কারণ সেটা করা হয়নি। যারা মসজিদে গিয়েছিল তারা যায় বিষণ্ন মনে, কেউ কেউও ভয়ে যেন মসজিদগামী হলে পাকিস্তানিদের হাতে বিপদের শঙ্কা কম। খুব কম বাড়িতেই এটা উৎসব ছিল। রাতে সবাই স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে, অনেকের জন্য ওটাই সবচেয়ে আনন্দের সময় ছিল সারা দিনে। যুদ্ধ চলছে, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

প্রবাসে ঈদ

২০০৭ সালে আমি কানাডা প্রবাসী হই পরিবারসহ। আমরা গিয়ে উঠি যে এলাকাটাতে তার নাম ডস এন্ড ডানফোর্থ ও সবার কাছে বাংলা পাড়া। গোটা কানাডার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি থাকে সেখানে, সবাই অভিবাসী, বেশ অসচ্ছল ও অনেকেই কিছুদিন থাকার পর একটু সুবিধা হলে অন্যত্র চলে যায়, যাকে বলে মধ্যবিত্ত এলাকায় তবে অনেকেই থেকে যায়। বাঙালি পাড়া আমার ভালো লাগত। নিজের মতো থাকা যায় একটু সাবধানে থাকলে, লোকাল পলিটিক্সের সাথে না জড়ালে। ওটা প্রচুর আছে টরন্টোতে। সব জায়গাতেই আছে, কী আর করা।

দুই

আমি কাজ করতাম এক এনজিওতে। বাংলাদেশ-কানাডিয়ান কমিউনিটি সার্ভিস। সংক্ষেপে বিসিএস। এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা ছিলেন মুশতাক সাহেব। বাংলাদেশি কমিউনিটিতে খুব শ্রদ্ধার পাত্র, সিলেটের মানুষ, মিডলইস্টে ছিলেন, শেষে কানাডায় ও খুবই ধার্মিক মানুষ এবং সৎ নির্ভরযোগ্য হিসেবে সম্মানিত। তিনি ও তার সহযোগীরা চেষ্টা করছিলেন একটা মাঠে-ডেন্টোনিয়া পার্ক বোধহয়-উন্মুক্তভাবে ঈদের জামাত আয়োজন করতে। ওখানে থাকতে থাকতেই ঘটনাটা ঘটে এবং সবার জন্য ছিল আনন্দের। এটা ছিল স্বীকৃতি বাংলাদেশি মুসলমান জনগোষ্ঠীর, কোনো ধর্মীয় বিষয় নয়। যেহেতু নিজেদের মধ্যে মসজিদকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হয়, তাই অনেকের জন্য ছিল বেশ স্বস্তিকর বিষয় এই সবার জন্য ঈদের নামাজ একসাথে।

তিন

আমার ছেলে আর আমি পাঞ্জাবি ও প্যান্ট পরে নামাজে গেলাম। বহু মানুষের সমাগম। সবার মনে আনন্দ। একসাথে আমরা সবাই নামাজ পড়ছি, আসলে জানান দিচ্ছি, আমরা আছি, আমরা বাংলাদেশি, আমরা আছি। এই ঈদে কেমনভাবে উদযাপন করেছিলাম মনে নেই, মনে আছে আমরা কয়েকশ বাংলাদেশি মানুষ, এক হতে পেরেছি, উন্মুক্ত মাঠে।

ইবনে সিরিনের স্বপ্নব্যাখ্যা, অন্ধশিকারি ঘুঘু আর নির্মম মনুষ্যত্ব

ইবনে সিরিন নামে বসরায় এক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। বর্তমানে ইরাকের অন্তর্ভুক্ত বসরার এই ব্যক্তি ছিলেন বেশ বিখ্যাত ও জনপ্রিয় স্বপ্নবেত্তা, মানে স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী। ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেওয়া ইবনে সিরিনের স্বপ্নের ব্যাখ্যাগুলো আজও চর্চিত হয়ে থাকে।
স্বপ্নে ঘুঘু দেখা নিয়ে ইবনে সিরিনের বিস্তর ব্যাখ্যা আছে। যেমন তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে ঘুঘুর সঙ্গে খেলতে বা স্বপ্নে এই পাখি বহন করতে দেখেন, তাহলে এর অর্থ হতে পারে এমন-তার জীবনে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা তাকে সান্ত্বনা ও প্রশান্তি দেয়। যদি কোনো ব্যক্তি ঘুঘু পাখিকে তার হাতে বা মাথায় অবতরণ করতে দেখেন, তাহলে এর অর্থ হতে পারে-ওই ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আশীর্বাদপ্রাপ্ত বা তার জীবনে একটি ভালো সুযোগ আসবে।
বাড়িতে ঘুঘু পাখি দেখার স্বপ্নেরও অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইবনে সিরিন। যেমন ঘুঘু গার্হস্থ্য জীবনের ও মনের শান্তির প্রতীক। ঘুঘু পাখি এমনকি ঘুঘুর ডিম স্বপ্নে নানাভাবে দেখা নিয়ে নানা স্বপ্নের বিস্তর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন সিরিন।

রাফসান গালিব
প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক

মানুষের বিশ্বাস অতি বিচিত্র। ক্ষুদ্র বরইপাতা থেকে শুরু করে অতিকায় বটগাছ নিয়ে মানুষের হরেক পদের বিশ্বাস আছে। পাখি নিয়েও আছে নানা ধারণা, সংস্কার ও বিশ্বাস। আর পাখির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি মিথ, সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস, সবচেয়ে বেশি সংস্কার, সবচেয়ে বেশি কুসংস্কার চালু আছে ঘুঘু নিয়ে।
ধর্মীয় সম্প্রদায়, অঞ্চল ও সংস্কৃতিভেদে ঘুঘু নিয়ে সংস্কার-কুসংস্কারে পার্থক্য আছে বিস্তর। এই পাখিটি নিয়ে যেহেতু মানুষের আগ্রহ বেশি, সেহেতু শিকারির নিশানায় তারা পড়ে বেশি।
'ঘুঘু' আর 'ঘাঘু'-এ দুটো শব্দ যেন মাসতুতো ভাই। তাই বোধ হয় ঘুঘু দিয়ে ঘুঘু ধরা ঘাঘু লোকের পক্ষেও সোজা ব্যাপার হয়ে ওঠে না। পেছনে ভয়ঙ্কর ফাঁদ পাতা আছে কিনা, তা না দেখেই 'বুকে আয় ভাই' বলে পোষা ঘুঘুর সঙ্গে খাতির জমাতে গিয়ে আটকা পড়ে বুনো ঘুঘু। ফাঁদ—সংক্রান্ত বিপদের ব্যাপারে আইডিয়া না থাকা সেই বুনো ঘুঘুর মরণ—দশা যে প্রবাদের জন্ম দিয়েছে, তা হলো: 'বাছাধন, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি।'
তো, সেই রকমের এক ঘুঘু শিকারে গল্প বলব আজ। পাখি শিকার কত নির্মম হতে পারে, তা অনেক সময় আমাদের কল্পনাকেও হার মানায়। কিন্তু তার আগে বলা যাক আরও কিছু ঘুঘুকাহিনি।
ইবনে সিরিন নামে বসরায় এক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। বর্তমানে ইরাকের অন্তর্ভুক্ত বসরার এই ব্যক্তি ছিলেন বেশ বিখ্যাত ও জনপ্রিয় স্বপ্নবেত্তা, মানে স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী। ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেওয়া ইবনে সিরিনের স্বপ্নের ব্যাখ্যাগুলো আজও চর্চিত হয়ে থাকে।
স্বপ্নে ঘুঘু দেখা নিয়ে ইবনে সিরিনের বিস্তর ব্যাখ্যা আছে। যেমন তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে ঘুঘুর সঙ্গে খেলতে বা স্বপ্নে এই পাখি বহন করতে দেখেন, তাহলে এর অর্থ হতে পারে এমন-তার জীবনে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা তাকে সান্ত্বনা ও প্রশান্তি দেয়। যদি কোনো ব্যক্তি ঘুঘু পাখিকে তার হাতে বা মাথায় অবতরণ করতে দেখেন, তাহলে এর অর্থ হতে পারে-ওই ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আশীর্বাদপ্রাপ্ত বা তার জীবনে একটি ভালো সুযোগ আসবে।
বাড়িতে ঘুঘু পাখি দেখার স্বপ্নেরও অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইবনে সিরিন। যেমন ঘুঘু গার্হস্থ্য জীবনের ও মনের শান্তির প্রতীক। ঘুঘু পাখি এমনকি ঘুঘুর ডিম স্বপ্নে নানাভাবে দেখা নিয়ে নানা স্বপ্নের বিস্তর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন সিরিন।
অনলাইন ঘেঁটে সেগুলো সহজেই পাওয়া যায়। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইবনে সিরিন আসলেই স্বপ্নবেত্তা ছিলেন কি না, বা তাঁর নামে প্রচলিত স্বপ্নের ব্যাখ্যাগুলো আসলে তাঁরই কি না, তা নিয়েও আছে নানা সংশয়। যাক, সে অন্য আলোচনা।
আবার বাংলা অঞ্চলে ঘুঘু নিয়ে যে ধারণা, তার বেশির ভাগই ইবনে সিরিনের চিন্তার বিপরীত। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, ভিটেয় ঘুঘু চড়ানো। এর মানে হচ্ছে, ভিটেশূন্য করা বা নির্বংশ করে দেওয়া। একপ্রকার অভিশাপই বলা যায়। ঘাঘুর কথা তো শুরুতেই বললাম, অনেকের 'ঘুঘুনাথ' শব্দটাও শোনার কথা। এর অর্থ হচ্ছে, খুবই ধুরন্ধর লোক, সুযোগসন্ধানী বা লোভী মানুষ। ঘুঘু পাখি কিছুটা নির্জনতা পছন্দ করে বলে সেখান থেকে এসেছে 'ঘুঘুটে' শব্দ। সেখান থেকেই কি 'ঘুটঘুটে' আসল? আর কে না জানে, ঘুঘুটে বা ঘুটঘুটে রাত মানে বিপদ—আপদের আশঙ্কা।
আবার এ অঞ্চলে এমনও বিশ্বাস দেখা যায় যে ঘরে ঘুঘু পাখি বাসা বাঁধা অমঙ্গলজনক। তবে হিন্দু ধর্মে বলা হয়ে থাকে যে ঘুঘু পাখি হচ্ছে দেবী লক্ষ্মীর ভক্ত। ফলে বাড়িতে ঘুঘু আসার অর্থ হচ্ছে সৌভাগ্যের দেখা মেলা। এখানে এসে ইবনে সিরিনের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমরা মিল খুঁজে পাই। তার মানে নেতিবাচক ধারণা এড়িয়ে মোটা দাগে বলা যায় যে ঘুঘু পাখি হচ্ছে সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্যের প্রতীক। 'রূপসী বাংলা'য় জীবনানন্দ কি এ কারণেই বলেছিলেন-এখানে ঘুঘুর ডাকে... শান্তি আসে মানুষের মনে।
কিন্তু এই ঘুঘু পাখিকে যেভাবে শিকার করা হয়, তা খুবই নির্মম ও নিষ্ঠুর। যে ঘুঘু মানুষের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনে, সেই মানুষের হাতে তার কেন এমন পরিণতি হবে! পাখি শুধু মানুষের নয়, প্রকৃতিরও সৌভাগ্যের প্রতীক, সেটি সব পাখির বেলায়ই সত্য। তবে অনেক সময় নির্দিষ্ট কোনো কিছু যেমন ট্যাবু হয়ে ওঠে, ঘুঘু পাখিকে ঘিরেও আদিকাল থেকে নানা সংস্কৃতিতে ইতিবাচক—নেতিবাচক ধারণার উৎপত্তি বা প্রচলনও তেমনই।
৩ এপ্রিল ঘুঘু শিকার নিয়ে প্রথম আলোর এক সচিত্র প্রতিবেদন বেশ আলোড়ন তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সবার একটাই বক্তব্য, মানুষ এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে!
প্রতিবেদনটিতে আমরা দেখি, কীভাবে ঘুঘু পাখিকে অন্ধ করে দিয়ে শিকারি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার স্বজাতিকে ধরার জন্য। সেই ঘুঘু পাখির ছবিটির দিকে তাকানো যায় না। চিকন সুতা দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে ঘুঘুর ছোট্ট দুটি চোখ। শুধু তা—ই নয়, তার ওপর আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। এভাবে ঘুঘু পাখিকে দৃষ্টিহীন করা হয়। এরপর ওই ঘুঘুকে বেঁধে জাল পেতে আরও পাখি শিকার করছিলেন একদল শিকারি।
এ ঘটনা সুন্দরবনসংলগ্ন বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার সাউথখালী ইউনিয়নের বকুলতলা গ্রামের। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা সেখানে গিয়ে দুই অন্ধ শিকারি ঘুঘুকে উদ্ধার করেন। আর শিকারিরা পালিয়ে যান। পাখি দুটির চোখের আঠা তুলে ও সুতার সেলাই কেটে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করে দেওয়া হয়।
২০২১ সালে সরকার এয়ারগানের ব্যবহার ও বহন নিষিদ্ধ করায় পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞরা আশাবাদী হয়েছিলেন, এবার বোধহয় যত্রতত্র পাখি শিকার বন্ধ হবে।
তবে নদী গবেষক তুহিন ওয়াদুদ তিস্তা নদী এলাকায় পাখি শিকার নিয়ে একটি লেখায় বলেন, বন্দুকের সব যন্ত্রাংশ আলাদা করে নৌকায় এমনভাবে নেওয়া হয়, যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে ভেতরে বন্দুক আছে। আবার বন্দুক এমন পদ্ধতিতে চালানো হয়, যাতে বেশি দূরে সেই শব্দ না যায়। এক দিনে শত শত পাখি একেক শিকারি দল মেরে নিয়ে যায়।
এয়ারগান নিষিদ্ধ করার কারণে শিকারিরা বরং আরও অনেক উপায় বেছে নিয়েছেন। যেমন, বাঁশ বা লম্বা লাঠির মাথায় বেঁধে পাখি দিয়ে পাখি ধরা হয়। শীতের শুরু থেকেই সাউন্ড বক্সে পাখির ডাক বাজিয়ে পাখির ফাঁদ পেতে পাখি ধরা হয়। আর বিষ দিয়ে পাখি হত্যার ঘটনা তো আছেই।
ঘুঘুর ফাঁদে ঘুঘু শিকারের আরেকটা পদ্ধতিও জানা যায়। ঘুঘুর দুই পাখার বড় দুটি পালক ফেলে দেওয়া হয়। এতে করে ঘুঘুটি আর উড়তে পারে না। এরপর দীর্ঘদিন একধরনের শিস বাজানো হয় ঘুঘুর সামনে। শিস শুনে শুনে ঘুঘুটি নিজেই ডাকাডাকি শুরু করে। তার ডাকে অন্য ঘুঘুও চলে আসে খাঁচার ভেতর। এ খাঁচাও অনেকটা ঘুঘুর বাসার মতো করে তৈরি করা হয়। খাঁচায় বসিয়ে রাখা হয় ডানাকাটা শিকারি ঘুঘুকে। সেই খাঁচায়ই ধরা দেয় আরও ঘুঘু।
দেশের আইনে পাখি নিধন সম্পূর্ণ অপরাধ। এর দায়ে আছে জেল—জরিমানা উভয় দণ্ড। একই অপরাধ আবার করলে শাস্তি ও জরিমানা দ্বিগুণের বিধানও রয়েছে। আইনের অধীনে অনেক শিকারি ব্যক্তিকে শাস্তিও দেওয়া হয়। কিন্তু পাখি শিকার বন্ধ হয় না আর আমাদের পরিবেশ থেকে দিন দিন পাখির সংখ্যা কমতে থাকে।
মাংস খাওয়ার জন্য ঘুঘু শিকারের প্রবণতা বেশি। শরীরের শক্তিবৃদ্ধিতে বা দুর্বল পুরুষের সবল হতে ঘুঘুর মাংস খাওয়ার অদ্ভুত এক ধারণা প্রচলিত আছে এ অঞ্চলের কিছু মানুষের মধ্যে। যার কারণে পরিযায়ী পাখির বাইরে মাংস খাওয়ার জন্য ঘুঘু পাখিকেই বেশি শিকার হতে দেখি আমরা। সংবাদমাধ্যমে খুঁজলে ঘুঘু পাখি শিকারের অসংখ্য শিরোনাম পাওয়া যায়।
এ ছাড়া ধান খাওয়া বা ফসল নষ্ট করার জন্যও মারা হয় ঘুঘু পাখি। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে লালমনিরহাটে ধান খাওয়ার 'অপরাধে' শতাধিক ঘুঘুকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন এক চাতালমালিক। সেখানে ছিল অনেক ঘুঘু। সেসব পাখির মৃতদেহ সামনে রেখে স্কুলের পোশাক পরা এক শিশু প্রতিবাদ জানিয়েছিল। শিশু সাথী আকতারের সেই ছবিও সে সময় বেশ আলোড়ন ফেলেছিল।
ছোট্ট মেয়ে সাথীর কাছে আমাদের মনুষ্যত্ব আসলে হার মানে। পাখির প্রতি এই মমতাবোধ নিয়েই প্রতিটি শিশু বেড়ে উঠে। কিন্তু বড় হতে হতে সেই মমতাবোধও যেন উড়ে পালায় পাখিরই মতো, হায়!
আবারও জীবনানন্দের শরণ নিই, 'রূপসী বাংলা' থেকেই:
পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।
ঘুঘুই যদি না থাকত, পৃথিবীর এ সৌন্দর্য কি এভাবে ধরা দিত জীবনানন্দের কবিতায়? ঘুঘু ছাড়া কি আদৌ একটি রূপসী বাংলা আমরা কল্পনা করা যায়? যেভাবে ঘুঘু শিকার করা হচ্ছে-নিষ্ঠুর, নির্মম ও চরম অমানবিকতায়, তাতে সৌভাগ্য ও শান্তির পাখিটির অস্তিত্ব হয়তো ইবনে সিরিনের স্বপ্নব্যাখ্যা, বাংলার কিছু প্রচলিত প্রবাদবাক্য আর জীবনানন্দের কবিতা ছাড়া আর কোথাও মিলবে না। এমন দুর্ভাগা দিনই কি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য?

বৃহস্পতিবার, ১১ এপ্রিল ২০২৪
২৮ চৈত্র ১৪৩০
প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

৮ বছর পর ফ্রান্স দলের বাইরে গ্রিজম্যান

খেলা ডেস্ক

দীর্ঘ ৮ বছর পর ফ্রান্স দলের বাইরে চলে গেলেন তারকা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার অ্যান্টোনিও গ্রিজম্যান। ঘাতক ইনজুরির কারণে জার্মানি ও চিলির বিরুদ্ধে আসন্ন প্রীতি ম্যাচের ফরাসি দলে ঠাঁই হয়নি ৩২ বছর বয়সী অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ তারকার। যে কারণে ফ্রান্সের জার্সি গায়ে রেকর্ড টানা ৮৪ ম্যাচও খেলা হচ্ছে না গ্রিজম্যানের। ২০১৬ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথম ফরাসি স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন গ্রিজম্যান।
আগামী ১৪ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য ইউরো ২০২৪ টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ফ্রান্স প্রীতি ম্যাচ খেলবে। ২০১৭ সালের জুনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচের পর ফ্রান্সের হয়ে প্রতিটি ম্যাচেই খেলেছেন গ্রিজম্যান। এ পর্যন্ত জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ১২৭ ম্যাচ খেলা তারকার পরিবর্তে প্রথমবারের মতো ফরাসি দলে ডাক পেয়েছেন ল্যাজিওর মাত্তেও গুয়েনডুজি।
ফ্রান্সের হয়ে এ পর্যন্ত ৪৪ গোল করেছেন গ্রিজম্যান। ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশম স্বীকার করেছেন গ্রিজম্যানের বিকল্প নেই। ফ্রান্স দলে এখনো তার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু দলীয় চিকিৎসকদের পরামর্শেই গ্রিজম্যানকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে অ্যাটলেটিকোর হয়ে মাঠে ফেরার আগে গ্রিজম্যান চারটি ম্যাচে অনুপস্থিত ছিলেন। ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তিনি গোল করেছেন। অ্যাটলেটিকো দ্বিতীয় লেগে পেনাল্টিতে জয় পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে।
এরপর লা লিগায় বার্সিলোনার কাছে ৩-০ গোলের হারের ম্যাচে তিনি বিরতির পর বদলি বেঞ্চ থেকে মাঠে নামেন। ফ্রান্স কোচ দেশম এ প্রসঙ্গে বলেন, গ্রিজম্যান গোঁড়ালিতে সমস্যা অনুভব করছে। যে কারণে আগের ম্যাচে ৪৫ মিনিটের বেশি খেলতে পারেনি। এটা ঠিক গ্রিজম্যানের মতো মানসম্পন্ন খেলোয়াড় আমরা এই মুহূর্তে খুঁজে পাব না। তার পরিবর্তে এই পজিশনে খেলোয়াড় খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন। আমাদের ভিন্নভাবে পরিস্থিতির সামাল দিতে হচ্ছে। দুটি ম্যাচে আমরা দুটি ভিন্ন কম্বিনেশন নিয়ে খেলতে চাই। এটা ইউরোর মূল দলে সুযোগ পাওয়ার মহড়া।
অন্যদিকে এসি মিলানের গোলরক্ষক মার্ক মেইগন্যানও ইনজুরিতে আছেন। প্রীতি ম্যাচে তার খেলা নিয়েও শঙ্কা আছে। পিএসজি উইঙ্গার উসমানে ডেম্বেলে অবশ্য কানের অসুস্থতা কাটিয়ে দলে ফিরেছেন। আদ্রিয়েন রাবোয়িত, লুকাস হার্নান্দেজ ও ইব্রাহিমা কোনাতের খেলা নিয়ে আশাবাদী ফরাসি কোচ। লিভারপুল ডিফেন্ডার কোনাতে ইংলিশ ক্লাবটির হয়ে শেষ তিন ম্যাচে লেতে পারেননি। এর আগে ইনজুরির কারণে সেপ্টেম্বর ও নভেম্বরে ফ্রান্স দলেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।
মে মাসের মাঝামাঝিতে চূড়ান্ত হবে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের দলে তিনি থাকতে পারবেন কিনা। ইনজুরির বিষয়টি থেকে যেহেতু কেউই নিরাপদ নয় যে কারণে মে ও জুন মাসের প্রীতি ম্যাচগুলোতে দুইবারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন দলে যত বেশি সম্ভব খেলোয়াড়দের ঝালিয়ে নিতে চান দেশম। অবশ্য দলে নতুন কোন খেলোয়াড়কে ডাকেননি দেশম। যদিও পিএসজির ফরোয়ার্ড ২১ বছর বয়সী ব্র্যাডলি বারকোলার জাতীয় দলে ডাক পাওয়া সময়ের দাবি বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। আগামী ১৭ জুন ডাসেলডর্ফে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ফ্রান্স ইউরোপ চ্যাম্পিয়নশিপে মিশন শুরু করবে।

রিয়ালে যাওয়া ও অলিম্পিকে খেলা নিয়ে যা বললেন এমবাপ্পে

খেলা ডেস্ক

কিছুদিন ধরেই ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যমের বড় একটি অংশজুড়ে আলোচনায় ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ফরাসি এই তারকার পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়া এবং প্যারিস অলিম্পিকে খেলা নিয়েই আলোচনা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এসব বিষয়ে এত দিন পর্যন্ত চুপ থাকলেও এবার মুখ খুলেছেন এমবাপ্পে। জার্মানির বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে সাংবাদিকদের সামনে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছেন বিশ্বকাপজয়ী এ তারকা।
ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা এমবাপ্পের পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যাওয়ার বিস্তারিত তথ্য সামনে আনে। সে সময় ফেব্রুয়ারির শুরুতে রিয়ালের সঙ্গে এমবপ্পের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করে সংবাদমাধ্যমটি। যে ধারাবাহিকতায় লিগ 'আঁ'র ম্যাচে অনিয়মিত হয়ে পড়েন এমবাপ্পে। এ নিয়ে কোচ লুইস এনরিকের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্ট হওয়ার কথাও শোনা যায়। এবার নিজের সম্ভাব্য এই দলবদল নিয়ে কথা বলেছেন এমবাপ্পে।
পিএসজি তারকা বলেছেন, 'আমি এখনো কোনো কিছু ঘোষণা করিনি। কারণ, আমার কাছে ঘোষণা করার মতো কিছু নেই। আমি দুঃখিত, আপনাদের বলার মতো কিছু নেই। আমার ধারণা, ইউরোর আগে পুরো বিষয়টি সমাধান হবে।'
সংবাদ সম্মেলনের কোনো পর্যায়েই এমবাপ্পে অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদের নাম উচ্চারণ করেননি। তবে সূত্রের বরাত দিয়ে এমবাপ্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে রিয়ালের দর-কষাকষি চলমান থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইএসপিএন। সূত্র জানিয়েছে, এমবাপ্পের ইমেজস্বত্বের বিষয়টি এখনো আলোচনার মূল বিষয়।
এমবাপ্পে কথা বলেছেন প্যারিস অলিম্পিকে খেলা নিয়েও। আগামী ২৪ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট মাঠে গড়াবে অলিম্পিকের ফুটবল আয়োজন। এটি মূলত অনূর্ধ্ব-২৩ বছর বয়সীদের টুর্নামেন্ট হলেও কোচ ও দলের ইচ্ছা অনুযায়ী তিন খেলোয়াড়কে খেলানোর সুযোগ রয়েছে এ প্রতিযোগিতায়। নিজ দেশে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় খেলতে চান এমবাপ্পেও। তবে এটি ফিফার টুর্নামেন্ট না হওয়ায় খেলার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্লাবের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার বিষয়টিও আছে।
এর আগে জানা গিয়েছিল, এমবাপ্পে রিয়ালে যোগ দিলে তাঁকে অলিম্পিকে খেলার অনুমতি দেবে না ক্লাবটি। তারা বরং এমবাপ্পেকে দলের সঙ্গে প্রাক্‌—মৌসুম সফরে দেখতে চায়। শুধু এমবাপ্পে নন, রিয়াল তাদের কোনো খেলোয়াড়কেই অলিম্পিকে পাঠাতে চায় না।
এরই মধ্যে খেলোয়াড়দের না ছাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে রিয়াল নাকি ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠিও দিয়েছে। এমবাপ্পে বলেছেন, 'আমার সব সময় এ আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমি সব সময় বলেছি, আমি (অলিম্পিকে) যেতে চাই। কিন্তু এটা আমার ওপর নির্ভর করছে না। আমি কোনো কিছুই বলতে পারছি না। কারণ, কেউ আমাকে কিছু বলেনি। যদি আমি অলিম্পিক খেলতে না পারি, তবে তা—ই হবে। আর আমি যখন কেউ আমাকে কিছু বলেনি বলছি, তখন আমি পিএসজির কথা বলছি। আমি পিএসজির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তারা আমাকে কিছু বলেনি (অলিম্পিক নিয়ে)। আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করিনি।'

বাংলাদেশের চাকরি ছাড়ছেন চান্দিকা হাতুরুসিংহে!

খেলা ডেস্ক

কিছুদিন আগেই ছুটি নিয়ে বাংলাদেশ ছেড়েছিলেন কোচ চান্দিকা হাতুরুসিংহে; তবে এবার শোনা গেলো ভিন্ন তথ্য। ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও বাংলাদেশে ফিরতে আগ্রহী নন তিনি। পুরো বাংলাদেশ যখন ব্যস্ত ঈদের প্রস্তুতিতে, তখন আকস্মিকভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে এমন খবর। আপাতত গুঞ্জন হিসেবেই মানছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা, তবে গুঞ্জন যদি সত্য হয় তাহলে বড়সড় ঝামেলায় পড়বে বাংলাদেশ ক্রিকেট। শ্রীলঙ্কা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগেই ছুটি নিয়েছিলেন হাতুরু। সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল এতদিন; তবে একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, লঙ্কান কোচ তাঁদের ক্ষুদে বার্তায় জানিয়েছেন আর বাংলাদেশের কোচ হিসেবে থাকতে চান না তিনি। যদিও বিসিবি কর্তারা বলছেন এই ব্যাপারে কিছু জানা নেই তাঁদের।
দ্বিতীয় দফায় দলের প্রধান কোচ হয়ে গত বছর লাল-সবুজের দেশে এসেছিলেন হাতুরুসিংহে। কিন্তু শুরু থেকেই বিতর্ক ঘিরে রেখেছিল তাঁকে। বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে শুরু করে বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে দলীয় ব্যর্থতার জের ধরে ভক্ত-সমর্থকদের তোপের মুখে পড়েছিলেন তিনি।আবার খালেদ মাহমুদ সুজনের মত প্রভাবশালী ক্রিকেট ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও ব্যক্তিগত দ্বন্দ ছিল তাঁর। টিম ডিরেক্টরে পদে থাকলেও সুজনকে দলীয় সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেননি হাতুরু, সেটি নিয়ে সম্প্রতি ক্ষোভ ঝেড়েছেন সাবেক টাইগার অলরাউন্ডার। এছাড়া তামিম ইকবাল বা সাকিব আল হাসানের সঙ্গে কোচের সম্পর্ক কতটা ভাল তা নিয়েও প্রশ্ন তোলার সুযোগ রয়েছে।
নাজমুল হোসেন শান্তকে তিন ফরম্যাটেরই নেতৃত্বভার দিয়েছিল বিসিবি। লক্ষ্য ছিল দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় দলকে গুছিয়ে তোলা। ম্যাশ-হাতুরুর মতই শান্ত-হাতুরু জুটি বাংলাদেশকে সাফল্যের পথ দেখাবে। তবে সব আশা এখন দুরাশায় পরিণত হতে যাচ্ছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুই মাসও বাকি নেই, এমন সময়ে যদি সত্যিই চাকরি ছেড়ে দেন চান্দিকা তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবেই। এত অল্প সময়ে নতুন কেউ এসে আবার শুরু থেকে পরিকল্পনা করাটা কঠিন হবে। এখন দেখার বিষয়, কি হয় আগামী কয়েক দিনে।

মিশেল স্টার্ক, উলুবনে মুক্তা ছড়াচ্ছে কেকেআর?

খেলা ডেস্ক

রেকর্ড ২৪.৭৫ কোটি রুপিতে মিচেল স্টার্ককে দলে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু বিশাল মূল্যের প্রতিদান দিতে পারছেন না তিনি।
দুই ম্যাচ খেলে ১২.৫ ইকোনমিতে দিয়েছেন ১০০ রান, বিনিময়ে নিতে পারেননি একটা উইকেট। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এমন ফর্ম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে টিম ম্যানেজম্যান্টের। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি স্টার্ককে এত বিপুল অর্থ দিয়ে কিনে ভুল করল কেকেআর?
এই পেসারকে দলে নেয়ার মূল কারণ ছিল পাওয়ার প্লে ও ডেথ ওভারে নির্ভরশীল একজন বোলার পাওয়া। কিন্তু সত্যি বলতে, ২০২০ সালের পর থেকে তিনি পুরনো ছন্দ হারিয়ে ফেলেছেন।
বিশেষ, করে রঙিন পোশাকে আগের সেই বিধ্বংসী রূপে দেখা যায়নি তাঁকে। সেজন্য ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ বিশ্বকাপে তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশামাফিক পারফরম্যান্স পায়নি অস্ট্রেলিয়া।
২০১৮ সালে এই বাঁ-হাতি গোড়ালির দীর্ঘস্থায়ী চোটে পড়েছিলেন। এরপর ক্যারিয়ারকে দীর্ঘস্থায়ী করতে নিজের বোলিং অ্যাকশনে কিছুটা পরিবর্তন আনেন তিনি, যার প্রভাব পড়ে বোলিংয়ে। নিখুঁত ইয়র্কার করার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, কার্যকরী সুইং পেতেও সমস্যায় পড়তে হয় তাঁকে।
একটা সময় যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকাই ছিল দু:সাহসের কাজ, তাঁর বিরুদ্ধে এরপর সহজেই রান করেছেন ব্যাটাররা। তবু এই তারকার উপর ভরসা রেখেছে কলকাতা; তাঁদের লাইন আপে উইনিং মেন্টালিটির একজন অভিজ্ঞ বাঁ-হাতি বোলার প্রয়োজন ছিল, সেজন্য রেকর্ড পরিমাণ অর্থ খরচে কার্পণ্য করেনি দলটি।
তাহলে এখন সমাধান কি, মিচেল স্টার্ক কি পুরো মৌসুম জুড়েই দুই হাতে রান বিলিয়ে যাবেন? মোটেই না, লম্বা সময় টি-টোয়েন্টিতে অধারাবাহিক থাকা এই পেসার টানা বোলিং করলে নিশ্চয়ই সেরা ছন্দের কাছাকাছি যেতে পারবেন।
সেটির জন্য অবশ্য নিজের লাইন লেন্থ নিয়ে কাজ করতে হবে এই অজি ক্রিকেটারকে। কেবল ইয়র্কার আর ইনসুইংয়ের উপর নির্ভর না হয়ে লেন্থ ও গতির বৈচিত্র্যের প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

দ্য উইজার্ড অব কাতালুনিয়া

খেলা ডেস্ক

দুই দশক আগে রিয়ালে মাদ্রিদে তারকার মেলা বসেছিল ডেভিড বেকহ্যাম, লুইস ফিগো, রোনালদো, রবার্তো কার্লোস এবং জিনেদিন জিদান সবাই একসাথে রিয়ালের জার্সি গায়ে খেলতেন একই সময়ে। কাগজে কলমে এটি ছিলো আমেজিং টিম।অপরদিকে রাইভাল বার্সা তখন দলে ভিড়িয়েছিলো এক আনকোরা খেলোয়াড় যার নামছিলো রোনালদিনহো।
তার সাথে ছয় মাসের জন্য ফ্রাংক রাইকার্ড লোনে ভেড়ান এডগার ডেভিডসকে। এই ডাচ ম্যান ভরসা রাখেন ইয়াং খেলোয়াড়দের উপর।লা মাসিয়া থেকে পদোন্নতি দেওয়া হয় ইনিয়েস্তা এবং মেসিকে।
সালটা তখন ২০০৫। এল ক্লাসিকো বিশ্বের সবথেকে রোমাঞ্চকর রাইভালরিতে মুখোমুখি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনা। দ্বিতীয় স্থানে চ্যাম্পিয়ন বার্সা এবং মাত্র এক পয়েন্ট পিছিয়ে রিয়াল। ম্যাচটি যে কতোটা গুরুত্বপুর্ণ আশাকরি বোঝাই যাচ্ছে। মাদ্রিদে যেমন তারকার মেলা তারই সাথে বার্সায় ডেকো,ইতোদের মতো বিশ্বসেরারা।
বডি ফেইন্ট করে স্পেস তৈরি করে তারপর লফটেড এক পাস বাড়ালেন ইতোর দিকে। কিন্তু ইতো ঠিকমতো বল জালে জড়াতে ব্যর্থ। ম্যাচের ১৪ মিনিটে ওয়ান টু ওয়ান পাস ইতো আর মেসির মধ্যে। মেসি ১৮০ ডিগ্রি টার্ন করলেন তার বা পা দিয়ে।চারজন রিয়াল মাদ্রিদ খেলোয়াড় পরাস্ত করলেন।বল চলে গেলো ইতোর কাছে। ইতো সময়ের সেরা গোলকিপার ক্যাসিয়াস বাধা পেরিয়ে বল জলে জড়ালেন।
উদযাপনে, ইতো দৌড়ে পরিচালকের বাক্সে চলে গেলেন। যেখান থেকে একজন চিত্তাকর্ষক ক্লোরেন্তিনো পেরেজ বসে তার সাম্রাজ্য ভেঙে যেতে দেখছেন। ইতো তারপরে তার শার্টে বার্সা ব্যাজের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, শুধুমাত্র তিনি এখন যে বার্সেলোনার হয়ে খেলছেন তা জানানোর জন্য। দ্বিতীয়ার্ধে, নাম্বার টেন ছিল একটি ভিন্ন প্রাণী।
প্রথম হাফে ইতো, মেসিরা কয়েকবার চেষ্টা করলেও তাদের রুখে দেন ক্যাসিয়াস। ৫৭ মিনিটে রামোসকে পরাস্ত করে,তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান রোনালদিনহো। তারপর গুয়েরা,রবার্তো কর্লোসকে পরাস্ত করে, ইকার ক্যাসিয়াসকে বোকা বানিয়ে বল শেষমেশ জালে জড়ালেন রোনালদিনহো। ধারাভাষ্যকাররা বলে উঠলেন, 'unstoppable, fantastic!'
ম্যাচের ৭৬ মিনিটে আবারো রামোসকে বোকা বানিয়ে, ইকার ক্যাসিয়াসকে পরাস্ত করে বল জালে জড়ালেন রোনালদিনহো। যেই রোনালদিনহোকে তার কুৎসিত চেহারার জন্য দলে ভেড়ায়নি পেরেজ সেই রোনালদিনহো একে একে তার সাম্রাজ্যকে গুড়িয়ে ভেঙে ফেললেন। বার্নাব্যুর রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকরাও দাড়িয়ে সম্মান জানালেন রোনালদিনহোকে। এর আগে রাইভাল সমর্থকদের কাছ থেকে এভাবে সম্মান পেয়েছিলেন কেবল ম্যারাডোনা। স্বয়ং বিপক্ষ দলের সমর্থকরাও রোনালদিনহোর জাদুতে মুগ্ধ হলেন।
সেই সিজনের ব্যালন ডি ওরও উঠলো এই রোনালদিনহোর হাতেই। কয়েকদিন পর ফিফা ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার অফ দ্যা ইয়ারও জিতে নিলেন এই দিনহো। দুইটা অ্যাওয়ার্ডই নিজের সতীর্থদের প্রতি উৎসর্গ করলেন তিনি।
সেই সিজনে রিয়াল মাদ্রিদের গ্যালাকটিকো টিমকে ১২ পয়েন্ট পিছিয়ে ফেলে লিগ শিরোপা জেতে বার্সেলোনা।জুলিয়ানো বেলেত্তির শেষ মুহূর্তের গোলে বার্সেলোনা সে বছর ইউরোপ সেরা ইউসিএলও জিতে নেয়। রোনালদিনহো প্যারিসে ট্রফি জিতলেও বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের খেতাব অর্জন করেছিলেন এই কাতালুনিয়াতেই।
রোনালদিনহোর জাদুকরী মুহূর্তের দেখা পাওয়া যায় ব্রাজিলের জার্সি গায়ে অনূর্ধ্ব ১৭ দলে।জিওভান্নি, মাতুজালেম এবং জর্জিনহোকে নিয়ে গড়া সেই ব্রাজিল দলের স্টারবয় ছিলেন রোনালদিনহো। সিনিয়র ফুটবলে তার প্রথম পূর্ণ মৌসুমে ৪৮টি খেলায় ২৩টি গোল করার পর রোনালদিনহো তার অনূর্ধ্ব-১৭ দলের বন্ধু জিওভান্নির সাথে ব্রাজিলের সবচেয়ে লোভনীয় তারকা হয়ে ওঠেন।
২০০৬ বিশ্বকাপে রোনালদিনহো আদ্রিয়ানো, রোনালদো এবং কাকার পাশাপাশি আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়দের ব্রাজিলের বহুল প্রচারিত 'ম্যাজিক কোয়ার্টেট'-এর অংশ ছিলেন। যাইহোক, 'শীর্ষ ভারী এবং ভারসাম্যহীন' হিসাবে বিবেচিত, দলটি পাঁচটি খেলায় দশটি গোলের সাথে শেষ করেছিল, রোনালদিনহো নিজে গোলহীন ছিলেন এবং শুধুমাত্র একটি এসিস্ট করেছিলেন।সেই টুর্নামেন্টে ব্রাজিল একটি হতাশাজনক অভিযান চালায় যা কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে ১-০ ব্যবধানে হেরে শেষ হয়ে যায়, সেই সময় সেলেসাওদের গোলবারে মাত্র একটি শট ছিল।
এতটুকু পর্যন্ত রোনালদিনহোকে জাতীয় দলে অসফল মনে হলেও ২০০২ বিশ্বকাপে রোমারিওর জায়গায় ডাক পাওয়া দিনহো কিন্তু শুরুটা ভালোই করেছিলেন।চীনের বিপক্ষে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোল করলেন।তবে রোনালদো আর রিভালদোর ছায়াতেই যেনো রয়ে গেলেন।
তবে রোনালদিনহো ছিলেন স্পেশাল, আর স্পেশাল খেলোয়াড়রা স্পেশাল দিনেই নিজেকে প্রমাণ করেন।ইংল্যান্ড ছিলো সেবার বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট দল। ইংল্যান্ড দলে সেবার পল স্কোলস, ডেভিড বেকহাম, নিকি বাট, অ্যাশলে কোল, রিও ফার্ডিনান্দ কিংবা মাইকেল ওয়েনের মতো খেলোয়াড়েরা খেলছেন।কোয়ার্টার ফাইনালে সেই দলের মুখোমুখি হয় সেলেসাওরা।
খেলা শুরুর ২৩ মিনিটেই ওয়েনের গোল এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ব্রাজিলের সমর্থকদের মনে সংশয় টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার। কিন্তু, রিভালদো প্রথম অর্ধের অন্তিম মুহূর্তে গোল দিয়ে সমতায় ফেরালেন সেলেসাওদের। রিভালদোর সেই গোলটার মূল কারিগর কিন্তু ছিলেন রোনালদিনহো। মাঝমাঠ থেকে এক নিখুঁত পাস দিয়েছিলেন তিনি রিভালদোর কাছে।
কিন্তু পুরো বিশ্বকে এখন রোনালদিনহোর জাদু দেখানোই যে বাকি। ম্যাচের ৫০ তম মিনিটে ৪০ গজ দূর থেকে ইংলিশ কিপার ডেভিড সিম্যানকে বোকা বানিয়ে টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা গোল করলেন এই ম্যাজিক ম্যান। সেই টুর্নামেন্টে ২ গোল,২ এসিস্ট তরুণ রোনালদিনহো নিজেকে তুলে ধরলেন বিশ্বকাপের মঞ্চেই।
নিজের ইনজুরি আর খামখেয়ালিপনা চেপে না ধরলে রোনালদিনহো আরো অনেক দূর যেতেই পারতেন।তবে ম্যাজিক ম্যান যতোটা পথ পাড়ি দিয়েছেন সেটিই বা কম কিসে।

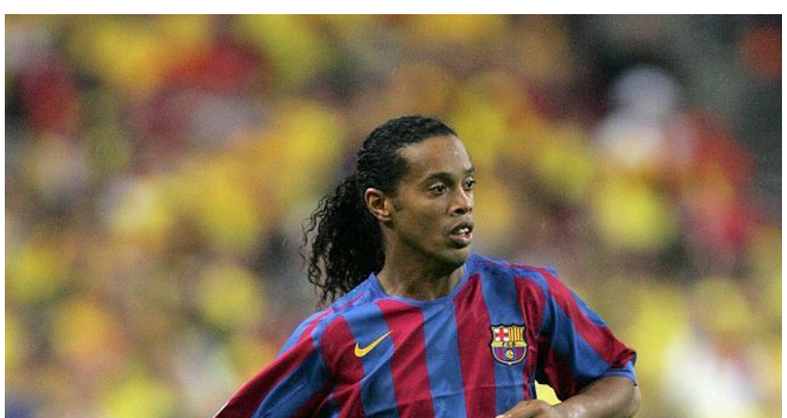

প্রতিশোধের ম্যাচে বিধ্বস্ত মায়ামি

খেলা ডেস্ক

কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম লেগের ম্যাচটা ছিল ঘটনাবহুল। ২-১ গোলে হারা সেই ম্যাচে মাঠে না থেকেও ব্যাপকভাবে ছিলেন লিওনেল মেসি। সেই ম্যাচ শেষ হওয়ার পর ভিআইপি গ্যালারি থেকে মেসির প্রতিপক্ষের ড্রেসিংরুমে গিয়ে অসদাচরণ করার খবরও পরে সামনে আসে। মেসিকে নিয়ে মন্তেরি কোচের কটূক্তির কথাও শোনা যায়।
সব মিলিয়ে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচটিকে ধরা হচ্ছিল মেসির জন্য প্রতিশোধের। প্রতিশোধ দূরে থাক, মন্তেরির মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারল না মেসির মায়ামি। মেক্সিকান ক্লাব মন্তেরির কাছে ৩-১ (দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২) গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। এই হারে ২০২৫ সালে ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নও ভেঙে গেল মায়ামির।
প্রতিপক্ষের মাঠে এদিন শুরুটা মন্দ ছিল না মায়ামির। বলের দখল রেখে প্রতিপক্ষ রক্ষণে চাপ তৈরির চেষ্টা করে তারা। তবে বল দখলে যতটা মুনশিয়ানা দেখিয়েছে, সুযোগ তৈরিতে তার ছাপ ছিল না।
৩১ মিনিটে গোলরক্ষক ডেরেক ক্যালেন্ডারের হাস্যকর এক ভুলে পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। পোস্টের কাছাকাছি জায়গা থেকে সতীর্থকে পাস দিতে গিয়ে তিনি বল তুলে দেন মন্তেরির স্ট্রাইকার ব্র্যান্ডন ভাসকেজের পায়ে। এমন সুযোগ হাতছাড়া করেননি তিনি। লক্ষ্য ভেদ করে মন্তেরেকে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন। ৩৫ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন মেসি। এরপর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মেসির পাস ধরে সুয়ারেজ গোল করলেও অফসাইডের কারণে বাতিল হয় সেটি।
বিরতির পর গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে মায়ামি। সবাই তখন তাকিয়ে ছিল মেসির দিকে। যদিও চোট কাটিয়ে ফেরা মেসি ছিলেন কিছুটা ছন্দহীন। এর মধ্যে ৫৭ মিনিটে দুর্দান্ত এক শটে মায়ামিকে স্তব্ধ করে দেন মন্তেরির গেরমান বেরতেরমে। বক্সের বাইরে থেকে তাঁর নেওয়া বুলেট গতির শট থামানোর কোনো উপায় ছিল না মায়ামি গোলরক্ষকের।
২ গোলে পিছিয়ে ম্যাচ থেকেই ছিটকে পড়ে মায়ামি। এরপর ৬৪ মিনিটে মায়ামির আরেকটি ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন গালার্দো। ৩ গোলে পিছিয়ে পড়ে মায়ামি আক্রমণাত্মক হয়ে একের পর এক ফাউল করতে থাকে। যার জেরে ৭৮ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন জর্দি আলবা। ৮৫ মিনিটে দিয়াগো গোমেজ মায়ামির হয়ে ১টি গোল শোধ দিলেও প্রতিশাধের ম্যাচ আর জেতা হয়নি মেসির। শেষ পর্যন্ত দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২ গোলে পিছিয়ে থেকে বিদায় নেয় মায়ামি।

ইউরোপমুখী অভিবাসীদের শেষ আশ্রয় পর্তুগাল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
জটিলতা পেরোতে হয়, তখন পর্তুগালে এই বিষয়গুলো অনেকটা সহজ। দেশটির বৈধ অর্থনীতিতে অভিবাসীরা দ্রুতই নিজেদের যুক্ত করার সুযোগ পান। কর এবং সামাজিক বিভিন্ন চার্জ প্রদানের আওতায় যুক্ত হন দ্রুত। আর এমন পরিস্থিতিতে পর্তুগালে গত পাঁচ বছরে বিদেশিদের ঘরে জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। এর অনেকগুলো কারণের একটি হলো দেশটির রেস্টুরেন্ট, মৎস্য এবং কৃষিখাতে দক্ষিণ এশীয়দের উপস্থিতি।

সরকারের ইন্টিগ্রেশন, মাইগ্রেশন ও অ্যাসাইলাম বিভাগের পরিসংখ্যান বলছে, পর্তুগালে বিদেশির সংখ্যা স্থানীয় জনসংখ্যার প্রতি দশ জনে একজন। পরিসংখ্যান বলছে, পর্তুগালে বিদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্রাজিলিয়ান। মোট চার লাখ ব্রাজিলিয়ান নাগরিক বসবাস করছেন দেশটিতে । এরপরে রয়েছে ব্রিটিশেরা ওবং ইউরোপের অন্য দেশের নাগরিকেরা।

সেইসঙ্গে ৫৮ হাজার ভারতীয় এবং ৪০ হাজার নেপালি পর্তুগালে বাস করছেন। বাংলাদেশি এবং পাকিস্তানিদের সংখ্যাও নতুন করে আগতদের মধ্যে প্রথম দশ দেশের তালিকায় রয়েছে। বিদেশিদের দেশটিতে ব্যাপক আগমন অবশ্য পর্তুগালে ক্ষমতাসীন সোশ্যালিস্ট সরকারের উদার নীতির কারণেই সম্ভব হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে দলটি ক্ষমতায়। তবে আশঙ্কা হলো, আসছে ১০ মার্চের নির্বাচনে কোনো ডানপন্থি সরকার ক্ষমতায় আসলে পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অভিবাসীদেরকে এই দেশটির প্রয়োজন।

আর তাই এখানে অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে, এভাবেই বিষয়টিকে ব্যাখা করতে চাইলেন ইন্ট্রিগ্রেশন, মাইগ্রেশন ও অ্যাসাইলাম বিভাগের গোয়েস পিনহেইরো। বললেন, "অভিবাসীদের সংখ্যা বাড়ার প্রধান কারণ হলো দেশটির তাদেরকে প্রয়োজন।" তিনি জানালেন, ইটালির পর ইউরোপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বয়স্ক লেকেদের বাস পর্তুগালে।

শহরটির আরেক কৃষক লুইস কার্লোস ভিলা। খামারে কাজ চালিয়ে নিতে বিদেশিদের উপর নির্ভর করতে হয় বলে জানালেন এই কৃষক। "আমার আর কোনো বিকল্প নেই। আমাদের এখানে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেশি এবং কৃষিখাতে শ্রমিক নেই," বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানালেন তিনি।

এদিকে শুধু কৃষিখাতেই নয়, দেশটির মৎস্যখাতও বিদেশি শ্রমিকের উপর নির্ভর করছে। জানা গেছে, পর্তুগালের মৎস্যখাতের বেশিরভাগ শ্রমিকই এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়া থেকে এসেছেন। তাদেরই একজন সাইফুল আরদানি। গত ১৮ মাস ধরে পর্তুগীজ ব্যবসায়ী রুইস গোমেসের প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তিনি। বার্তা সংস্থা এএফপিকে তিনি জানান, "এখানে ইন্দোনেশিয়ার জেলেদের কাজ করতে কোনো সমস্যা নেই। দেশে পরিবারও আমাদের বিষয়ে নিশ্চিত, কারণ আমরা বৈধ পথে এখানে এসেছি।"

সব মিলিয়ে গত দুই দশক ধরে ইউরোপর দেশ পর্তুগাল হয়ে উঠছে অভিবাসীদের গন্তব্য। পর্তুগালের লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইগ্রেশন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ইয়োর্গে মালহেইরিস বলেন, "আপনি যেই দিক দিয়েই বিবেচনা করুন না কেন, অভিবাসন ইস্যুতে পর্তুগাল ইউরোপের সবচেয়ে বেশি উদার দেশ।"

অভিবাসীদের নিয়ে এই 'উদারতা' গত প্রায় দুই দশক ধরেই দেখা যাচ্ছে। ২০০৭ সালে থেকে দেশটি অভিবাসীদেরকে নিয়মিত হওয়ার জন্য কাগজপত্র দেয়া শুরু করে, যারা নিজেদের আয় প্রকাশ করতো। পরে বামপন্থি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৮ সালে অনিয়মিত পথে আসা ব্যক্তিদেরও কাগজপত্র দেয়া শুরু করে। আর ২০২২ সালের নতুন এক সংশোধনী অনুযায়ী, চাকরির সন্ধানে বিদেশিদের ছয় মাসের ভিসা দেয়াও শুরু করে পর্তুগাল সরকার। তবে এসব ইতিবাচক দিকের কিছু মন্দ দিকও দেখছেন নেপালের খাত্রি। বললেন, বিদেশিদের এমন আগমনের ফলে কিছু সমস্যাও তৈরি হয়েছে। খাত্রির স্ত্রী রিতু বলেন, "আগে এখানে (পর্তুগালে) জীবন যাপনের খরচ যোগানো সহজ ছিল। এখন এখানে বর্ণবাদের সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

কোনো বাসায় যদি ১০-১৫ জন থাকেন এবং তারা স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে পারেন না, তখন পুর্তগীজরা তা পছন্দ করেন না, রিতু বললেন। সেইসঙ্গে দেশটির আবাসন সংকট তো আছেই, যা অভিবাসীদের আগমনের কারণে আরো বাড়ছে বলে মনে করেন অনেকে। বাংলাদেশি দোকানপাট, রেস্তোরাঁ লিসবন শহরের প্রাণকেন্দ্রে চোখে পড়ে বেশ কিছু বাংলাদেশি দোকান ও রেস্তোরাঁ। শহরটির কেন্দ্রীয় সড়কটিকে অনেকেই বাংলাদেশি সড়ক নামে চেনে বলে জানালেন অভিবাসী ইয়াসির আনোয়ার। ২০১০ সালে ডেনমার্ক ও নরওয়ে পাড়ি দিয়ে পর্তুগালে আসেন তিনি। সেসময় তার কোনো আইনি কাগজপত্র ছিল না।

তবে ২০১৮ সালের সরকার নিয়ম শিথিল করার পর তিনি দেশটিতে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ পান। এর মাঝে একটি রেস্টুরেন্টে চাকরি শুরু করেন তিনি। সেখান থেকে তিনি পুর্তগীজ খাবার রান্নার দক্ষতা অর্জন করেন। আর সেই সাথে পুর্তগীজ ভাষা শেখেন। এখন দেশটির নাগরিকত্ব পাওয়ার অপেক্ষায় আনোয়ার। "যখন আমি এখানে এসেছিলাম, আমাদের জন্য কিছুই ছিল না। এরপর থেকে পর্তুগাল অভিবাসীদের জন্য খুব উদার দেশ হয়ে উঠে।" ইমিগ্রেশন সলিডারিটিতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন আনোয়ার।

সিলেট শাহী ঈদগাহে ঈদের জামাতে লাখো মানুষের ঢল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
সবার হাতেই ছিলো জায়নামাজ। ঈদের নামাজ আদায় শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন মুসল্লিরা। নামাজ শেষে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা কোলাকুলির পাশাপাশি ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ঈদের এ জামাতে ভিআইপিদের মধ্যে ঈদের নামাজ আদায় করেন- প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন, সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, স্থানীয় সংসদ সদস্য ও বিভিন্ন প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তারা। এদিকে, সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছিলেন- এবার সিলেট মহানগর এলাকায় অন্তত ৪৪০টি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ৩৪৭টি মসজিদ এবং ৮৩টি ঈদগাহে নামাজ আদায় করবেন মুসল্লিরা। কোনো কোনো ঈদগাহ ও মসজিদে হবে একাধিক জামাত। সিলেট জেলার বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ে অন্তত আড়াই হাজার ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে। তন্মধ্যে ২ হাজার ৯৯টি মসজিদ এবং ৪৭০টি ঈদগাহে হবে জামাত। এদিকে, ঈদকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেখেছে সিলেট মহানগর পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এসএমপি'র অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

ফ্রান্স ই-পাসপোর্ট চালু না হওয়ায় হতাশায় প্রবাসীরা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
দূতাবাসে গেলে মিলছে না সন্তুষ্টমূলক সার্ভিস । ফ্রান্সে চলমান বচ্ছরের জানুয়ারি থেকে অনিয়মিত অধিবেশীদের ফ্রান্স প্রশাসনের দরপাকর চলছে । ইতিমধ্যে বেশ কিছু বাংলাদেশিদেরকে ফেরতও পাঠিয়েছে ফ্রান্স সরকার। ফ্রান্সে নিয়মিত হওয়ার জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজের মাধ্যমে সেলারি কার্ড এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক যাদেরকে বলা হয় আন্ডার এইট্টিন বয়স ১৮ নিচে রয়েছেন তারা লেখাপড়ার মাধ্যমে বৈধ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। যাদের ই পাসপোর্ট রয়েছে তারা ফ্রান্স বাংলাদেশ দূতাবাসে ই পাসপোর্ট চালু না থাকায় এই সুযোগটিও হারাচ্ছেন । তবে যাদের ই পাসপোর্ট রয়েছে তারা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর যদি নিয়মিত হওয়ার কাগজপত্র ই পাসপোর্ট এর জন্য জমা দিতে না পারেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন তাদের পরিণতি হতে পারে ভয়ানক তাদের কপালে নেমে আসবে দুর্দশা ।

জকিগঞ্জ ঐক্য পরিষদ ফ্রান্স ১০ম বর্ষপূর্তি উদযাপিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সেলিম উদ্দিন চৌধুরী ।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্তিত ছিলেন সিকানো বাঙ্গালি'র সভাপতি সরুফ ছদিউল বাংলাদেশি ফুটবল এসোসিয়েশন ফ্রান্স সভাপতি হাসান শাহ, ফ্রান্স আল ইসলাহ'র সভাপতি মুফতি মাশুক আহমদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কাজী আব্দুল মুহিত।সূচনা বক্তব্যে দেন এসোসিয়েশন যুগ্ম সাধারন স্মাপদক আব্দুল কুদ্দুস। এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন সাধারন সম্পাদক আশফাক রাহাত চৌধুরী , দেলোয়ার হোসেন , আব্দুর রশিদ চৌধুরী , রিপন চৌধুরী, আব্দুল কাদির ,মুজাক্কির চৌধুরী, শাহেদ আহমদ ,জাফরান আহমদ ,দুলাল আহমদ, নজরুল আলী ,মোয়াজ্জিন হুসেন মোয়ান, হোসেন আহমদ ,আরিফ উদ্দিন ,ইমরান হোসেন সহ জকিগঞ্জের আরো অনেক । উপস্থিত বক্তারা সংগঠনের অতীত কার্যক্রম সহ ভবিষ্যতে কিভাবে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন । এ ছাড়াও তুলে ধরা হয় সংগঠনের বিভিন্ন মানবিক কাজগুলো । এ সময় সংগঠনের বিভিন্ন মানবিক কাজ করে যারা সংগঠন কে এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদেরকে কাজের সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয় । ফ্রান্সের স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণকারক সংগঠন সিকানো বাঙালি সভাপতি জকিগঞ্জের কৃতি সন্তান সরফ সদিউল কে বাংলাদেশ তথা ফ্রান্স এ বাংলাদেশি কমিউনিটি ও সংস্কৃতি কে ফ্রান্সের মধ্যে তুলে ধরার জন বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয় । বাংলাদেশি কমিউনিটির সংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গন এ বাংলাদেশি ৭৬ টি ফুটবল গ্রুপের প্রধান সংগঠন বাংলাদেশ ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি বিশিষ্ট ক্রীড়া মোদী ব্যক্তিত্ব হাসান শাহ কে তার বিশেষ অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। লন্ডনে জকিগজ্ঞি কমিউনিটির তথা বহর্বিশ্ব জকিগজ্ঞ কে অত্যন্ত সুন্দর ও সুসংগঠিত ভাবে তুলে ধরার জন্য যুক্তরাজ্য প্রধান সংগঠন জকিগঞ্জ ঐক্য পরিষদ লন্ডন কে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রধান করা হয় । এ সময় সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট গ্রহন করেন ব্রিটেন থেকে আগত কমিটির সেক্রটারী মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস ।

ফ্রান্সে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে ঈদুল ফিতর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
এলাকার পাশেই পার্ক দো লা ভিলেত পার্কে বাংলাদেশিরা জড়ো হন । এতে দেখা যায় পার্কের ভিতর বাংলাদেশিরা বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করেন।আবার দেখা যায় পার্কের বিভিন্ন স্থানে বসে কেউ কেউ গানও গাচ্ছে ।খেলায় অংশগ্রহণ করে কেউ আবার গান শুনে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, স্বজন ছাড়া ঈদ আর এখানে এসে প্রবাসীদেরকে একসাথে দেখে সত্যিকার অর্থেই ভালো লাগছে তাদের এবং নিজের দেশেই ঈদ উদযাপন করছেন বলেই মনে হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তারা।

ফ্রান্সে তৃতীয় বারের মতো বাঙালি বাণিজ্য মেলা ও ঈদ বাজার অনুষ্ঠিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ও প্যারিস ১৮ এর এমপি কে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি স্টল ঘুরে ঘুরে সবার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া এবারের এই মেলায় বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানসহ বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও অংশগ্রহণ করেছিল।বাণিজ্য মেলায় স্টল গুলো ছিল বিনামূল্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশুদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এবারের এই মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের পোশাক ও শিল্প সংস্কৃতি বিদেশীদের কাছে পরিচয় করে দেওয়া এবং এ আয়োজনটা বিদেশিদের কাছে ছিল দৃষ্টিনন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। এই বাণিজ্য মেলা বা ঈদ বাজারের মূল লক্ষনীয় বিষয় ছিল যে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি স্টলের কর্ণধার ছিলেন নারী উদ্যোক্তা।

তারা বলেন যে প্রবাসে বসবাস করার কারণে কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকে কখন ঈদ আসে এবং ঈদ যায় তা কখনো উপলব্ধি করতে পারেন না। এ মেলায় আসার ফলে ঈদের আগ মুহূর্তে একটা ঈদের আমেজ অনুভব করতে পেরে তার জন্য তারা 'সলিডারিটি আজি ফ্রান্সকে' কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ জানান।

মেলায় আগত দর্শনার্থী এসে ওয়ার্ল্ডের পরিচালক সাব্বির সহ বেশ কয়জন প্রবাসী বাংলাদেশীরা বলেন, মনে হয় না প্রবাসের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে এক টুকরো বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি ।

পরিশেষে, এই মেলাটা সফল করার জন্য সলিডারিটি আজি ফ্রান্স এর সদস্যরা এবং স্বেচ্ছা সেবকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।সাফের প্রেসিডেন্ট ধন্যবাদ জানান সাফের সকল সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দকে।

ফ্রান্স থেকে আবারো ৭ বাংলাদেশি অভিবাসী ফেরত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
তিনি গত শুক্রবার একটি মেট্রো স্টেশন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রবিবারে ৭ জন বাংলাদেশী এবং ফ্রান্সের পাঁচজন পুলিশ ও দুজন মানবাধিকার কর্মী, একজন ডাক্তার বাংলাদেশ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পৌছা পর্যন্ত ছিলেন। অনিয়মিত অভিবাসীদের মূলত খাবার ডেলিভারি সময় কিংবা কাছে যাওয়া আসার সময় রেল স্টেশন বা রাস্তায় ইমিগ্রেশনের কাগজপত্র চেকের সময় বৈধ কাগজপত্র না দেখাতে পারলে আটক করা হচ্ছে। বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসীদের আটক করে ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফেরত যাওয়া প্রবাসী বলেন ধরে নেওয়ার একদিন এরপর ফ্রান্স বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছে আউট পাস চাওয়া হলে তারা বাংলাদেশে নিজ এলাকায় তদন্ত করার জন্য একদিন সময় নেওয়া হয়। তদন্তের এক দিন পর তারা আউট পাস দিয়ে দেয় । তিনি আরো বলেন দেশে ফিরত আশা যে ৭ জন বাংলাদেশী ছিলাম আমরা সবাই বিএনপি দল সমর্থন কিংবা রাজনীতির সাথে জড়িত, আর তাদেরকেই দূতাবাস থেকে আউট পাস দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সের বর্তমান পরিস্থিতি অনেক ভয়াবহ, যাদের কাগজ নেই বা অনিয়মিতভাবে আছেন তাদের ধরে নিয়ে ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হচ্ছে। পরে ট্রাভেল ডকুমেন্ট তৈরি করে ফেরত পাঠানোর সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ওয়ালিদ বিন কাশেম জানান, এখন পর্যন্ত কতজন বাংলাদেশিকে ডিটেনশন সেন্টারে আটক রাখা বা দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে এ বিষয়ে কোনও তথ্য তার জানা নেই বলে তিনি গণমাধ্যম কর্মীদেরকে জানিয়েছেন। জানা যায় সর্বশেষ, গতকাল সোমবার একজন বাংলাদেশিকে দেশে পাঠানো হয়েছে। ফেরত পাঠানো ওই বাংলাদেশিকে ৩০ দিন ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়। এরপর বাংলাদেশ দূতাবাস তার ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিলে তাকে ফেরত পাঠানো হয়।

ইউরোপীয় নির্বাচন: ফরাসি কট্টর ডান দলের প্রচারণায় অভিবাসন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
অংশগুলো বাদ দিয়ে সংশোধিত সংস্করণের অনুমতি দিয়েছিল। ডান ও কট্টর ডানপন্থিরা অভিবাসীদের জন্য নিবেদিত সামাজিক সুবিধার সীমিত এবং কোটা ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিল। কট্টর ডান আরএন দল ক্রমেই ফ্রান্সের মূলধারার দলগুলোর কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর বিপরীতে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছিল দলটি।

ইউরোপের অন্য দেশগুলোর মতো ফ্রান্সেও কট্টর ডানপন্থিরা জীবনযাত্রার ব্যয়, উচ্চ কর এবং অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চলমান কৃষক বিক্ষোভের মতো বিষয়গুলো থেকে রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক অভিজাতদের প্রতি সাধারণের মানুষের অসন্তোষ থেকেও তারা লাভবান হয়েছে। আরএন দলের প্রতিষ্ঠাতা জঁ মারি লো পেনের কন্যা এবং দলটির সাবেক সভাপতি মারিন লো পেন ইউরোপীয় নির্বাচন নিয়ে বলেছেন, তিনি জাতীয় পর্যায়ে দলের নেতৃত্ব দেয়ায় ইউরোপীয় নির্বাচনের ঘোষিত তালিকায় প্রতীকী হিসেবে প্রার্থী তালিকার শেষে তার নাম রাখতে সম্মত হয়েছে। তিনি মার্সেই শহরের সমাবেশ থেকে এমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে আক্রমণ করে কড়া বক্তব্য দেন।

মারিন লো পেন বলেন, "এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ মূলত একটি রাজনৈতিক অবরোধের মধ্যে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। গত সপ্তাহে প্যারিসে বার্ষিক কৃষি মেলায় কৃষকরা তাকে কিভাবে স্বাগত জানিয়েছেন সেটি আমরা দেখেছি। তার অজনপ্রিয় সংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে।" তিনি ইউক্রেন নিয়ে ম্যাক্রোঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও সমালোচনা করেছেন। লো পেন বলেন, "ইউক্রেনে ইউরোপীয় সৈন্য মোতায়েনের বিষয়ে ম্যাক্রোঁ সরাসরি অস্বীকৃতি জানান নি। প্রেসিডেন্ট মনে করছেন যুদ্ধের মনোভাব দেখিয়ে তিনি পার পেয়ে যাবেন। এটি ফরাসি জনগণকে বিস্মিত করেছে।"

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ক কারা?

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
শনিবার ওই ঘটনার বিচারের দাবিতে ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ হয়েছে। তার সহপাঠীরাও অভিযোগ করেছেন," যৌন হয়রানি ও মানসিক নির্যাতনের বিচার না পাওয়াই তাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দিয়েছে।" সেখানে গিয়ে আরেকজন ছাত্রী অভিযোগ করেন যে, তার ডিপার্টমেন্টের একজন শিক্ষক তাকে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিন বছর আগে। তাতে তিনি রাজি না হওয়ায় এখন তাকে শুধু ফেল করানো হচ্ছে। ১০০ নাম্বারের পরীক্ষায় তিন নাম্বার দেয়া হচেছ। তার কথা," আমি এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছি। অভিযোগ করেছি। কিন্তু কোনো বিচার পাইনি।"

পরিস্থিতি কেমন?

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি কেমন তা উঠে এসেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের গবেষণায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল আলীম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি নিয়ে একটি গবেষণায় দেখতে পান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়কদের মধ্যে ৯ শতাংশই শিক্ষক। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০ ছাত্রীর ওপর ২০২২ সালের অক্টোর থেকে ২০২৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ওই গবেষণাটি পরিচালনা করেন। গবেষণার শিরোনাম "স্ট্র্যাটেজিস ফর প্রিভেন্টিং মাসকুলিনিটি অ্যান্ড জেন্ডার বেজ্‌ড ভায়োলেন্স ইন হায়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন ইন বাংলাদেশ: আ স্টাডি অব রাজশাহী ইউনিভার্সিটি"।

গবেষণায় অংশ নেয়াদের দেয়া তথ্য মতে, ৫৬ শতাংশ যৌন নিপীড়কই ছাত্রীদের সহপাঠী। ২৪ শতাংশ তাদের চেয়ে ছোট বা বড়। ১১ শতাংশ বহিরাগত ও ৯ শতাংশ শিক্ষক। ১০ শতাংশ ছাত্রী জানান, নির্যাতনের ৩০ শতাংশ বাজে মন্তব্য ও ৬০ শতাংশ সাইবার হয়রানি। নিপীড়নের ঘটনায় মাত্র ১০ শতাংশ ছাত্রী অভিযোগ করেছেন। এর মধ্যে পাঁচ শতাংশ বিভাগের শিক্ষকদের কাছে এবং বাকি পাঁচ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযোগ সেলে।

৯০ শতাংশ জানান, ন্যায়বিচার না পাওয়া ও চরিত্র হননের ভয়ে তারা সেলে অভিযোগ করেননি। অধ্যাপক আব্দুল আলীম ডয়চে ভেলেকে বলেন," রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গবেষণাটি হলেও ওই সময়ে আমি আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা একইরকম। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আরো খারাপ। আর গবেষণাটি গত বছরের। এরমধ্যে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে।" তার কথা," যারা যৌন নিপীড়ক তারা রাজনৈতিক বা অন্য কোনোভাবে প্রভাবশালী।

তাদের রক্ষার জন্য রাজনৈতিক এবং প্রভাবশালীদের চাপ থাকে। ফলে অনেক ঘটনাই ধামাচাপা দেয়া হয়। অনেক ঘটনার বিচার হয়না।" তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেন," রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি যৌন নিপীড়নের ঘটনায় যখন কমিটি কাজ শুরু করে তখন আরো ১৭ জন অভিযোগ করেন। তারা কিন্তু আগে ভয়ে করেননি। তাদের মধ্যে নারী শিক্ষক, শিক্ষকের স্ত্রীও রয়েছেন।"

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির ওপর এর বাইরে আলাদা কোনো জরিপ নাই। তবে ২০২১ সালে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের 'চ্যালেঞ্জিং ফিয়ার অব ভায়োলেন্স' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয় জনসমাগমস্থলে ৮১ ভাগ নারী যৌন হয়রানির শিকার হন। আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সিনিয়র সহপাঠী ও শিক্ষকদের মাধ্যমে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, হয়রানি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার হচ্ছেন ৭৪ শতাংশ। ২০২২ সালে ডাটা ফর ইমপ্যাক্ট-এর এক জরিপে বলা হয় বাংলাদেশে অবিবাহিত মেয়েদের প্রতি তিন জনে একজন ১২ মাসে(এক বছর) কমপক্ষে একবার যৌন হয়রানির শিকার হন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিত্র:

সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার যৌন হয়রানির অভিযোগে ময়মনসিংহের কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজন সাহাকে বরখাস্ত এবং বিভাগীয় প্রধান রেজোয়ান আহমেদ শুভ্রকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক ছাত্রীকে অনুপস্থিত দেখিয়ে পরীক্ষায় জরিমানা আদায়, নম্বর কম দেওয়া ও থিসিস পেপার আটকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগ ওঠে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজন সাহার বিরুদ্ধে। আর বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ওই ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক নাদির জুনায়েদকে যৌন হয়রানির অভিযোগে তিন মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয় ১২ ফেব্রুয়ারি।

তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও দীর্ঘদিন ধরে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেন তার বিভাগের এক নারী শিক্ষার্থী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক বছরে ২০টির মতো যৌন হয়রানির অভিযোগ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ৬ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্বের থিসিস করতে গিয়ে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেছেন রসায়ন বিভাগের এক ছাত্রী। ওই ছাত্রীর অভিযোগ, ল্যাবে একা কাজ করার সময় এবং কেমিকেল দেয়ার বাহানায় নিজ কক্ষে ডেকে দরজা আটকে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন ওই শিক্ষক। ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের আজিমপুর শাখার গণিতের শিক্ষক মুরাদ হোসেন সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি। এগুলো চলতি বছরের ঘটনা।

প্রতিটি ঘটনায়ই কর্তৃপক্ষ প্রথমে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করলে তারা বিভাগীয় ব্যবস্থা নেন। যেমন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মুরাদ হোসেন সরকার ঘটনার পর হজ করায় তাকে মাফ করে দেয়ার সুপারিশ করেছিলো তদন্ত কমিটি। আবার শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ময়মনসিংহের কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়। আগে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রোক্টর ও ছাত্রের বিরুদ্ধে আগে একাধিককার অভিযোগ করেও ফল পাননি আত্মহননকারী ছাত্রী।

সে আত্মহত্যার পর এখন তারা বরখাস্ত করা হলো।

কেন এই পরিস্থিতি:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি রোধে হাইকোর্ট ২০০৯ সালে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেল গঠনের নির্দেশ দেয়। ওই নির্দেশে অভিযোগ গ্রহণ ও ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিটি গঠনের কথাও বলা হয়। কোনো অভিযোগ পেলে সয়ংক্রিয়ভাবে সেল কাজ করার কথা। তবে অনেক প্রতিষ্ঠানেই এখনো যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেল নাই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড.স্নিগ্ধা রেজওয়ানা বলেন," আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কমিটি থাকলেও তা ঠিক মতো কাজ করেনা। কমিটির সদস্যরাই বিষয়টি ঠিকমতো বোঝেন না।" তার কথা," এখানে ক্ষমতার একটা বিষয় থাকে। অভিযুক্তরা অনেক সময়ই ক্ষমতার কারণে পার পেয়ে যায়। দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত ও নারী প্রক্টর নিয়োগ হয়নি। একজন মনে হয় হয়েছে।

যারা প্রক্টরসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকেন তাদেন জেন্ডার বুঝতে হয়। আমরা মনে হয় তাদের এখন প্রশিক্ষণ দরকার।" "আর ছাত্রদের কাউন্সেলিং এবং এই বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান দেয়া প্রয়োজন." বলেন তিনি। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল আলীম মনে করেন," শিক্ষক নিয়োগ এবং ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে আমাদের আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কোনো একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত যার মাধ্যমে তাদের সচেতন করা যায়।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্ট্যাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ বলেন,"প্রথমত যখন কোনো ঘটনা ঘটে তার দৃষ্টন্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। আরেকটি হলো এটা যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা নেয়া। এর কোনোটিই আমরা দেখিনা।" তিনি বলেন," এখানে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলছে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকেন তারা রাজনৈতিকভাবে নিযুক্ত। আর যারা এই ধরনের কাজ করে তারা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। ফলে এরা রেহাই পেয়ে যায়।" তিনি আক্ষেপ করে বলেন," আমাদের শিক্ষকদের এই যদি নৈতিক মান হয় তাহলে আমরা কী শিক্ষা দেব!"

ইটালির স্কুলগুলোতে ১০ লাখ শিক্ষার্থী বিদেশি

ইটালি প্রতিনিধি

ইটালির স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরতদের মধ্যে অন্তত ১০ লাখ শিক্ষার্থী ইটালির নয়, বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের।। দেশটির ট্রেড ইউনিয়ন ইউআইএল প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে স্কুল পড়ুয়াদের পরিসংখ্যান নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে ট্রেড ইউনিয়ন ইউআইএল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারা দেশের স্কুলগুলোতে থাকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অ-ইটালীয় শিক্ষার্থীদের হার মোট শিক্ষার্থীর ১১ শতাংশ।

ইটালির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুসারে, আগের বছরের তুলনায় এই সংখ্যা বেড়েছে। আগের শিক্ষাবর্ষের বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল আট লাখ ৬৫ হাজার ৩৮৮ জন।

ইটালিতে অভিবাসী বা বিদেশি মা-বাবার কাছে জন্ম নেওয়া সন্তানদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব দেয়া হয় না। অর্থাৎ এসব শিক্ষার্থীদের মা-বাবাও অভিবাসী বা বিদেশি নাগরিক।

ইটালিতে নাগরিকত্ব পাওয়া বেশ জটিল প্রক্রিয়া। যেসব অভিবাসীরা বৈধভাবে দেশটিতে থাকছেন, কাজ করেছেন তাদেরকেও দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। এমনকি প্রায়ই নাগরিকত্বে চেয়ে করা প্রাথমিক আবেদন নাকচ করা হয়।

যার ফলে অভিবাসী শিশুদের স্কুলগুলোতে সরকারিভাবে 'বিদেশি' হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এমনকি তারা ইটালিতে জন্ম নিয়ে অনর্গল ইটালীয় ভাষায় কথা বললেও এটি করা হয়। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীরা আছেন, যারা জীবনে ইটালি ছাড়া অন্য কোনো দেশেও বসবাস করেনি। জন্মের পর থেকেই তাদের পরিবারের সাথে ইটালিতে অবস্থান করছেন।

অভিবাসীদের সন্তানেরাও ইটালিতে সহজে নাগরিকত্ব পান না। তাদেরকে বাকি সবার মতো সব শর্ত পূরণ করে জাতীয়তার আবেদন করতে হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। ইটালিতে ছয় থেকে ১১ বছর বয়সি শিশুরা সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান করে।

২১ শতাংশ শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সাধারণত ১৪ থেকে ১৯ বছর বয়সি পড়ুয়ারা উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ে থাকেন।

এছাড়া ১৮ শতাংশ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ১১ শতাংশ নার্সারি স্কুলে নিবন্ধিত বলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

অভিবাসী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আছেন উত্তর ইটালির পিডমন্ট, ভেনেটো, ফ্রিউলি ভেনেজিয়া গিউলিয়া, এমিলিয়া-রোমাগনা, লোমবার্দি এবং লিগুরিয়া অঞ্চলের স্কুলগুলোতে।

বিশেষ করে, মোট বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৪ শতাংশ লোমবার্দি অঞ্চলে পড়ছে। এছাড়া সেন্ট্রাল ইটালির তুস্কানি, আমব্রিয়া, মার্চে এবং ল্যাজিও অঞ্চলের স্কুলগুলোতে আছেন ২২ শতাংশ।

অপরদিকে, ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী দক্ষিণ ইটালির আব্রুজো, মোলিসে, ক্যাম্পানিয়া, পুগলিয়া, ব্যাসিলিকাটা, ক্যালাব্রিয়া এবং সার্দিনিয়া অঞ্চলের স্কুলগুলোতে নিবন্ধিত আছেন।

আশ্রয়প্রার্থীদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে জার্মানি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
তবে সব মিলিয়ে নভেম্বর মাসে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে চ্যান্সেলর ও মুখ্যমন্ত্রীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিছু বাড়তি পদক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছেন। যেমন বাভেরিয়া ও স্যাক্সনি রাজ্য সরকার ইউক্রেন থেকে আসা মানুষের বিশেষ আর্থিক সুবিধা বন্ধ করে আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে গণ্য করার দাবি তুলছে।

আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা কমাতে ইউনিয়ন শিবিরের মুখ্যমন্ত্রীরা আরো কিছু দেশের সঙ্গে অভিবাসন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সরকারের উপর চাপ দিচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হলে সেখান থেকে আসা মানুষদের ফেরত পাঠানো সহজ হবে।২০২৩ সালে জার্মানিতে প্রায় তিন লাখ উনত্রিস হাজার বহিরাগত রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছেন। ২০২২ সালের তুলনায় সংখ্যাটা প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি।

তার উপর ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যুদ্ধের কারণে ইউক্রেন থেকে প্রায় দশ লাখ শরণার্থী জার্মানিতে এসেছেন। বহিরাগতদের এমন ঢল সামলাতে বিশেষ করে পৌর স্তরে নানা সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তাদের বাসস্থান, ভাষা শিক্ষা, শিশু-কিশোরদের জন্য কিন্ডারগার্টেন বা স্কুলের ব্যবস্থা অনেক পৌর কর্তৃপক্ষের সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাড়তি আর্থিক ব্যয়ভার নিয়েও সমস্যা দূর হয় নি। নভেম্বরের বৈঠকে প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীর জন্য পৌরসভাগুলিকে বছরে ৭,৫০০ ইউরো অনুদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও অনেক শহর ও গ্রাম ঘাটতির অভিযোগ করছে।

গাজায় যুদ্ধ-বিরতি নিয়ে সরব ইইউ নেতারা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
এখন তাদের পক্ষে সেই শিবির ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

রাশিয়া-বেলারুশ নিয়ে সিদ্ধান্ত

বৃহস্পতিবারের বৈঠকের পর ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ফন ডিয়ার লাইয়েন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, রাশিয়া এবং বেলারুশ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই দুই দেশ থেকে আসা জিনিসের দাম বাড়ানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি খাদ্যদ্রব্যের কথা বলেছেন। রাশিয়া থেকে প্রভূত পরিমাণ সিরিয়াল আসে ইউরোপে। মূলত যব এবং গম থেকে তৈরি হয় ওই খাবার।

ইইউ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাশিয়া এবং বেলারুশ থেকে আসা ওই খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে ইউরোপের বাজারে ওই খাদ্যদ্রব্যের বিক্রি কমে যাবে। রাশিয়া এর থেকে মুনাফা করতে পারবে না। উল্লেখ্য, রাশিয়া এবং ইউক্রেন বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ইউরোপ এবং আফ্রিকায় পাঠায়। লোহিত সাগর দিয়ে এই খাদ্যদ্রব্য ইউরোপ এবং আফ্রিকায় পাঠানো হয়। যে কারণে ওই রাস্তাকে বিশ্বের ফুড বাস্কেট বলা হয়। সেই খাবার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল ইইউ।

জকিগঞ্জ ঐক্য পরিষদ ফ্রান্স ১০ম বর্ষপূর্তি উদযাপন

তাজ উদ্দিন, ফ্রান্স

জকিগঞ্জ ঐক্য পরিষদ ফ্রান্স এর দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সোমবার (৫মার্চ) ২০২৪ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এক হল রুমে ১০ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠিত হয় । দুই পর্বের এই অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বে ছিল আলোচনা সভা ও দ্বিতীয় পর্বে ছিল বিভিন্ন সামাজিক কাজে অবদান রাখার জন্য ক্রেস্ট বিতরণ । সংগঠনের সভাপতি সাহেদ আহমদের সভাপতিত্বে যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস এর যৌথ সঞ্চালনায় কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সেলিম উদ্দিন চৌধুরী ।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্তিত ছিলেন সিকানো বাঙ্গালি'র সভাপতি সরুফ ছদিউল বাংলাদেশি ফুটবল এসোসিয়েশন ফ্রান্স সভাপতি হাসান শাহ, ফ্রান্স আল ইসলাহ'র সভাপতি মুফতি মাশুক আহমদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কাজী আব্দুল মুহিত।

সূচনা বক্তব্যে দেন এসোসিয়েশন যুগ্ম সাধারন স্মাপদক আব্দুল কুদ্দুস। এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন সাধারন সম্পাদক আশফাক রাহাত চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন , আব্দুর রশিদ চৌধুরী, রিপন চৌধুরী, আব্দুল কাদির, মুজাক্কির চৌধুরী, শাহেদ আহমদ ,জাফরান আহমদ, দুলাল আহমদ, নজরুল আলী, মোয়াজ্জিন হুসেন মোয়ান, হোসেন আহমদ ,আরিফ উদ্দিন ,ইমরান হোসেন সহ জকিগঞ্জের আরো অনেক । উপস্থিত বক্তারা সংগঠনের অতীত কার্যক্রম সহ ভবিষ্যতে কিভাবে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন ।

এ ছাড়াও তুলে ধরা হয় সংগঠনের বিভিন্ন মানবিক কাজগুলো ।

এ সময় সংগঠনের বিভিন্ন মানবিক কাজ করে যারা সংগঠন কে এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদেরকে কাজের সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয় । ফ্রান্সের স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণকারক সংগঠন সিকানো বাঙালি সভাপতি জকিগঞ্জের কৃতি সন্তান সরফ সদিউল কে বাংলাদেশ তথা ফ্রান্স এ বাংলাদেশি কমিউনিটি ও সংস্কৃতি কে ফ্রান্সের মধ্যে তুলে ধরার জন বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয় । বাংলাদেশি কমিউনিটির সংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গন এ বাংলাদেশি ৭৬ টি ফুটবল গ্রুপের প্রধান সংগঠন বাংলাদেশ ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি বিশিষ্ট ক্রীড়া মোদী ব্যক্তিত্ব হাসান শাহ কে তার বিশেষ অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

লন্ডনে জকিগজ্ঞি কমিউনিটির তথা বহর্বিশ্ব জকিগজ্ঞ কে অত্যন্ত সুন্দর ও সুসংগঠিত ভাবে তুলে ধরার জন্য যুক্তরাজ্য প্রধান সংগঠন জকিগঞ্জ ঐক্য পরিষদ লন্ডন কে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রধান করা হয় ।

এ সময় সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট গ্রহন করেন ব্রিটেন থেকে আগত কমিটির সেক্রটারী মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস ।

প্রবাসে বাংলার কথা বলে

ওয়েব নিউজ

ইউরোপমুখী অভিবাসীদের শেষ আশ্রয় পর্তুগাল

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ইউরোপের দেশ পর্তুগাল অভিবাসীদের জন্য জোটের অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় অনেক বেশিই বন্ধুবৎসল। দেশটির ক্ষমতাসীন বামপন্থি সরকার অভিবাসীদের জন্য আইন-কানুন নানা সময়ে সহজ করেছে। তবে আসছে সপ্তাহের নির্বাচনে দেশটির কোনো রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসলে হয়তো পরিস্থিতি ভিন্ন রকম হতে পারে।

দক্ষিণ-পূর্ব পর্তুগালের সাই তেওতোনিও নামের ছোট্ট শহরে পুর্তগীজ রেস্টুরেন্টের চেয়ে ভারতীয় ও নেপালি রেস্টুরেন্টেই বেশি চোখে পড়ে। অবশ্য, এই শহরে দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় শহরটিতে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের দোকান, রেস্তোরাঁ বেশি হবে এটিই স্বাভাবিক।

নেপাল থেকে আসা ৩৬ বছরের মেশ খাত্রি ও তা স্ত্রী রিতু পর্তুগালের এই শহরটিতে বাস করেন। খাত্রি একটি খামারে কাজ করেন আর তার স্ত্রী রিতু 'নেপালি' নামের একটি ক্যাফে পরিচালনা করেন। সাত বছরের একটি পুত্র সন্তান আছে এই দম্পতির। ছোট্ট ছেলেটি পুর্তগীজ ভাষায় কথা বলতে পারেন। এক আধটু ইংরেজিও বলতে পারে। তবে মাতৃভাষা নেপালিতে কথা বলতে পারে না শিশুটি।

বেলজিয়াম থেকে ২০১২ সালে পুর্তগালে এসেছিলেন খাত্রি। বেলজিয়াম থেকে পুর্তগালে আসার কারণ ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, "বেলজিয়ামে রেসিডেন্স পারমিট পাওয়া খুব কঠিন। তাই আমি এই দেশে (পর্তুগালে) এসেছিলাম। এখানে (পর্তুগালে) কাগজপত্র (নিয়মিত হওয়ার জন্য) পাওয়া সহজ।"

নেপালের এই অভিবাসী আরো জানালেন, পর্তুগালে আসার পাঁচ বছরের মাথায় তিনি দেশটিতে আইনিভাবে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় রেসিডেন্স পারমিট পান। এর দুই বছর পর পর্তুগালের নাগরিকত্ব পান খাত্রি।

ইউরোপের আর পাঁচটি দেশে যখন স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পেতে দীর্ঘ আমলাতান্ত্রিক

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ফ্রান্সে তৃতীয় বারের মতো বাঙালি বাণিজ্য মেলা ও ঈদ বাজার অনুষ্ঠিত

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

উৎসবমুখর ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে 'সলিডারিটি আজি ফ্রান্স' আয়োজিত "বাণিজ্য মেলা বা ঈদ বাজার ২০২৪"অনুষ্ঠিত হয়।

প্যারিসের প্রানকেন্দ্র রিপালিক চত্বরে তৃতীয়বারের মতো এবারও ৩১ মার্চ রবিবার অন্য বছর এর তুলনায় এবার বড় আকারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে 'সলিডারিটি আজি ফ্রান্স (সাফ) সংগঠন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিকে কিছুটা সময় বৃষ্টি থাকায় ক্রেতা এবং শ্রোতা দর্শনার্থী একটু কম থাকলেও বিকাল পাঁচটার পর থেকে আকাশ স্বাভাবিক হওয়ার পর জমজমাট হয়ে উঠে মেলার প্রাঙ্গন। এ সময় চলে ব্যাপক কেনাকাটা এ সময় বীড় ছিল ক্রেতা এবং দর্শনার্থীর।

অনুষ্ঠানটি রাত আটটা পর্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরে সলিডারিটি আজির ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট এন কে নয়ন এবং সাফ এর স্বেচ্ছাসেবক এবং সদস্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎফুল্ল বোধ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সাফ এর প্রেসিডেন্ট এন কে নয়ন এবং বাঙালি কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

মেলায় বিকাল সাড়ে পাঁচটায় প্যারিস ১৮ এর এম পি দাগনি আগুনি উপস্থিত হন । পরে মেলা প্রতিটি স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন এরপর বাংলাদেশী জামদানি শাড়ি পড়ে বাংলাদেশীদের কৃষ্টি কালচারের প্রশংসা করেন এবং তিনি তার বক্তব্য শেষে বাংলায় বলেন ঈদ বাজার সফল হোক।

নারীরা যে চার দেয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে আবহ বাংলার প্রচলিত শৃঙ্খল ভেঙে নিজের পরিবার এবং সমাজে অবদান রাখতে পারে এই মেলায় তার একটি বাস্তব উদাহরণ। মেলাকে ঘিরে প্রবাসের মাটিতে বাংলাদেশের একটা মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল এবং আগত দর্শনার্থীরা তাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মেলা সম্পর্কে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে 'সলিডারিটি আজি ফ্রান্স'এর প্রেসিডেন্ট অনুষ্ঠানে অংশনকারী সময় বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ফরাসি এডভোকেট আকাশ হেলাল

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ক কারা?

হারুন উর রশীদ স্বপন - ডয়েচ ভেল

বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা যৌন হয়রানি করে তাদের ৯ শতাংশই শিক্ষক। আর আর ৫৬ শতাংশ সহপাঠী। আর এই যৌন নিপীড়করা রাজনৈকিভাবে প্রভাবশালী। আর যৌন নিপীড়নের শিকার ৯০ ভাগই নানা ভয়ের কারণে অভিযোগ করেন না। ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নারী শিক্ষার্থীর আত্মহত্যারপর তাই সুইসাড নোটে স্পষ্ট হয়েছে যে তিনি যৌন হয়রানিমূলক মন্তব্য ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন দিনের পর দিন। ওই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রোক্টর দ্বীন ইসলামকে বরখাস্ত এবং ছাত্র সিদ্দিক আস্মানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ফ্রান্স থেকে আবারো ৭ বাংলাদেশি অভিবাসী ফেরত

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

নিয়মিত কাগজপত্র ছাড়া ফ্রান্সে অবস্থানকারীদের ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে আটক করে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে দেশটির সরকার। ফরাসি সরকারের এমন উদ্যোগের পর দেশটির বাংলাদেশি কমিউনিটিতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। ফ্রান্স থেকে গত রবিবার নিয়মিত কাগজপত্রবিহীন অন্তত ৭ জনকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে, বিষয়টি ওয়েব নিউজকে নিশ্চিত করেছেন সুনামগঞ্জের দিরাই এলাকার একজন ফেরত যাওয়া বাংলাদেশী। তিনি বলেন এখনো প্রায় ১০০ বাংলাদেশি আটক রয়েছেন ডিটেনশন সেন্টারে।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

এক যুগ পর ফের ইটালি-ঢাকা রোডে চালু হলো বাংলাদেশ বিমান ফ্লাইট

জহুরুল হক রাজু - ইটালি প্রতিনিধি

দীর্ঘ নয় বছর পর আবারও ইতালির রোমে শুরু হয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট। (২৬ মার্চ) রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্লাইটটির উদ্বোধন করা হয়। ইউরোপে বিমানের তৃতীয় গন্তব্য হতে যাচ্ছে রোম। বর্তমানে লন্ডন ও ম্যানচেস্টারে ফ্লাইট পরিচালনা করছে বিমান।

১৯৮১ সালের ২ এপ্রিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের রোম ফ্লাইট চালু হয় এবং ২০১৫ সালের ৬ এপ্রিল থেকে রোম ফ্লাইট বন্ধ ছিল। বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনারের মাধ্যমে রোম ফ্লাইট পরিচালিত হবে।

২৬ মার্চ বুকিং তথ্য অনুযায়ী প্রথম ফ্লাইটে বিজনেস ক্লাসে ২৩ এবং ইকোনমি ক্লাসে ১৭৭ জন যাত্রা করেছে। প্রথম ফিরতি ফ্লাইটে বিজনেস ক্লাসে ৭ জন এবং ইকোনমি ক্লাসে ২৪৭ জন যাত্রা করবেন। ৭৮৭ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজে যাত্রী ধারণক্ষমতা বিজনেস ক্লাসে ২৪ এবং ইকোনমি ক্লাসে ২৪৭ জনসহ মোট ২৭১ জন।

উদ্বোধনী ফ্লাইট বিজি ৩৫৫ ২৭ মার্চ রাত ৩টায় ঢাকা ত্যাগ করেছে। ফ্লাইটটি রোমে পৌঁছাবে ২৭ মার্চ স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৮টায়। ফিরতি ফ্লাইট বিজি-৩৫৬ রোম থেকে ২৭ মার্চ সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে রওনা দিয়ে ঢাকায় পৌঁছাবে পরের দিন স্থানীয় সময় রাত ১২টা ১৫ মিনিটে। বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১ এপ্রিল থেকে গ্রীষ্মকালীন সূচি অনুযায়ী প্রতি সোম, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে স্থানীয় সময় রাত ৪টায় যাত্রা করে রোমে পৌঁছাবে সকাল ১০টা ১০ মিনিটে। এবং রোম থেকে স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে যাত্রা করে ঢাকায় পৌঁছাবে পরের দিন রাত ১২টা ৩০ মিনিটে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান, বিমান পর্ষদ চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল উদ্দিন, বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শফিউল আজিম, বিমানের পরিচালক পরিচালক (বিপণন ও বিক্রয়) মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন সহ আরো অনেক।

ইউরোপীয় নির্বাচন: ফরাসি কট্টর ডান দলের প্রচারণায় অভিবাসন

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

আসন্ন ইউরোপীয় নির্বাচনকে ঘিরে ফ্রান্সে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছে মারিন লো পেনের কট্টর ডান রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল র‍্যালি (আরএন)। সমাবেশে দলটি অভিবাসনকে সামনে রেখে তাদের নির্বাচনী রুপরেখা ও বক্তব্য তুলে ধরে। চলতি বছরের ৯ জুন ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এবারের নির্বাচনে কট্টর ডানদের আসন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বেশ কয়েকটি জনমত জরিপে উঠে এসেছে।

ফ্রান্সে অভিবাসী বিরোধী হিসেবে পরিচিত রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল র‍্যালি (আরএন) দলটির সভাপতি ও তরুণ নেতা জর্দান বার্দেলাকে সামনে রেখে প্রার্থী তালিকা ও আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের আলোচিত বন্দর নগরী মার্সেইয়ে রোববার প্রথম নির্বাচনী সভা করে আরএন। জর্দান বার্দেলা বলেন, "এটি পরিষ্কার যে ৯ জুনের নির্বাচন হবে অভিবাসীতে নিমজ্জিত হওয়ার বিরুদ্ধে গণভোট।"

সমাবেশে প্রচারণার সময় তিনি যেই ব্যানারের সামনে তার সমাপনী ভাষণ দেন সেখানে লেখা ছিল, কারা ফ্রান্সে প্রবেশ করতে পারবেন এবং কারা পারবেন না সেটি ফরাসি জনগণের উপর নির্ভর করে। আমাদের দল ফ্রান্সের সীমান্ত রক্ষা করবে।" তিনি বলেন, "ফ্রান্স আবারো নেতৃত্বে ফিরে এসেছে। ইউরোপীয়রাও স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে।" ফরাসি জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর ইনসে অনুসারে, ২০২২ সালের হিসেব অনুযায়ী ফ্রান্সে বসবাসকারী ১০ শতাংশ মানুষ বিদেশি। ১৯৪৬ সালে এই সংখ্যাটি ছিল পাঁচ শতাংশ এবং ২০১০ সালে ছিল ৮.৫ শতাংশ। এই অভিবাসীদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ফরাসি নাগরিকত্ব লাভ করেছে। উল্লেখ্য এই পরিসংখ্যানে বিদেশি বলতে যারা ফ্রান্সের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের বোঝানো হয়েছে। কারণ ফ্রান্সে ১৯৭৮ সাল থেকে জাতিগত পরিসংখ্যান আইনিভাবে নিষিদ্ধ। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ফরাসি সাংবিধানিক কাউন্সিল ডান প্রভাবিত অভিবাসন বিলের বৃহৎ

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ফরাসি সেনাদের পরিণতি নিয়ে যে হুঁশিয়ারি দিল রাশিয়া

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ফরাসি সেনাদের যুদ্ধের জন্য ইউক্রেনে পাঠানো হলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে টার্গেট করে তাদের ওপর হমলা চালানো হবে মন্তব্য করেছেন রুশ গোয়েন্দা প্রধান। সম্প্রতি রাশিয়ার বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান সের্গেই নারিশকিন এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। খবর আল আরাবিয়ার। রাশিয়ার বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান বলেন, এটি (ফরাসি সেনা দল) রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণের জন্য একটি অগ্রাধিকার এবং বৈধ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। এর অর্থ হলো- যে সব ফরাসি সেনা অস্ত্র নিয়ে রাশিয়ার ভূখণ্ডে আসবে, দুর্ভাগ্য তাদের জন্য অপেক্ষা করবে। সম্প্রতি ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ রাশিয়ার হামলার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের জয় নিশ্চিত করতে ইউরোপের পক্ষ থেকে যে কোনো ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত বলে মন্তব্য করেন। এমনকি প্রয়োজনে ইউক্রেনে সেনাবাহিনী পাঠানোর কথাও জানান সেই বক্তব্যে।

আশ্রয়প্রার্থীদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে জার্মানি

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

বেড়ে চলা আশ্রয়প্রার্থীর ঢল সামলাতে জার্মানি নভেম্বর মাসে যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বুধবার চ্যান্সেলর ও মুখ্যমন্ত্রীরা তার পর্যালোচনা করেন। জুন মাসের মধ্যে সব পদক্ষেপের মূল্যায়ন করবেন তাঁরা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংকটের জের ধরে ইউরোপে শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী ও অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। জার্মানিতে বহিরাগতদের সেই ঢলকে কেন্দ্র করে প্রবল রাজনৈতিক বিবাদ চলছে। এএফডি-র মতো চরম দক্ষিণপন্থি দল বিষয়টিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের অনিশ্চয়তার ফায়দা তুলছে। এমন পরিস্থিতিতে ফেডারেল ও রাজ্য সরকারগুলি সংকট সামাল দিয়ে নিয়ন্ত্রণহীনতার অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করছে। গত নভেম্বর মাসে চ্যান্সেলর ও মুখ্যমন্ত্রীরা একগুচ্ছ পদক্ষেপের বিষয়ে ঐকমত্যে এসেছিলেন। বুধবার জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস ও ১৬টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অভিবাসন নীতির বিভিন্ন দিক ও বাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বার্লিনে শলৎস বলেন, বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হলেও এখনই তার সুফল দেখা যাচ্ছে না। যেমন আশ্রয়প্রার্থীদের নগদ আর্থিক সহায়তার বদলে ডেবিট কার্ড দেওয়ার পদক্ষেপ কার্যকর করতে সময় লাগছে। অনেক আশ্রয়প্রার্থীরা এতকাল নগদ অর্থ নিজেদের দেশে পাঠিয়ে আসছেন বলে সমালোচনা হচ্ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশে শরণার্থীদের আবেদন পরীক্ষার ব্যবস্থার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামী ২০শে জুন আগামী শীর্ষ বৈঠকের আগে সেই উদ্যোগের প্রাথমিক ফলের জন্য মুখ্যমন্ত্রীরা চাপ দিচ্ছেন। সেই সব পদক্ষেপের পাশাপাশি শলৎস অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন সীমিত করতে সব সময়ে সক্রিয় থাকার উপর জোর দেন। তার মতে, গত ২০-২৫ বছরে এমন সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। প্রধান বিরোধী ইউনিয়ন শিবির সরকারের উপর আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যার উর্ধ্বসীমা স্থির করার জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনের আওতায় এমন কোনো সুযোগ নেই বলে সরকার ও কয়েকটি রাজ্য মনে করছে।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

গাজায় যুদ্ধ-বিরতি নিয়ে সরব ইইউ নেতারা

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

এই মুহূর্তে গাজায় সংঘর্ষ-বিরতি হোক। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈঠকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন নেতারা। রাফায় অভিযান নয়। ইইউ-র বৈঠকের পর এই আবেদন জানিয়েছেন ইউরোপের একাধিক দেশের প্রধানরা। বস্তুত, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন, এবার রাফায় অভিযান চালাবে ইসরায়েলের সেনা। তার আগে রাফা ছেড়ে সকলকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রাফা হলো, গাজার সঙ্গে মিশরের সীমান্ত। এতদিন এই সীমান্ত দিয়ে গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠানো হচ্ছিল। নেতানিয়াহু বলেছেন, ওই সীমান্ত দিয়ে কেউ চাইলে গাজার বাইরে চলে যেতে পারেন। চাইলে উত্তর গাজায় যাওয়া যেতে পারে। কারণ, এবার ইসরায়েলের বাহিনী রাফায় অভিযান চালাবে। উল্লেখ্য, এর আগে ইসরায়লের বাহিনী উত্তর এবং দক্ষিণ গাজায় অভিযান চালিয়েছে। সে সময় কয়েক লাখ মানুষ রাফার শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

নাবিলা এন্টারপ্রাইজ এন্ড বুশারি

এখানে বাংলাদেশী সকল প্রকার পণ্য এবং সব ধরণের হালাল মাংস, মাছ ও সবজি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোপাইটর : সুমন আহমেদ

07 58 38 27 29 - 09 87 77 90 27

এড্রেস : 81 Av. de la République 93300 Aubervilliers
(2)165 Av. du Président Wilson 93210 Saint-Denis

amedsumon85@gmail.com

গুণগত মানের শতভাগ নিশ্চয়তা

সুলভ মূল্যে ইতালি, তুর্কি থেকে সরাসরি আমদানিকৃত দৃষ্টি নন্দন, খাট, আলমারি, ওয়ারড্রব, ড্রেসিং টেবিল, ডাইনিং টেবিল, সোফা , ম্যাট্রেসসহ প্রয়োজনীয় সকল বাহারি ডিজাইনের ফার্নিচার।

bdmeubles

86 Boulevard Félix Faure, 93300 Aubervilliers
Paiement facilités 3x 4x, Fois Sans, Frais
0753335144 www.bdmeubles.fr

প্রকাশক : **এম এ আজাদ**, সম্পাদক : **বদরুল বিন আফরোজ**। প্রকাশক কর্তৃক 153 rue des cites 93300 Aubervilliers থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
ইমেইল : webnewsprint@gmail.com. ফোন নাম্বার : 01 88 50 43 38. ওয়েবসাইট : www.webnews24.fr